অন্ত্য-লীলা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ শ্রীচৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে॥ ১॥

জয়জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য॥ ১
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শ্রীচৈতন্যরূপং বৈদ্যমাশ্রয়ে। কিম্ভূতঃ সন্ বৈগুণ্যং মাৎসর্য্যাদিরূপবিগুণতা তদেব কীটস্তেন কলিতো ব্যাপ্তঃ পৈশুন্যং খলতা তদেব ব্রণং কণ্ডূতি স্তেন পীড়িতঃ দৈন্যং দীনতা তদেবার্ণবঃ সমুদ্র স্তত্র নিমগ্নঃ সন্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীরামানন্দরায়ের নিকটে প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথাশ্রবণ, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীরামানন্দরায়ের মহিমাবর্ণন, বঙ্গদেশীয় কবির নাটক বর্ণন প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। বৈগুণ্যকীটকলিতঃ (মাৎসর্য্যাদি দোষরূপ কীটদ্বারা ব্যাপ্ত) পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ (খলতারূপ ব্রণে পীড়িত) দৈন্যার্ণবে (দৈন্যরূপ সমুদ্রে) নিমগ্নঃ (নিমগ্ন) [সন্] (হইয়া) শ্রীচৈতন্যবৈদ্যম্ (শ্রীচৈতন্য-রূপ বৈদ্যকে) আশ্রয়ে (আশ্রয় করিতেছি)।

অনুবাদ। আমি (গ্রন্থকার) মাৎসর্য্যাদি দোষ (বৈগুণ্য)-রূপ কীট দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাতে খলতা (পৈশুন্য)-রূপ ব্রণে প্রপীড়িত, সুতরাং দৈন্যার্ণবে নিমগ্ন হইয়া শ্রীচৈতন্য-রূপ-বৈদ্যকে আশ্রয় করিতেছি। ১

কোনও লোকের দেহে যদি ব্রণ বা কণ্ডূ রোগ প্রকাশ পায় এবং তাহাতে ক্ষত হইয়া সেই ক্ষতে যদি কীট (পোকা) জন্মে, আর তাহার আর্থিক অবস্থাও যদি খুব খারাপ হয়, তাহা হইলে চিকিৎসক ডাকাইয়া চিকিৎসা করান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ, তিনি চিকিৎসার ব্যয়-বহনে অসমর্থ। এই অবস্থায় যদি এরূপ কোনও চিকিৎসক পাওয়া যায়, যিনি দয়াপরবশ হইয়া বিনাব্যয়েই দুঃস্থ রোগীর চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত, তাহা হইলে সেই রোগী তাঁহারই শরণাপন্ন হয়েন। পরম-করুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও ভবরোগের একজন সুচিকিৎসক; টাকা নেন না, পয়সা নেন না, আপনা হইতে রোগীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তিনি চিকিৎসা করেন; তাঁহার চিকিৎসাও আবার এমন যে, রোগ আর কোনওকালেই ফিরিয়া আসে না। এহেন চিকিৎসকের খবর পাইয়া ভবরোগগ্রস্ত কোনও লোকের মুখের কথা কাড়িয়া নিয়াই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেনঃ—আমার দেহে খলতারূপ ব্রণ হইয়াছে; তাহাতে আবার মদ-মাৎসর্য্যাদিরূপ কীট জন্মিয়াছে; তাহারা ক্ষতের মধ্যে অষ্টপ্রহর চলিয়া ফিরিয়া আমাকে যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সাধন-ভজনরূপ ধন-সম্পত্তিও আমার নাই—আমি ভক্তিহীন দীন-দরিদ্র; আমার আর তো কোনও উপায় নাই; শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্যদেব নাকি পরমদয়াল চিকিৎসক—তিনি দীনজনের বন্ধু; তাই তাঁহার চরণেই আমি শরণ লইলাম।

তাৎপর্য্য এই যে—পরমকরুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণে শরণ লইলে আর সংসার-ভয় থাকে না।

একদিন প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল নিবেদনে—॥ ৩
মহাপ্রভু ! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন্ ভাগ্যে পাঞাছোঁ তোমার দুর্ল্লভ চরণ ॥ ৪
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয় ॥ ৫
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তার মুখে শুনি ॥ ৬
ভাগ্য তোমার—কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ ॥ ৭
কৃষ্ণকথা-রুচি তোমার, বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি—সে হয় ভাগ্যবান্ ॥ ৮

তথাহি (ভাঃ ১।২।৮)—
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ব্যতিরেকমাহ ধর্ম্ম ইতি। যো ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ স যদি বিষ্বক্সেনস্য কথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ তর্হি স্বনুষ্ঠিতোঽপি সন্ অয়ং শ্রমো জ্ঞেয়ঃ। নন্বু মোক্ষার্থস্যাপি ধর্ম্মস্য শ্রমত্বমস্ত্যেব অত আহ কেবলং বিফলশ্রম ইত্যর্থঃ। নন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদিফলমিত্যাশঙ্ক্য এব-কারেণ নিরাকরোতি ক্ষয়িষ্ণুত্বান্ন তৎফলমিত্যর্থঃ। নন্বক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদিশ্রুতেন তৎফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বমিত্যাশঙ্ক্য হি শব্দেন সাধয়তি। তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি তর্কানুগৃহীতয়া শ্রুত্যা ক্ষয়িষ্ণুত্বপ্রতিপাদনাৎ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪। **পাঞাছোঁ**—পাইয়াছি। **দুর্ল্লভ চরণ**—তোমার যে চরণ ব্রহ্মাদিও পাইতে পারে না।

৬। প্রদ্যুম্নমিশ্র কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে প্রভু বলিলেন—"আমি কৃষ্ণকথা জানি না; একমাত্র রামানন্দই কৃষ্ণকথা জানেন, আমিও তাঁহার মুখেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করি।"

প্রভু যে বাস্তবিকই কৃষ্ণকথা জানেন না, তাহা নহে; তথাপি তাঁহার এইরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য—স্বীয় দৈন্য-প্রকাশ, ভক্তের মাহাত্ম্য-প্রকাশ, রামানন্দরায়ের গুণ-গরিমা-প্রকাশ এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী ও কৌলীন্যাভিমানী লোকদিগের গর্ব্বনাশ। ক্রমশঃ এসব ব্যক্ত হইবে।

৭। **ভাগ্য তোমার**—প্রভু বলিলেন, "মিশ্র, তোমার যে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইয়াছে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য। যাও, তুমি রামানন্দের নিকটে যাইয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর।"

৮। সাংসারিক জীব বিষয়ে আসক্ত-চিত্ত বলিয়া সাধারণতঃ বিষয়-কথাতেই আনন্দ পায়, তাই বিষয়-কথাতেই তাহাদের রুচি হইয়া থাকে; কিন্তু যদি কাহারও কৃষ্ণ-কথায় রুচি দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার বিষয়াসক্তি অন্তর্হিত হওয়ার সময় আসিয়াছে, তাহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ হইয়াছে; তাহার মায়ান্ধতারূপ দুর্ভাগ্যের অবসান হইয়াছে এবং কৃষ্ণোন্মুখতারূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে; কৃষ্ণ-কথায় রুচি হইলেই ভজনে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ও ভজন-প্রভাবে ক্রমশঃ তাহার সমস্ত অনর্থ দূর হইয়া যাইবে, শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাবে তাহার চিত্ত সমুজ্জ্বল হইবে; ক্রমশঃ তাহার ভাগ্যে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভ ঘটিবে। তাই প্রভু বলিলেন, "যার কৃষ্ণ-কথায় রুচি—সে হয় ভাগ্যবান্।"

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপে "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতং" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকটীর মর্ম্ম এইরূপ :—ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি-অনুষ্ঠানের ফলে যদি কাহারও ভগবৎ-কথায় রুচি না জন্মে, তবে তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান বৃথা শ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। এই শ্লোকটীর উল্লেখে বুঝা যায়, প্রদ্যুম্নমিশ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানের ফলে কৃষ্ণ-কথায় তাঁহার রুচি জন্মিয়াছে, সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান বৃথা-শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই; তাই তিনি ভাগ্যবান্।

শ্লো। ২। অন্বয়। পুংসাং (লোকের) স্বনুষ্ঠিতঃ (সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত) যঃ ধর্ম্মঃ (যে ধর্ম্মঃ) [সঃ]

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দ-স্থানে।
রামানন্দ-সেবক তাঁরে বসাইল আসনে ॥ ৯
দর্শন না পায় মিশ্র, সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল—॥ ১০
দুই দেবকন্যা হয় পরমসুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণ সেই বয়সে কিশোরী ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(সে—সেই ধর্ম্ম) যদি (যদি) বিষ্বক্‌সেনকথাসু (হরি-কথায়) রতিং (রতি—রুচি) ন উৎপাদয়েৎ (উৎপাদন না করে), [তদা সঃ ধর্ম্ম] (তবে সেই ধর্ম্ম) কেবলং (কেবল) শ্রমঃ এব হি (শ্রমমাত্রই)।

অনুবাদ। সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! অতিপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি হরি-কথাতে রতি উৎপাদন না করে, তবে সেই ধর্ম্ম কেবল পরিশ্রমের নিমিত্তমাত্রই হইয়া থাকে। ২

যাহা জীবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে, স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যে স্থির করিয়া রাখে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম; এই অবস্থা লাভ করিবার আনুকূল্য বিধান করে যে সমস্ত অনুষ্ঠান, তৎসমস্তও ধর্ম্ম—সাধন-ধর্ম্ম। জীবের কর্ত্তব্যই হইল সাধন-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বরূপানুবন্ধি অবস্থা লাভ করার চেষ্টা করা; সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই—এমন কি সেই অবস্থা প্রাপ্তির সূচনাতেই—শ্রীভগবানের প্রতি একটা প্রাণের টান জন্মে, তাঁহার গুণকথাদি শুনিবার জন্য লালসা জন্মে। কিন্তু যে সাধন-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে—সুন্দর সুচারু অনুষ্ঠানেও—ভগবৎ-কথা শুনিবার জন্য লালসা না জন্মে, সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিরর্থক হইয়া যায়, কেবলমাত্র বৃথা পরিশ্রমেই তাহা পর্য্যবসিত হয়। তাহাদ্বারা স্বর্গাদি ভোগলোক লাভ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহা তো স্থায়ী নহে; নির্দ্দিষ্টকাল সুখভোগের পরে আবারতো ভোগলোক হইতে পতিত হইতে হয়; সুতরাং তাহা জীবের চরম-কাম্যবস্তু হইতে পারে না; যাহাদ্বারা চরম-কাম্যবস্তু পাওয়া যায় না, তাহার অনুষ্ঠানের সার্থকতাও নাই। ইহাও স্বীকার্য্য যে—সকল রকমের সাধনেই পরিশ্রম আছে; পরিশ্রম এবং কষ্ট থাকিলেও তদ্দ্বারা যদি নিত্য শাশ্বত আনন্দের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শ্রমসাধ্য এবং কষ্টকর সাধনও বরণীয়।

প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথায় রুচি দেখিয়া মহাপ্রভু ইঙ্গিতে জানাইলেন যে—মিশ্রের সাধন বৃথা শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই; ব্যতিরেকমুখে এই শ্লোকে তাহাই সপ্রমাণ হইল। পূর্ব্ব-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৯। **তবে**—প্রভুর কথা শুনিয়া। **রামানন্দ-স্থানে**—রামানন্দ-রায়ের বাড়ীতে। **রামানন্দ-সেবক**—রামানন্দের সেবক বা ভৃত্য। **তাঁরে**—প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে। **আসনে**—ব্রাহ্মণের যোগ্য আসনে।

১০। **দর্শন না পায় মিশ্র**—রামানন্দের বাড়ীতে গিয়া প্রদ্যুম্ন-মিশ্র রামানন্দকে দেখিতে পাইলেন না।

সেবকে পুছিল—প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দ-রায়ের ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রামানন্দরায়-মহাশয় কোথায় আছেন?"

রায়ের বৃত্তান্ত ইত্যাদি—মিশ্রের কথা শুনিয়া রায়ের ভৃত্য রামানন্দ-রায়ের অনুপস্থিতির বিবরণ বলিতে লাগিল (পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই বিবরণ লিখিত হইয়াছে।)

১১। "দুই দেব-কন্যা হয়" হইতে "সেই করিবেন" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে সেবক রামানন্দ-রায়ের অনুপস্থিতির বিবরণ বলিতেছে :—"রায়-মহাশয় এখন গৃহে নাই; তিনি এখন নিভৃত উদ্যানে আছেন; সেখানে তিনি নৃত্য-গীতে নিপুণা দুইজন পরমাসুন্দরী যুবতী দেবদাসীকে তাঁহার জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকের অভিনয়াদি শিক্ষা দিতেছেন। আপনি একটু বসুন; তিনি ক্ষণেক পরেই আসিবেন; তখন আপনার যাহা আদেশ হয়, রায়-মহাশয় তাহাই করিবেন।"

দুই দেব-কন্যা—দুইজন দেবদাসী। যে সকল অবিবাহিতা কন্যা নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে নৃত্য-গীতাদি করেন, তাঁহাদিগকে দেবকন্যা বা দেবদাসী বলে। কোন কোন গ্রন্থে "দেব-কন্যা" স্থলে "দেবদাসী" পাঠ আছে। **পরম-সুন্দরী**—দেবকন্যা দুইজন অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। **নৃত্য-গীতে নিপুণ**—নৃত্যে এবং গীতে

তাহাঁ-দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে। | নিজ নাটকের গীতে শিক্ষা-আবর্ত্তনে॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেব-কন্যাদ্বয় অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন। নাটকের অভিনয়ের পক্ষে এইরূপ নিপুণতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। **সেই বয়সে কিশোরী**—সেই দেব-কন্যাদ্বয় কিশোর-বয়স্কা (নবযৌবনা) ছিলেন।

১২। তাহা দোঁহা—সেই দেব-কন্যা দুইজনকে।

নিভৃত-উদ্যানে—নির্জ্জন বাগানে।

নিজ নাটকের—রামানন্দরায়-লিখিত শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটকের।

আবর্ত্তন—আবৃত্তি; কোনও বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানকে আবৃত্তি বা আবর্ত্তন বলে।

গীতে শিক্ষা-আবর্ত্তন—গীত-বিষয়ে-শিক্ষা-সম্বন্ধে-আবর্ত্তন; জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকে যে সকল গান আছে বা কথা আছে, সে সকল বিষয়ে শিক্ষার আবর্ত্তন; সুর-তান-যোগে গান করার প্রণালী, গানের শব্দ, বা অন্য কথার শব্দগুলির যথাযথ উচ্চারণ, গানের সময়ে বা কথা বলার সময়ে হস্ত-পদ-মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গী ইত্যাদি কিরূপ হইবে, তাহা বার বার দেব-কন্যাদ্বয়কে শিক্ষা দিতেছেন; তাঁহারাও বার বার ঐ সকল বিষয়ে আবৃত্তি করিয়া সম্যক্‌রূপে শিক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করিতেছেন।

কোনও কোনও পুস্তকে "গীত-শিক্ষার বর্ত্তন" পাঠ আছে; অর্থ একরূপই। এ স্থলে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অর্থ করিয়াছেন এইরূপ:—"শিক্ষায়া বর্ত্তনং পুনঃ পুনরনুসন্ধান-প্রস্ফুটম্—শিক্ষিতব্য বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানরূপ আবৃত্তি।"

রামানন্দ-রায় কি উদ্দেশ্যে দুইটী দেবদাসীকে লইয়া নিভৃত-উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা এই পয়ারে পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে—রামানন্দ-রায় জগন্নাথদেবের সাক্ষাতে তাঁহার জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকের অভিনয় করাইতে ইচ্ছা করিয়া দেবদাসীদ্বয়কে অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন; এতদ্ব্যতীত দেবদাসীদ্বয়ের সঙ্গে তাঁহার অপর কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

প্রশ্ন হইতে পারে, জগন্নাথবল্লভ-নাটকে পাত্র-পাত্রী অনেক আছেন, কেবল দুইজন মাত্র নহেন। নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সখা মধুমঙ্গল, এই দুইজন পাত্র; আর নায়িকা শ্রীরাধিকা, তাঁহার প্রিয়সখী মাধবিকা, শশীমুখী, অশোকমঞ্জরী ও মদনমঞ্জরী; অলৌকিক উপায়ে রাধাকৃষ্ণের লীলা-সংঘটনকারিণী মদনিকা (পৌর্ণমাসী ?) এবং বনদেবতা বৃন্দা—এই সকল পাত্রী আছেন। কিন্তু নাটকের অভিনয় শিক্ষা দেওয়াই যদি রামানন্দ-রায়ের দেবদাসী-সংসর্গের একমাত্র হেতু হইত, তাহা হইলে এতজন পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও কেবল মাত্র দুইজন দেবদাসীকেই শিক্ষা দিতেছিলেন কেন? অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের ভূমিকা কে কাহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন? ইহার উত্তর এই—জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকে পাত্র-পাত্রী অনেক থাকিলেও পাত্রীদের মধ্যে নায়িকা শ্রীরাধিকার এবং পাত্রদের মধ্যে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাই মুখ্য। ইঁহাদের ভূমিকায় নানাবিধ দুর্গম-ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে; রামানন্দের ন্যায় রসিক-ভক্ত ব্যতীত অপরের পক্ষে এই সকল নিগূঢ় ভাবের অনুভব এবং অভিনয়-শিক্ষা-দান অসম্ভব; তাই রামানন্দ-রায় স্বয়ং কেবল এই দুইজনের ভূমিকার অভিনয়ই দুইজন দেবদাসীকে শিক্ষা দিতেছিলেন—একজনকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা এবং অপর জনকে শ্রীরাধিকার ভূমিকা শিক্ষা দিতেছিলেন। অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের ভূমিকায় এইরূপ দুর্গম-ভাবের বিকাশ নাই; সুতরাং তাঁহাদের ভূমিকা অপর নাট্যাচার্য্যগণই সম্ভবতঃ শিক্ষা দিতেছিলেন।

অথবা, সকল পাত্র-পাত্রীকেই রামানন্দ শিক্ষা দিতেন; কিন্তু সকলকে একসঙ্গে নহে। যেদিনের কথা হইতেছে, সেই দিন তিনি কেবল দুই জনকেই শিক্ষা দিতেছিলেন।

পরমসুন্দরী কিশোর-বয়স্কা দেবদাসীকে অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার হেতু বোধহয় এই যে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা, এই উভয়েই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা; তাঁহাদের ভূমিকা যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদেরও যথাসম্ভব সৌন্দর্য্য

তুমি ইহাঁ বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন ॥ ১৩
তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাহাঁ রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ নিভৃতে সেই দুইজন লঞা ॥ ১৪
স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জ্জন ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকিলে অভিনয়ের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হওয়ায় সম্ভাবনা। আর, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা উভয়েই কৈশোর-বয়সে অবস্থিত; সুতরাং তাঁহাদের ভূমিকা যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহারাও কিশোর-বয়স্কা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীলোক দেবদাসী দ্বারা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনীত করাইবার হেতু বোধ হয় এই যে, সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ কিশোরীদের, অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং কমনীয়তাই অধিকতর চিত্তাকর্ষক; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌষ্ঠব এবং কমনীয়তার একটা ক্ষীণ আভাস মানুষের দ্বারা প্রকটিত করা যদি সম্ভব হয়, তবে সুন্দরী কিশোরী রমণীর চেষ্টাই কিয়ৎ পরিমাণে সার্থক হইতে পারে।

নৃত্যগীতে শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের নিপুণতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রশংসিত; সুতরাং তাঁহাদের ভূমিকা যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের পক্ষেও—মানুষের মধ্যে নৃত্যগীতে যতটুকু নিপুণতা থাকা সম্ভব, ততটুকু নিপুণতা থাকা দরকার। এজন্যই বোধ হয় রায়-মহাশয় নৃত্যগীতে নিপুণা দুই দেবদাসীকে অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন।

শ্রীরাধিকা ব্যতীত অপর পাত্রীগণের মধ্যে মদনিকার ভূমিকাই মুখ্য। তাই কেহ কেহ বলেন, রামানন্দ রায় একজন দেবদাসীকে শ্রীরাধিকার ভূমিকা, এবং অপর জনকে মদনিকার ভূমিকা শিক্ষা দিতেছিলেন। এই মতও সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

১৩। **তুমি ইহঁা** ইত্যাদি—রায়ের সেবক মিশ্রকে বলিল, "আপনি এখন এখানে বসিয়া থাকুন ইত্যাদি।" **সেই করিবেন**—রামানন্দরায় করিবেন।

১৪। রামানন্দরায় ঐ দুইটী দেবদাসীকে লইয়া নিভৃত উদ্যানে কি করিতেছিলেন, গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামী তাঁহার নিজের কথায় "রামানন্দ নিভৃতে" ইত্যাদি কয় পয়ারে বলিতেছেন।

১৫। **স্বহস্তে**—রামানন্দ-রায় নিজের হাতে। **তার**—তাহাদের; দেবদাসী দুইজনের। **অভ্যঙ্গ**—অভি—অন্‌জ+ঘঞ্‌-ভাবে; অভি অর্থ বীপ্‌সা বা পৌনঃপুন্য; অন্‌জ ধাতুর অর্থ ম্রক্ষণ বা মর্দ্দন (মাখাইয়া দেওয়া); অভ্যঙ্গ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল "পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন।" এইরূপে পুনঃ পুনঃ তৈল-মর্দ্দনকেও অভ্যঙ্গ বলে, "অভ্যঙ্গঃ তৈলমর্দ্দনম্—শব্দকল্পদ্রুম।" যাহা দ্বারা অভ্যঙ্গ (অর্থাৎ যে বস্তুটী পুনঃ পুনঃ শরীরে মর্দ্দন) করা হয়, অভ্যঙ্গ-শব্দে সেই বস্তুটীকেও বুঝায়; এই অর্থে অভ্যঙ্গার্থ তৈলকেও অভ্যঙ্গ বলা হয়। উড়িষ্যা দেশের স্ত্রীলোকেরা এখন পর্য্যন্ত স্নানের পূর্ব্বে তৈলের সঙ্গে হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন (অভ্যঙ্গ) করিয়া থাকেন; সুতরাং উড়িষ্যাদেশে হরিদ্রামিশ্রিত তৈলকেও অভ্যঙ্গ বলে; তাই এই পয়ারের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন "অভ্যঙ্গেন তৈলহরিদ্রাদিনা মর্দ্দনং—তৈল-হরিদ্রারূপ অভ্যঙ্গদ্বারা গাত্রমর্দ্দনই অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন।" এই অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন সমস্তদেহেও হইতে পারে, অথবা, হস্তপদাদি অঙ্গবিশেষেও হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অভ্যঙ্গের অনেক গুণ বর্ণিত আছে। "অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা। শিরঃশ্রবণ-পাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ ॥—প্রত্যহ অভ্যঙ্গ-আচরণ করিবে; মস্তকে, কর্ণে ও চরণে বিশেষরূপে অভ্যঙ্গ করিবে। অভ্যঙ্গের ফলে জরা (বৃদ্ধত্ব), শ্রম ও বাতরোগ দূরীভূত হয়।" অভ্যঙ্গের আরও অনেক গুণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা, মার্দ্দবকারিত্বম্—দেহের মৃদুতা বা স্নিগ্ধতা-সম্পাদক; কফ-বাত-নাশিত্বম্—কফ ও বাত-নাশক; ধাতু-পুষ্টিজনকত্বম্—ধাতুর পুষ্টিকারক; ত্বগ্‌বর্ণবলপ্রদত্বঞ্চ—চর্ম্মের বর্ণ উজ্জ্বল করে এবং দেহের বলবৃদ্ধি করে। পাদদেশে অভ্যঙ্গের ফলে চক্ষুর উপকার হয় ও সুনিদ্রা হয়। অতশ্চক্ষুর্হিতার্থিনা পাদাভ্যঙ্গঃ করণীয়ঃ।"

স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ-মণ্ডন। | তভু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাহা হউক, অভিনয়কারিণী দেবদাসীদ্বয়ের দেহের লাবণ্য, স্নিগ্ধতা এবং বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির এবং কফ-দোষ দূর করিয়া কণ্ঠস্বরের মধুরতা-সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রায়-রামানন্দ তাঁহাদের স্নানের পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ মর্দ্দন করিতেন। এবং এই সকল উদ্দেশ্যেই তিনি পরিপাটীর সহিত স্বহস্তে তাঁহাদের গাত্র মার্জ্জন করিতেন এবং স্বহস্তে তাঁহাদিগকে স্নান করাইতেন। যাঁহারা ব্রজ-লীলার অভিনয় করিবেন—বিশেষতঃ যাঁহারা অসমোর্দ্ধ-রূপ-লাবণ্যবতী শ্রীরাধিকাদির ভূমিকা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের দেহের স্নিগ্ধতা, লাবণ্য এবং উজ্জ্বলতা এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বরের মধুরতা বৃদ্ধির নিমিত্ত যতরকম লৌকিক উপায় অবলম্বন করা সম্ভব, অভিনয়ের সফলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রায়-মহাশয় তৎসমস্তই করিয়াছেন।

রায়-রামানন্দের পক্ষে স্বহস্তে দেবদাসীদ্বয়ের অভ্যঙ্গ মর্দ্দন, স্নান ও গাত্রসম্মার্জ্জন করার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, প্রথমতঃ, অপর কাহারও দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ পরিপাটীর সহিত অভ্যঙ্গাদি সম্পন্ন হইতে পারিত বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ বিশ্বাস করেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, অভিনয়-দর্শকদিগের চমৎকারিতা-বিধানের উদ্দেশ্যে অভিনয়-শিক্ষা-রহস্যটি তিনি যথাসম্ভব গোপন রাখিতেই হয়তো অভিলাষী ছিলেন; তাই অপর কাহাকেও ইহার সংশ্রবে আনিতে ইচ্ছা করেন নাই। তৃতীয়তঃ, পয়ার-সমূহের মর্ম্মে বুঝা যায়, অভিনয় শিক্ষা দানের পূর্ব্বেই দেবদাসীদ্বয়ের স্নান-ভূষণাদির কার্য্য নির্ব্বাহ হইত; অভিনয়-শিক্ষা-ব্যাপারে বেশভূষার অভিপ্রেত পারিপাট্য এবং গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্যাদির প্রকটন অপরিহার্য্য বলিয়া পূর্ব্বেই স্নান-ভূষণাদির প্রয়োজন। যাহাহউক, দেবদাসীদ্বয়ই যদি পরস্পর পরস্পরের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দনাদি করিতেন, তাহা হইলে এই কার্য্যেই দুর্ব্বলা কোমলাঙ্গী-তরুণীদের যে শ্রম ও ক্লান্তি জন্মিত, তাহাতে শিক্ষানুরূপ অভিনয় অভ্যাসের পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় আশঙ্কা করিয়াই হয়তো রায় মহাশয় নিজেই অভ্যঙ্গাদি নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

দেবদাসীদের দ্বারা যাঁহাদের ভূমিকা অভিনীত হইবে, তাঁহাদের ভাব রায়-রামানন্দের সুবিদিত, তাঁহার চিত্তেও তাঁহাদের ভাব বিরাজিত। অভ্যঙ্গমর্দ্দন, স্বহস্তে স্নান-বিভূষণাদির ব্যপদেশে রায়-রামানন্দ দেবদাসীদের মধ্যে সেই সমস্ত ভাব সঞ্চারিত করাইবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় তাঁহাদের অঙ্গ-স্পর্শাদি করিয়াছেন। অঙ্গস্পর্শাদি দ্বারা অপরের মধ্যে ভাব সঞ্চারিত করার প্রথা আজকালও প্রচলিত দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় রামানন্দকৃত অভ্যঙ্গ-মর্দ্দনাদির গূঢ় উদ্দেশ্য।

১৬। স্বহস্তে—রামানন্দ নিজহাতে। **পরান বস্ত্র**—কাপড় পরাইয়া দেন, স্নানের পরে। **সর্ব্বাঙ্গমণ্ডন**—সমস্ত অঙ্গে যথাযোগ্য বেশ-ভূষা করিয়া দেন। মণ্ডন অর্থ ভূষণ (শব্দকল্পদ্রুম)। মণ্ডন চারি রকমের; বস্ত্র, অলঙ্কার, মালা ও অনুলেপ (চতুঃসমাদি)। চতুর্দ্ধা মণ্ডনং বাসোভূষা-মাল্যানুলেপনৈঃ। এই চারি রকমের মণ্ডনের দ্বারাই রায়-রামানন্দ দেবদাসীদ্বয়কে সজ্জিত করিতেন।

অভিনয় অভ্যাসের পূর্ব্বেই রামানন্দরায় নিজ হাতে দেবদাসী দুইজনকে স্নান করাইতেন। স্নানের পরেও তিনি নিজহাতে তাঁহাদের বেশভূষা রচনা করিতেন। এই যে বেশভূষা রচিত হইত,—দেবদাসীগণ সচরাচর যেরূপ বেশভূষা করিতেন, তাহা সেরূপ বেশভূষা ছিলনা; অভিনয়ের উপযোগী বেশভূষাতেই রায়মহাশয় তাঁহাদিগকে সজ্জিত করিতেন। এই কার্য্যটী রায়রামানন্দ ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারাই সম্ভব হইতনা—এমন কি দেবদাসীদ্বয়ও নিজেরা নিজেদের ভূমিকা-উপযোগী বেশ-ভূষা করিতে পারিতেন না; কারণ, যে পাত্র বা পাত্রীর ভূমিকা এই দেবদাসীদ্বয় অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের কে কি বর্ণের কিরূপ বসন কি ভাবে পরিধান করেন, কোন বর্ণের কি আকারের মণি-মুক্তাদির বা কি ফুলের কি রকম মালাদি কি ভাবে বেশভূষার অন্তর্ভুক্ত করেন, কি অলঙ্কার কোন্ কোন্ অঙ্গে ধারণ করেন, এবং কি রকম অনুলেপাদি কোন্ কোন্ অঙ্গে লেপন করেন, তাহা ব্রজ-রস-রসিক বিশাখা-স্বরূপ রায়রামানন্দই

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামরায়ের ঐছে স্বভাব॥ ১৭

সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক-দাসীভাব করে আরোপণ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জানিতেন, দেবদাসীদের পক্ষে তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনাই ছিলনা। তাই রায়মহাশয় নিজহাতেই দেবদাসীদ্বয়কে অভিনয়ের অনুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়াছিলেন।

তভু নির্ব্বিকার ইত্যাদি—এইরূপে দেবদাসীদের অভ্যঙ্গ মর্দ্দন, স্নাপন, বেশভূষাদি করিয়াও রায়-রামানন্দের চিত্তে কোনওরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই।

অনেক সময় স্ত্রীলোকের স্পর্শাদি তো দূরের কথা, স্ত্রীলোকের দর্শনেও সাধন-পরায়ণ মুনিদিগের পর্য্যন্ত চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়। আর ঐশ্বর্য্যের চরমশিখরে অবস্থিত এই রামানন্দরায় নিজের আয়ত্তাধীন দুইজন পরম-সুন্দরী তরুণী দেবদাসীর সহিত নিভৃত উদ্যানে অবস্থিত; কেবল ইহাই নহে, নিজ হাতে তাঁহাদের অভ্যঙ্গ মর্দ্দন করিতেছেন, নিজহাতে তাঁহাদিগকে স্নান করাইতেছেন, এবং নিজহাতে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে বেশ-ভূষা পরাইতেছেন; এই অবস্থায় অত্যন্ত সংযতচিত্ত পুরুষেরও চিত্ত-বিকার জন্মা একান্ত সম্ভব; কিন্তু রামানন্দরায়ের শক্তি অনুরূপ—অসাধারণ; ইহাতে তাঁহার চিত্তে বিকারের ক্ষীণ আভাস, চঞ্চলতার ক্ষীণতম স্পন্দনও লক্ষিত হয় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই রামানন্দের এই অসাধারণ শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "গৃহস্থ হইয়া রায় নহে ষড়্‌বর্গের বশে॥ ৩।৫।৭॥"

১৭। একখণ্ড কাষ্ঠ বা একখণ্ড প্রস্তরকে (কাষ্ঠনির্ম্মিত বা প্রস্তর-নির্ম্মিত স্ত্রী-মূর্ত্তিকে নহে, কাষ্ঠখণ্ড বা পাষাণ খণ্ডকে মাত্র) স্পর্শ করিলে যেমন কাহারও মনে কোনওরূপ কাম-বিকার উৎপন্ন হয় না, সুন্দরী-তরুণী-স্পর্শেও রামানন্দ-রায়ের মনে কোনওরূপ বিকারের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই।

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে—কাষ্ঠ-খণ্ডের স্পর্শে বা পাষাণ-খণ্ডের স্পর্শে। স্ত্রীলোকের স্পর্শে তো অনেকেরই চিত্তবিকার জন্মে; কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বা পাষাণ-নির্ম্মিত স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি স্পর্শ করিলেও কাহারও কাহারও চিত্তবিকার জন্মে; কিন্তু কাষ্ঠ-খণ্ড বা পাষাণ-খণ্ড স্পর্শ করিলে কাহারও মনেই স্ত্রীলোক-সম্পর্কীয় বিকার জন্মেনা। **তরুণী**—যুবতী স্ত্রীলোক। **ঐছে স্বভাব**—কাষ্ঠস্পর্শে যেমন কাহারও মনে কোনও বিকার জন্মেনা, যুবতী স্ত্রীলোকের স্পর্শেও তদ্রূপ রামরায়ের মনে কোনও বিকার জন্মেনা; ইহা রামরায়ের স্বভাব—মনের স্বভাবসিদ্ধ শক্তি। রামরায়ের মনের স্বভাবসিদ্ধ শক্তিই এইরূপ ছিল; তাহার উপর, দেবদাসীদের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দনাদি-সময়ে তাঁহার মনে যেরূপ ভাবের স্ফুরণ হইত, তাহার প্রভাবেও তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ ভাবান্তর প্রবেশের অবকাশ পাইত না। পরবর্ত্তী পয়ারে তাহা বলিতেছেন।

১৮। সেব্যবুদ্ধি—ইনি আমার সেব্য (সেবনীয়), আর আমি তাঁহার সেবক, এইরূপ বুদ্ধি। **আরোপিয়া**—আরোপ করিয়া। যে বস্তু স্বরূপতঃ যাহা নহে, সেই বস্তুকে তাহা বলিয়া মনে করাকে আরোপ বলে। একজন দরিদ্র ভিক্ষুক যদি কোনও অভিনয়ে রাজা সাজে, আর যদি তখন কেহ তাহাকে রাজা বলিয়া মনে করে এবং তাহার সহিত রাজোচিত ব্যবহার করে, তাহা হইলেই বলা হয় যে, ভিক্ষুকে রাজবুদ্ধি আরোপ করা হইয়াছে। **সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া** ইত্যাদি—দেবদাসীতে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া রামানন্দরায় তাঁহাদের সেবা করিতেন। দেবদাসীদ্বয় স্বরূপতঃ তাঁহার সেব্য ছিলেন না; তিনিও স্বরূপতঃ তাঁহাদের সেবক ছিলেন না; তথাপি তাঁহাদের অঙ্গ-সেবার সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের সেব্য বলিয়া মনে করিতেন। **স্বাভাবিক-দাসীভাব**—শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পরিচ্ছেদেই পরবর্ত্তী ৪৮ পয়ারে বলিয়াছেন—"রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন"—রামানন্দরায় রাগানুগামার্গে মধুর-ভাবের উপাসক ছিলেন; এইরূপ উপাসকগণ নিজেকে শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর কিঙ্করী বা দাসী বলিয়া অভিমান পোষণ করেন। রামানন্দ-রায়ের এই অভিমান—আমি শ্রীশ্রীরাধারাণীর দাসী, এই অভিমান—এতই পরিস্ফুট এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দৃঢ় ছিল যে, এই ভাবটী তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াই গিয়াছিল; তাই গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ রামানন্দ-রায়ের ভাব-সম্বন্ধে বলিয়াছেন "স্বাভাবিক দাসীভাব।" **করে আরোপণ**—রামানন্দরায় দেবদাসীদের অঙ্গসেবা-সময়ে নিজের উপরে দেবদাসীদের দাসীত্বভাব আরোপ করিতেন; নিজে স্বরূপতঃ দেবদাসীদের দাসী না হইলেও তাঁহাদের অঙ্গসেবা-সময়ে নিজেকে তাঁহাদের দাসী (দাস নহে, স্ত্রীলোক-দাসী) বলিয়া মনে করিতেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইল, দাসীভাব রামানন্দরায়ের মজ্জাগত, ইহাই তাঁহার স্বাভাবিক ভাব; তবে এ স্থলে 'আরোপ করেন' বলা হইল কেন? উত্তর—তাঁহার স্বাভাবিক-দাসীভাব কেবল শ্রীমতী রাধারাণী-সম্বন্ধে, দেবদাসীদের সম্বন্ধে নহে; তিনি রাধারাণীর দাসী—এই ভাবটীই তাঁহার স্বাভাবিক; তিনি দেবদাসীর দাসী, এই ভাবটী তাঁহার স্বাভাবিক ছিলনা; তাই, তিনি যখন নিজেকে দেবদাসীর দাসী বলিয়া মনে করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার চেষ্টাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে "স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ।" অর্থাৎ যে দাসীভাব শ্রীশ্রীরাধারাণী-সম্বন্ধেই স্বাভাবিক ছিল, তাহা এক্ষণে দেবদাসীদের সেবার সময়ে দেবদাসীদের সম্বন্ধে নিজের উপর আরোপ করিতেন।

রায়-রামানন্দ ব্রজলীলায় বিশাখা-সখী ছিলেন। শ্রীমতী ভানু-নন্দিনীর সখিবর্গও নিজেদিগকে শ্রীমতীর দাসী বলিয়াই মনে করিতেন; দাসী-অভিমানেই তাঁহারা আনন্দ পাইতেন; ইহাই তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব ছিল। রামানন্দ-রায়ের স্বাভাবিক ভাব বলিতেও, স্বরূপতঃ শ্রীবিশাখার ভাবকেই বুঝায়।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া এই পয়ারটী সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা-দ্বারা, ইহার তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ উপলব্ধির চেষ্টা করা যাউক।

শ্রীল রামানন্দরায় দেবদাসীদ্বয়ের প্রতি সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিলেন, আর নিজের উপর তাঁহাদের দাসীভাব আরোপ করিলেন। কিন্তু এখানে সেব্য বলিতে কি বুঝায়? রামানন্দ-রায়ের সেব্য কে? তিনি রাগানুগা-মার্গে মধুর-ভাবের উপাসক; সুতরাং সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দই তাঁহার মুখ্য সেব্য; তবে কি তিনি দেবদাসীদ্বয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দরূপ-সেব্যবুদ্ধিরই আরোপ করিয়াছিলেন? না কি শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিকর-বুদ্ধির আরোপ করিয়াছিলেন? দেবদাসীদ্বয়ের একজনকে শ্রীকৃষ্ণ, অপর জনকে শ্রীরাধারাণী, অথবা একজনকে শ্রীমদনিকা এবং অপর জনকে শ্রীরাধারাণী বলিয়াই কি রাম-রায় মনে করিতেন? বোধ হয় তাহা নহে। রামানন্দরায় পরম-ভাগবত, সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যও ছিল। জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি যে অপরাধ-জনক, তাহা তিনি জানিতেন; তিনি জানিতেন—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব মন্যতে স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুম্॥ পদ্মপু উত্তর খণ্ড। ২৩।১২॥" তিনি জানিতেন,—"জীবে 'বিষ্ণু'-মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন॥ ২।২৫।৬৬॥" তিনি জানিতেন—শ্রীভগবত্তত্ত্বে ও ঈশ্বর-কোটি-স্বরূপ চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ ভগবৎ-পরিকর-তত্ত্বে কোনও প্রভেদ নাই; তাই কোনও জীবকে শ্রীরাধা-ললিতা-মদনিকাদি ভগবৎ-পরিকর বলিয়া মনে করাও অপরাধ-জনক। সুতরাং দেবদাসীদ্বয়কে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, অথবা শ্রীরাধা-মদনিকা বলিয়া মনে করা রামানন্দ-রায়ের মত পরমপণ্ডিত ও পরমভাগবতের পক্ষে সম্ভব নহে। কেহ হয়তো প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, কেন, ইহা অসম্ভব হইবে কেন? অদ্যাপি তদ্রূপ আচরণ ব্রজধামাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবনে যে সমস্ত ব্রজবালক শ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজলীলার অভিনয় করেন, অভিনয়-কালে তাঁহাদের পিতামাতাদি গুরুজন পর্য্যন্তও তাঁহাদের সেবা-পূজা-দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া থাকেন; যে বালক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনয় করেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ-বুদ্ধিতে পূজা করেন, যে বালক শ্রীরাধার ভূমিকা অভিনয় করেন, তাঁহাকে শ্রীরাধাবুদ্ধিতে পূজাদি করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই:—ব্রজবাসীরা যে এইরূপ আচরণ করেন, ইহা সত্য; কিন্তু ইহা দুই ভাবে সম্ভব হয়। প্রথমতঃ, অভিনয়-দর্শকগণের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা-অভিনয়কারী বালকে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হইয়াছে, তাঁহারা ঐ আবিষ্ট বালকেই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে পারেন—ইহা অস্বাভাবিক নহে। বালকই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—এই বুদ্ধিতে পূজাদি হয় না, বালকে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছে, এই বুদ্ধিতেই পূজাদি। শ্রীরাধিকার ভূমিকা-অভিনয়কারী বালকদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্রেত্যুম্ন-ব্রহ্মচারীতে যখন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল, তখন দর্শকবৃন্দ ব্রহ্মচারীকেও মহাপ্রভুবৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা, যতক্ষণ আবেশ ছিল ততক্ষণ। যতক্ষণ ব্রজবালকগণ লীলার অভিনয় করেন, ততক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদিগে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবেশ মনে করিয়া তাঁহাদিগের সেবা-পূজাদি করা হয়। অভিনয়ের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও যদি কেহ তাঁহাদের সেবা-পূজা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবর্গের অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন মনে করিয়াই তাহা করিয়া থাকেন। যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হয়, কি শ্রীরাধার আবেশ হয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার যে বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন, বিশেষ প্রিয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং ভগবৎ-প্রিয়বোধে তাঁহার সেবা-পূজাও অস্বাভাবিক নহে। দ্বিতীয়তঃ, অভিনয়-দর্শনকারীদের মধ্যে যদি এমন কোনও সুরসিক পরম-ভাগবত কেহ থাকেন যে, অভিনয়-দর্শনে তন্ময় হইয়া তিনি তাঁহার বাহ্যস্মৃতি হারাইয়া ফেলেন, তিনি যে অভিনয় দর্শন করিতেছেন, এই জ্ঞানই তাঁহার লোপ পাইয়া যায়, তিনি তখন একেবারে অভিনীত লীলাতেই প্রবিষ্ট হইয়া যায়েন, নিজের সিদ্ধদেহের আবেশে তিনি তখন মনে করেন, উক্ত লীলাবিলাসোচিত পরিকরবর্গের সঙ্গে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই লীলা-বিলাস করিতেছেন, ভাগ্যক্রমে তিনি তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। নিজের এইরূপ আবেশের অবস্থায় তাঁহার পক্ষে অভিনয়কারী ব্রজবালকদের সেবাপূজাদিও অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার নিজের যথাবস্থিত দেহের স্মৃতি যেমন তখন তাঁহার থাকে না, তদ্রূপ অভিনয়কারী বালকদের ব্রজবালকত্বের স্মৃতিও তখন তাঁহার থাকে না; ব্রজবালকে কৃষ্ণবুদ্ধি আরোপ করিয়া তিনি সেবা-পূজাদি করেন না, তিনি সেবা-পূজাদি করেন—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার পরিকরবর্গকে। এস্থলে জীবে ঈশ্বর-বুদ্ধি নাই। ইহা কিন্তু অভিনয়ের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সম্ভব নহে; কারণ, অন্য সময়ে তত্তৎ-লীলা-উপযোগী বেশ-ভূষা-আচরণাদির অভাবে তত্তৎ-লীলার উদ্দীপন সাধারণতঃ সম্ভব নহে।

রামানন্দরায় অভিনয়-শিক্ষাদান আরম্ভের পূর্ব্বেই দেবদাসীদ্বয়ের অঙ্গসেবা করিতেন, তাঁহাদের অভ্যঙ্গমর্দ্দন করিতেন, স্নানাদি করাইতেন, বেশভূষাদি রচনা করিতেন। তখন তাঁহাদের অভিনয়োচিত বেশভূষা বা আচরণ থাকিত না; তখন থাকিত তাঁহাদের সহজ বেশ-ভূষা, সহজ আচরণ। সুতরাং তখন তাঁহাদের দর্শনে বা তাঁহাদের আচরণ দর্শনে ব্রজলীলার স্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধার বা মদনিকার আবেশ হইয়াছে, ইহা মনে করারও কোনও হেতু তখন থাকে না। অথবা, লীলার অভিনয়-দর্শনে দর্শকের নিজের নিবিড় আবেশবশতঃ যে অভিনয়কারীদের সেবাপূজাদি, তাহাও এস্থলে সম্ভব নহে; কারণ, এস্থলে কোনও অভিনয়ই নাই। সুতরাং অভিনয়ের পূর্ব্বে দেবদাসীদের অঙ্গসেবা-কালে শ্রীরাধাগোবিন্দ-বুদ্ধিতে, অথবা তাঁহাদের পরিকর-বুদ্ধিতে, কিম্বা তাঁহাদের আবেশ-বুদ্ধিতে দেবদাসীদের সেবা সম্ভব নহে।

তাহা হইলে "সেব্য-বুদ্ধি"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? মুখ্য সেব্য শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার পরিকর ব্যতীত ভক্তের পক্ষে আরও সেব্য আছেন। বৈষ্ণব-ভক্তও ভক্তের সেব্য, ভগবানের প্রিয় ব্যক্তিরাও ভক্তের সেব্য, যাঁহারা ভগবানের সুখজনক কোনও কাজ করেন, তাঁহারাও পরম-ভাগবতদিগের সেব্য। ভগবানের প্রিয়পাত্রী, বা ভগবানের সুখবিষয়ক কার্য্যের সাধিকা-জ্ঞানেই বোধ হয় রামানন্দরায় অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে দেবদাসীদের অঙ্গসেবা করিয়াছেন। কিন্তু দেবদাসীদ্বয়কে ভগবানের প্রীতিভাজন বা প্রীতিজনক কর্য্যের সাধিকা বলিয়া মনে করার পক্ষে রামানন্দ-রায়ের কি হেতু ছিল? হেতু এই:—দেবদাসীগণ সাধারণ সাংসারিক-কার্য্যরতা রমণী নহেন। তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃতা, তাঁহারা শ্রীজগন্নাথেরই দাসী; বিশেষতঃ, শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে নৃত্য-গীতাদিদ্বারা শ্রীজগন্নাথের চিত্তবিনোদনের চেষ্টাই তাঁহাদের মুখ্য কাজ। তাঁহাদের নৃত্যগীতও সাধারণ লোকসমূহের মনোরঞ্জনের উপযোগী অসার উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যগীতমাত্র ছিল না; তাঁহারা জয়দেবের গীত-গোবিন্দের পদ-কীর্ত্তন করিতেন এবং তদুপযোগী

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নৃত্যাদিদ্বারা পদের ভাবসমূহকে শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে যেন একটা প্রকট রূপ দিতেন। রসিক-কবি শ্রীজয়দেব তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য শ্রীগীত-গোবিন্দে ব্রজরসের নিত্যনবায়মান যে অফুরন্ত অনাবিল উৎসের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, দেবদাসীদিগের নৃত্যগীতে তাহাই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের চিত্তকে অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতায় উন্মাদিত করিয়া দিত। দেবদাসীগণ যে জগন্নাথদেবের এইরূপ চিত্ত-বিনোদন-সেবা-কার্য্যের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হইতে পারিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের সৌভাগ্য এবং ইহাই তাঁহাদের প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপার পরিচায়ক। আর, শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুরীময় ব্রজলীলা-রসের সুনিপুণ পরিবেষণদ্বারা তাঁহারা যে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীতি-সম্পাদনে প্রয়াস পাইতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীতির নিদর্শন। সুতরাং দেবদাসীগণ যে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রীতিভাজন এবং কৃপাপাত্রী, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভাজন জনগণের প্রতি পরম-ভাগবতদিগের যেরূপ সেব্যবুদ্ধি জন্মে, রায়-রামানন্দ দেবদাসী-দ্বয়ের উপরে সেইরূপ সেব্যবুদ্ধির আরোপ করিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন। আর, তাঁহার নিজের স্বাভাবিক দাসীভাব-আরোপ সম্বন্ধে কথা এই যে, শ্রীশ্রীরাধারাণীর দাসীত্বের অভিমান তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিকই হইয়া গিয়াছিল ; অর্থাৎ স্ত্রী-লোক-অভিমান এবং তদনুরূপ মানসিকভাব ও চেষ্টাদি রায়রামানন্দের প্রায় সহজ ভাবই ছিল। দেবদাসীগণ স্ত্রীলোক ; তাঁহাদের অঙ্গসেবায় স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রীজনোচিত ভাবেরই প্রয়োজন। তাই রায়-মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্ত্রীলোক-অভিমান এবং স্ত্রীজনোচিত-ভাব লইয়াই দেবদাসীদের সেবা করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের সেবা স্ত্রীলোকে করিলে কোনওরূপ কুণ্ঠা, সঙ্কোচ বা চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা থাকে না ; তাই দেবদাসীদের অঙ্গ-সেবা-সময়ে রামানন্দ-রায়েরও কোনওরূপ কুণ্ঠা, সঙ্কোচ বা চিত্তবিকারের অবকাশ ঘটে নাই।

অথবা, এইরূপও হইতে পারে। রামানন্দরায় দেবদাসীদেরই অঙ্গসেবা এবং বেশ-ভূষাদি রচনা করিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহার চিত্ত দেবদাসীতে ছিলনা, মন ছিল শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার সেব্য শ্রীরাধাগোবিন্দে। তিনি তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই করিতেছিলেন, এই অন্তশ্চিন্তিত দেহের কার্য্যই যথাবস্থিত দেহে প্রকটিত হইয়া দেবদাসীদের সেবায় রূপায়িত হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যাতে সেব্যবুদ্ধি-আদি আরোপের তাৎপর্য্য ঠিক পরিস্ফুট হয় কি না—বুঝা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। দেবদাসীদের অঙ্গসেবা রামানন্দরায়ের নিত্যকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা ; নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতে যত সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, তত সময় ব্যাপিয়াই তিনি অভিনয়-শিক্ষা বিষয়ে নিতান্ত প্রয়োজন-বোধে তাঁহাদের অঙ্গসেবা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার অভিনয়-শিক্ষার আনুষঙ্গিক সাময়িক কার্য্যমাত্র।

আরও একটী কথা। দেবদাসীদের অঙ্গসেবা রায়রামানন্দের ভজনের অঙ্গ ছিলনা। তাঁহার সেবক প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের নিকটে স্পষ্টই বলিয়াছেন, কেবলমাত্র অভিনয়-শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি দেবদাসীদের নিয়া উদ্যানে গিয়াছিলেন ; "তাহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে। নিজ নাটকের গীতে শিক্ষা আবর্ত্তনে ॥ ৩৫।১২ ॥" শ্রীমন্মহা-প্রভুও বলিয়াছেন, দেবদাসীদিগকে লইয়া রামানন্দ নিজ নাটকের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে—"নানা ভাবোদ্গার তারে করায় শিক্ষণ ॥ ৩৫।৩৮ ॥" গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন—"তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল। গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥ সঞ্চারি-সাত্ত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ। মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ ভাব-প্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায়। জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায় ॥ ৩৫।২০-২২ ॥" রামানন্দরায়ের ভজন-সম্বন্ধে শ্রীমন্-মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন, "রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন।" তিনি রাগানুগীয়মার্গে মধুর-ভাবের ভজন করিতেন। রাগানুগীয়-ভজন বলিতে প্রভু কি মনে করেন, তাহা সনাতন-শিক্ষাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু বলিয়াছেন, রাগানুগীয় ভজনের দুইটী অঙ্গ—বাহ্য ও অন্তর। যথাবস্থিতদেহের সাধনই বাহ্যসাধন ; এই বাহ্যসাধনে

মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা। | তাহে রামানন্দের ভাব—ভক্তিপ্রেমসীমা ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব-বিধা বা চতুঃষষ্টি-অঙ্গ-ভজনের কথাই প্রভু উপদেশ করিয়াছেন। "বাহে সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ ২।২২।৮৯॥" আর অন্তর-সাধন-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন,—"মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিন চিন্তে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ ২।২২।৯০॥" অন্তর-সাধন যথাবস্থিতদেহের সাধন নহে। যথাবস্থিতদেহের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার কোনও সংশ্রব নাই। ইহা অন্তশ্চিন্তিত-সিদ্ধদেহের সাধন মাত্র—এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে নিজের অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের পরিকরদের আনুগত্যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবার মানসিক চিন্তা মাত্র। (২।২২।৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। গোদাবরী-তীরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সঙ্গে সাধনতত্ত্ব-বিচার-প্রসঙ্গে রামানন্দ-রায় নিজেও একথাই বলিয়াছেন; সুতরাং প্রভুর উপদিষ্ট রাগানুগীয় ভজন-প্রণালীই যে রায়-মহাশয়েরও ভজন-প্রণালী, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। কিন্তু রামানন্দ-রায়ের নিজের মুখে ব্যক্ত তাঁহার ভজন-প্রণালীতে, কিম্বা শ্রীসনাতনের নিকটে প্রভুর নিজমুখে ব্যক্ত ভজন-প্রণালীতে—কোনও স্থানেই স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে ভজনের কোনও উল্লেখই পাওয়া যায়না। প্রভু বরং পরিষ্কাররূপে স্ত্রীলোকের সংস্রব-ত্যাগের নিমিত্তই উপদেশ দিয়াছেন—"স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু" ইত্যাদি (২।২২।৪৯) বাক্যে। ছোট হরিদাসের বর্জ্জনে এবং দামোদরের বাক্যদণ্ডেও প্রভু ঐ শিক্ষাই প্রকট করিয়াছেন। অধিকন্তু, সাধকের পক্ষে স্ত্রীলোকের দর্শন পর্য্যন্তও যে বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অকল্যাণকর, তাহাই প্রভু বলিয়াছেন। —"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্‌ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হা হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়। ৮।২৭॥" দেবদাসীদের অঙ্গ-সেবা সেবকের বাহ্য-দেহের বা যথাবস্থিত দেহেরই কাজ; ইহা অন্তশ্চিন্তিত-দেহের কাজ নহে। কিন্তু চৌষট্টি-অঙ্গ বা নববিধা সাধন-ভক্তির মধ্যে কোনও রমণীর অঙ্গসেবা-রূপ, অথবা কোনও রমণীর সাহচর্য্য-গ্রহণ-রূপ কোনও ভজনাঙ্গের উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং দেবদাসীদের সাহচর্য্য যে রায়-রামানন্দের ভজনাঙ্গ নহে, বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িক কার্য্য-মাত্র, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

১৯। সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে, বিশেষতঃ, তাহাদের অভ্যঙ্গ মর্দ্দনাদি অঙ্গ-সেবা-সময়ে একজন পুরুষের পক্ষে নিজের স্ত্রীলোক-অভিমান এবং স্ত্রী-জনোচিত মানসিক ভাব অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করা কিরূপে সম্ভব হয়, নিজের চিত্তে কাম-বিকারাদির উদ্রেক না হওয়াই বা কিরূপে সম্ভব হয়, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। **মহাপ্রভুর ভক্তগণের**—যাঁহারা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও আশ্রিত-জ্ঞানে কৃপা করিয়া যাঁহাদিগকে স্বীয় অভয়-চরণে স্থান দান করিয়াছেন, সেই ভক্তগণের। **ভক্তগণের**—ভক্ত দুই রকমের, সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্ত। কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত জাতরতি সাধকগণকেই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে সাধকভক্ত বলা হইয়াছে।—"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্ব্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ভ, র, সি, দ, ১।১৪৪॥" বিল্বমঙ্গলাদির তুল্য ভক্তেরাই সাধকভক্ত। "বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ভ, র, সি, দ, ১।১৪৫॥" যাঁহাদের পঞ্চবিধ ক্লেশের কোনওরূপ অনুভবই হয় না, যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত-জ্ঞানে কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মই করেন, অন্য কর্ম্ম কখনও করেন না, এবং যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদন-পরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত। "অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদাকৃষ্ণাশ্রিত-ক্রিয়াঃ। সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্ততপ্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ ॥ ভ, র, সি, দ, ১।১৪৬॥" সিদ্ধভক্তদের মধ্যে কেহ বা সাধনসিদ্ধ (যেমন মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ), কেহ বা কৃপাসিদ্ধ (যেমন যজ্ঞপত্নী, বিরোচন, বলি, শুকদেব প্রভৃতি), আবার কেহ বা নিত্যসিদ্ধ (যেমন নন্দ-যশোদাদি ব্রজপরিকরগণ)।

যাহা হউক, জাতরতি সাধকগণের বিঘ্ন-সম্ভাবনা আছে (উৎপন্নরতয়ঃসম্যক্ নৈর্ব্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ)॥ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতিও বিলুপ্ত হওয়ার, অথবা রত্যাভাসে বা অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবার অপরাপর অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া গেলেও, জাতরতি ভক্তের অপরাধজাত অনর্থ-সমূহের প্রায়িকী নিবৃত্তি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাত্র হয়, আত্যন্তিকী এমন কি পূর্ণা নিবৃত্তিও হয় না (২।২৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কোনওরূপ অনর্থের বীজ থাকিলেই চিত্ত-বিকারাদির সম্ভাবনা থাকে; সুতরাং বৈষ্ণব-অপরাধযুক্ত জাতরতি ভক্তেরও চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা দেখা যায়।

যাঁহাদের বৈষ্ণব-অপরাধ নাই, এইরূপ জাতরতি সাধক-ভক্তের অন্যান্য সমস্ত অনর্থেরই আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া যায়; সুতরাং যুবতী-রমণী-সংসর্গে তাঁহাদের চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা থাকে না। চিত্ত-বিকারাদি অনর্থেরই ফল।

আর যাঁহাদের বৈষ্ণব-অপরাধ আছে, শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহাদের অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয় না (২।২৩।৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ সিদ্ধভক্ত হইলেই তাঁহাদের আত্যন্তিকী অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া যায়; সুতরাং চিত্ত-বিকারাদির সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, যাঁহারা সিদ্ধভক্ত, অথবা যাঁহারা বৈষ্ণব-অপরাধহীন জাতরিত বা জাত-প্রেমভক্ত, আত্যন্তিকী অনর্থ-নিবৃত্তিবশতঃ রমণী-সংসর্গাদিতে তাঁহাদের চিত্ত-বিকারের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। **দুর্গম**—দুর্বোধ্য, যাহা বুঝিবার শক্তি প্রায় কাহারও নাই। **মহিমা**—মাহাত্ম্য, প্রভাব, শক্তি। **মহাপ্রভুর ভক্তগণের** ইত্যাদি—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভক্তগণের একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা প্রভুর কৃপায় অতি শীঘ্রই চিত্ত-বিকার জয় করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, পরম-করুণ প্রভুই ভজনে উন্নতি-লাভের উপযোগি-বুদ্ধি তাঁহাদের চিত্তে স্ফুরিত করেন (দদামি বুদ্ধি-যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে—গীতা। ১০।১০॥), তাঁহার কৃপায়ই তাঁহারা ভজনে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া সর্ব্ব-বিধ অনর্থের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এবং করুণামণ্ডিত ভজন-মার্গের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য পন্থায় যেমন পূর্ব্বে সমস্ত দোষ দূর করিবার ব্যবস্থা, তার পরেই প্রকৃত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-ব্যবস্থা আছে, ইহাতে তাহা নহে; ইহাতে সাধকের দোষসমূহ দূরীকরণের নিমিত্ত কোনও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই—ব্যবস্থা প্রথম হইতেই ভক্তির উন্মেষের নিমিত্ত; ভক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দোষসমূহ তিরোহিত হইতে থাকে; যতই ভক্তির উন্মেষ হইবে, ততই দোষের ক্ষয় হইবে, অবশেষে সমস্ত দোষ সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইয়া যাইবে। দোষ-অপসারণের স্বতন্ত্র-চেষ্টা ব্যতীত, কেবলমাত্র ভক্তি-উন্মেষের চেষ্টাতেই কিরূপে সমস্ত দোষ অপসারিত হইয়া যায়—অন্ধকার দূরীকরণের কোনও চেষ্টা ব্যতীত কেবল সূর্য্যোদয়েই কিরূপে অন্ধকার আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়—ইহাই সাধারণের পক্ষে দুর্গম, দুর্বোধ্য। ইহাই ভক্তির (বা সূর্য্যালোকের) দুর্গম-মহিমা।

"ভক্তগণের—দুর্গম মহিমা"-বচনে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও কৃপাশক্তিমণ্ডিত ভক্তিমার্গের দুর্গম মহিমা (অচিন্ত্য শক্তিই) সূচিত হইয়াছে।

তাহে—তখন, এইরূপ অবস্থায়। বৈষ্ণবাপরাধহীন জাতরতি বা জাতপ্রেম-ভক্তদের এবং যে পরিমাণ প্রেম-বিকাশে শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি সংঘটিত হইতে পারে, সেই পরিমাণ-প্রেম-মাত্র-প্রাপ্ত সিদ্ধ-ভক্তদেরও যখন চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা নাই, তখন রমণী-সংসর্গে রামানন্দ-রায়ের পক্ষে যে চিত্ত-বিকারের আভাসমাত্রও সম্ভব নহে, তাহা বলাই বাহুল্য; যেহেতু, রামানন্দ-রায়ের ভাব ভক্তি-প্রেম-সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার প্রেম কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি যোগ্যত্ব মাত্র লাভ করে নাই, পরন্ত প্রেম-বিকাশের উর্দ্ধতন সীমা (মহাভাব) পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছে। **রামানন্দের ভাব**—রামানন্দের মানসিক ভাব বা শ্রীকৃষ্ণরতি। **ভক্তিপ্রেম**—প্রেমভক্তি। **ভক্তিপ্রেম সীমা**—প্রেমভক্তির সীমা, প্রেম-বিকাশের অবধি। রামানন্দ-রায় ব্রজ-লীলায় বিশাখা-সখী ছিলেন; বিশাখার শ্রীকৃষ্ণরতি মহাভাব পর্য্যন্ত বিকশিত। এই কৃষ্ণরতি লইয়াই বিশাখা নবদ্বীপ-লীলায় রামানন্দ-রায়রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। সুতরাং রামানন্দ-রায়ের ভক্তিপ্রেম-সীমা বলিতে মহাভাবকেই বুঝায়। যাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম মহাভাব-পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, আত্ম-সুখ-বাসনার ক্ষীণ ছায়া দ্বারাও কখনও তাঁহাদের কৃষ্ণরতি ভেদপ্রাপ্ত হয় না; সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছার অভিব্যক্তি স্বরূপ রমণী-সংসর্গজ চিত্তবিকার তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব।

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিক্ষাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥ ২০
সঞ্চারি-সাত্ত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ ২১
ভাব-প্রকটন-লাস্য রায় যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায় ॥ ২২
তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজঘরে পাঠাইল ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০। প্রসঙ্গক্রমে রামানন্দ-রায়ের অসাধারণ শক্তি এবং গুণ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া গ্রন্থকার এইক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেছেন। **তবে**—তাহার পরে; অভ্যঙ্গমর্দ্দন-পূর্ব্বক স্নান, গাত্রমার্জ্জন এবং বেশভূষা-রচনার পরে। **সেই দুইজনে**—সেই দুই দেবদাসীকে। **নৃত্য শিখাইল**—অভিনয়ের অনুকূল নৃত্য শিক্ষা দিলেন (রামানন্দ-রায়)। **গীতের গূঢ় অর্থ**—জগন্নাথবল্লভ-নাটকে যে সমস্ত গীত আছে, সে সমস্ত গীতের গূঢ় তাৎপর্য্য বা গূঢ় ভাব; যাহা ঐ গীতসমূহের পঠন বা শ্রবণমাত্রেই উপলব্ধি হয় না, এইরূপ গূঢ় অর্থ। **অভিনয় করাইল**—গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল; গীতের পদগুলি পড়িলেই বা শুনিলেই সাধারণ লোক গীতের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারে না; কিন্তু যেরূপ অভিনয় বা মুখ-চক্ষু-হস্ত-পদাদির ভাবানুকূল ভঙ্গী-সহকারে ঐ গানগুলি গীত হইলে গূঢ় অর্থ শ্রোতারা সহজে উপলব্ধি করিতে পারে, সেইরূপ অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গী শিক্ষা দিলেন। বাস্তবিক গীতের বা কথার গূঢ়-রহস্য-প্রকটনেই অভিনয়ের সার্থকতা।

২১। **সঞ্চারি সাত্ত্বিক** ইত্যাদি—২।২।৬২ এবং ২।২৩।৩১ পয়ারের টীকায় সাত্ত্বিক ভাবের; ২।১৯।১৫৫, ২।৮।১৩৫, ২।২৩।৩২ পয়ারের টীকায় সঞ্চারিভাবের এবং ২।১৯।১৫৪-৫৫ পয়ারের টীকায় স্থায়ীভাবের লক্ষণাদি দ্রষ্টব্য। **মুখে নেত্রে** ইত্যাদি—মুখের ভঙ্গীদ্বারা ও চক্ষুর ভঙ্গীদ্বারা কিরূপে সঞ্চারি-সাত্ত্বিকাদি ভাব প্রকাশ করা যায়, তাহা দেবদাসীকে শিক্ষা দিলেন।

২২। **ভাব-প্রকটন-লাস্য**—দর্শকদিগের নিকটে যাহাতে আন্তরিক ভাব প্রকাশ পাইতে পারে, এইরূপ লাস্য (নৃত্য)। **লাস্য**—ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্ (শব্দকল্পদ্রুম); স্ত্রীনৃত্যং লাস্যম্ (সঙ্গীতনারায়ণে নারদ-সংহিতা)। কোনও ভাব-বিশেষের আশ্রয়ে স্ত্রীলোকেরা যে নৃত্য করে, তাহাকে লাস্য বলে।

জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের গীতাদিতে যে সকল গূঢ়ভাব নিহিত আছে, মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গীদ্বারা তাহা কিরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে, দেবদাসীদ্বয়কে রামানন্দ তাহা শিক্ষা দিলেন এবং নৃত্যদ্বারাও তাহা কিরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহাও শিক্ষা দিলেন। **জগন্নাথের আগে**—শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে নাটকের অভিনয়-কালে। **দোঁহে**—দুইজন দেবদাসী। **প্রকট দেখায়**—মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গী এবং নৃত্য-ভঙ্গীদ্বারা অভিনয়-সময়ে নাটকের ভাব-সমূহ ব্যক্ত করেন। **ভাব-প্রকটন-লাস্য** ইত্যাদি—ভাব ব্যক্ত করার উপযোগী মুখভঙ্গী, নেত্রভঙ্গী ও নৃত্য রামানন্দ-রায় দেবদাসীদ্বয়কে যেমন যেমন শিক্ষা দিলেন, তাঁহারাও শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে নাটকের অভিনয়-কালে তেমন তেমন ভাবে অভিনয় করিয়াই সমস্ত ভাবকে প্রকট করিয়া থাকেন। গ্রন্থকার প্রসঙ্গতঃ এই পয়ারে এই কয়টী কথা বলিলেন।

জগন্নাথদেবের সাক্ষাতে জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের অভিনয় করার উদ্দেশ্যেই যে রামানন্দ-রায় দেবদাসীদ্বয়কে অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন, এই পয়ারেও তাহা ব্যক্ত হইল।

২৩। **তবে**—তাহার পরে; অভিনয়-শিক্ষা দেওয়ার পরে। **সেই দুইজনে**—দেবদাসীদ্বয়কে। **নিজঘরে**—দেবদাসীদের নিজ নিজ ঘরে।

অভিনয়-শিক্ষা দেওয়ার পরে দেবদাসীদ্বয়কে মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া নিভৃতে তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রতিদিন রায় ঐছে করয়ে সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাহাঁ তার মন ? ২৪
মিশ্রের আগমন সেবক রায়েরে কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥ ২৫

মিশ্রে নমস্কার করি সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনত হইয়া—॥ ২৬
বহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহো না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৪। **প্রতিদিন**—যতদিন পর্য্যন্ত অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক দিন; রামানন্দ-রায়ের ভক্তি-অঙ্গ-সাধনের প্রত্যেক দিন নহে; কারণ, দেবদাসীদ্বয় যে তাঁহার ভজনের সহায়কারিণী ছিলেন না, তাহা পূর্ব্বে ৩.৫.১৮ পয়ারের টীকাতেই আলোচিত হইয়াছে। **রায়**—রামানন্দ-রায়। **ঐছে**—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে; প্রথমে দেবদাসীদের স্নানভূষণাদি, তারপর অভিনয়-শিক্ষা, তারপর মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ। **করয়ে সাধন**—কার্য্যসাধন করেন। স্নান-ভূষণাদি অভিনয় শিক্ষা ও মহাপ্রসাদ-ভোজনান্তে গৃহ-প্রেরণরূপ কার্য্যসাধন করেন। এস্থলে সাধন-শব্দ অভিনয়-শিক্ষাদান-সংক্রান্ত কার্য্যের সাধনই বুঝাইতেছে—রামানন্দ-রায়ের ভজনাঙ্গের সাধন বুঝাইতেছে না (৩।৫।১৮ পয়ারের টীকার শেষভাগে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। **কোন্ জানে ক্ষুদ্রজীব**—ক্ষুদ্রজীব আমরা কিরূপে জানিব ? **কাহাঁ তার মন**—কাহাঁ (কোথায়) তাঁর মন, রামানন্দের মন কোথায় বা কোন্ অবস্থায় আছে। কিং প্রকারকং তস্য মনঃ ইত্যর্থঃ (শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী); তাঁহার (রামানন্দের) মন কি প্রকার।

এইরূপে অভিনয়-শিক্ষাদান-কালে রামানন্দ-রায়ের মনের অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা সাধারণ ক্ষুদ্রজীব কিরূপে জানিবে ? আমাদের মত ক্ষুদ্রজীব তাহা জানিতে পারে না সত্য, কিন্তু গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় মহানুভব ব্যক্তিগণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই তিনি লিখিয়াছেন :—"কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব। তরুণী-স্পর্শে রামরায়ের ঐছে স্বভাব ॥৩।৫।১৭॥" শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন :—"নির্ব্বিকার দেহমন কাষ্ঠপাষাণ সম। আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ ৩।৫।৩৯ ॥" রামানন্দ-রায়ের আচরণ সম্বন্ধে মহাপ্রভু শাস্ত্রানুসারে অনুমান করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মও এইরূপই :—"তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র। তাহা জানিবারে দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে এক করি অনুমান। শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস। যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিন গুণ ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয় ॥ উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥ যে শুনে যে পঢ়ে তার ফল এতাদৃশী। সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥ তার ফল কি কহিব, কহনে না যায়। নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায়, সিদ্ধ তার কায় ॥ রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন। সিদ্ধদেহতুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥ ৩.৫ ৪১-৪৮ ॥"

২৫। **মিশ্রের আগমন** ইত্যাদি—রামানন্দ-রায় নিভৃত উদ্যান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সেবক মিশ্রের আগমনের কথা তাঁহাকে বলিল; তাহা শুনিয়া রামানন্দ-রায়ও শীঘ্রই মিশ্রের সঙ্গে দেখা করার নিমিত্ত সভাতে আসিলেন।

২৬। **মিশ্রে নমস্কার** ইত্যাদি—রামানন্দ-রায় সভাগৃহে আসিয়া যথাযোগ্য সম্মানের সহিত মিশ্রকে প্রণাম করিলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন।

বিনত হইয়া—বিনীতভাবে।

২৭। **বহুক্ষণ আইলা** ইত্যাদি—রামানন্দ-রায় মিশ্রকে বলিলেন—"অনেক ক্ষণ হইল আপনি আসিয়াছেন; কিন্তু আপনার আগমনের কথা যথাসময়ে আমাকে কেহ জানায় নাই; তাই আপনাকে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। আপনাকে এইভাবে অনেক ক্ষণ বসাইয়া রাখার দরুণ আমার অপরাধও হইয়াছে, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" **অপরাধ হইল**—উপেক্ষা-জনিত অপরাধ। এই শব্দে অপরাধ-ক্ষমার প্রার্থনাও ধ্বনিত হইতেছে।

তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাহাঁ করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥ ২৮
মিশ্র কহে—তোমা দেখিতে কৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা-দরশনে ॥ ২৯
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘর আইলা ॥৩০
আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা শুনিলে রায়স্থানে? ॥ ৩১
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা—॥ ৩২
আমিত 'সন্ন্যাসী' আপনা 'বিরক্ত' করি মানি।
দর্শন রহু দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥ ৩৩
তবহি বিকার পায় আমার তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন? ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৮। **তোমার আগমনে** ইত্যাদি—শিষ্টতা জ্ঞাপন করিয়া রামানন্দ আরও বলিলেন—"আপনি পরম-ভাগবত ব্রাহ্মণ; আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইল। আমাকে আপনার ভৃত্য (কিঙ্কর) বলিয়া মনে করিবেন; আমি আপনার নিমিত্ত কি করিতে পারি, আদেশ করুন।" **কাহাঁ করোঁ**—আমি কি করিব।

২৯। রামানন্দের বিনীত বচন শুনিয়া মিশ্রও শিষ্টতা সহকারে বলিলেন—"আমার অন্য কোনও প্রয়োজন নাই; কেবল আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার দর্শন পাইলাম, দর্শন পাইয়াই আমি পবিত্র হইলাম।"

৩০। **অতি কাল**—অধিক বেলা, বা অসময়।

প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণ-কথা শুনিবার নিমিত্তই রামানন্দের নিকট গিয়াছিলেন; কিন্তু রামানন্দ যখন সভাগৃহে আসিলেন, তখন বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়া গিয়াছিল, ঐ সময়ে কৃষ্ণ-কথা উত্থাপিত হইলে কথা শেষ হইতে রামানন্দের মধ্যাহ্ন-কৃত্যাদির অসময় হইয়া যাইবে মনে করিয়া মিশ্র আর কোনও কথার উত্থাপন করিলেন না, বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

৩১। **আর দিন**—যে দিন মিশ্র রামানন্দের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তাহার পরের দিন। **প্রভুবিদ্যমানে**—প্রভুর নিকটে। **রায়স্থানে**—রামানন্দ-রায়ের নিকটে।

৩২। **রামানন্দের বৃত্তান্ত**—রামানন্দ-রায় সম্বন্ধে তাঁহার সেবকের নিকটে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা; রায় যে নিভৃত উদ্যানে দুইজন সুন্দরী তরুণী দেবদাসীকে নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন, সেইকথা। **শুনি মহাপ্রভু** ইত্যাদি—প্রভু বোধ হয় আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, রামানন্দ-রায়ের আচরণের কথা শুনিয়া হয়তো প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের মনে একটু সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তাই তাঁহার সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে রামানন্দের অসাধারণ শক্তি ও গুণের কথা প্রভু বলিতে লাগিলেন।

৩৩। "আমি ত সন্ন্যাসী" হইতে "স্থির হয় কোন্ জন" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে প্রভু নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া প্রভু হইতেও রামানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"মিশ্র, আমি নিজে সন্ন্যাসী; আমি মনে করি যে, আমি সর্ব্বপ্রকার আসক্তি-শূন্য; কিন্তু এই অবস্থায়ও স্ত্রীলোকের দর্শনের কথা দূরে, স্ত্রীলোকের নাম পর্য্যন্ত শুনিলেও আমার দেহে ও মনে বিকার উপস্থিত হয়। বাস্তবিক, স্ত্রীলোকের দর্শনে কেহই সাধারণতঃ স্থির থাকিতে পারে না।" **বিরক্ত**—সংসার-বিরাগী; সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য। **বিরক্ত করি মানি**—আমি বিরক্ত বা আসক্তিশূন্য বলিয়া অভিমান করি। **প্রকৃতির**—স্ত্রীলোকের।

৩৪। **তবহি**—তবুও; দর্শনের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকের নাম মাত্র শুনিলেও। **বিকার পায়**—বিকার প্রাপ্ত হয়; চঞ্চলতা উপস্থিত হয়। **তনুমন**—দেহ ও মন। রামানন্দের মাহাত্ম্য বাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রভু নিজে দৈন্য করিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের নাম মাত্র শুনিলেও আমার দেহে ও মনে বিকার (চাঞ্চল্য) উপস্থিত হয়।"

রামানন্দ-রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন!।
কহিবার কথা নহে, আশ্চর্য্য কথন ॥ ৩৫

একে দেবদাসী, আরে সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্ত্রীসঙ্গের জন্য বাসনাই মনের বিকার এবং তজ্জন্য মুখ-নেত্রাদির ভাবান্তরই দেহের বিকার। স্ত্রীলোকের নাম শুনিলেই যে প্রভুর চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, বাস্তবিক তাহা নহে; এই উক্তি কেবল প্রভুর দৈন্য। **প্রকৃতি-দর্শনে**—স্ত্রীলোকের দর্শনে। প্রভু "স্ত্রী"-শব্দও উচ্চারণ করিতেন না, "প্রকৃতি" বলিতেন।

৩৫। **রামানন্দ রায়ের কথা** ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন—"স্ত্রীলোকের নাম-মাত্র শুনিলেও আমার চিত্ত-বিকার জন্মে; সাধারণতঃ কোনও লোকই স্ত্রীলোকের দর্শনে স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু রামানন্দের অবস্থা এইরূপ নহে; তাঁহার বিশেষত্ব অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্যজনক, তাঁহার অসাধারণ শক্তির কথা বলিতেছি, সকলে শুন।" **কহিবার কথা নহে**—অবর্ণনীয়; তাঁহার শক্তির কথা বলিয়া শেষ করা যায় না, অথবা কথাদ্বারা প্রকাশ করা যায়না। **আশ্চর্য্য-কথন**—রামানন্দের শক্তির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না, কিম্বা যাহা সাধারণতঃ শুনা যায় না, তাহা দেখিলে বা শুনিলেই লোকের বিস্ময় জন্মে।

৩৬। "একে দেবদাসী" হইতে "নির্ব্বিকার মন" পর্য্যন্ত চারি পয়ারে প্রভু রামানন্দের অদ্ভুত শক্তির কথা বলিতেছেন। "রামানন্দ যাঁহাদিগকে অভিনয়-শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহারা অভিভাবক-হীনা অবিবাহিতা দেবদাসী, তাতে আবার তাঁহারা পরমসুন্দরী, তাতেও আবার পূর্ণ-যৌবনা। এই তিনটী কারণের প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র-ভাবে সাধারণ লোকের চিত্ত-বিকার জন্মাইতে সমর্থ; অথচ তিনটী কারণই দেবদাসীদ্বয়ে বর্ত্তমান আছে; সুতরাং তাঁহাদের দর্শনে কাহারও পক্ষেই স্থির থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু রামানন্দ-রায় কেবল তাঁহাদের দর্শন করিতেছেন না, তাঁহাদের অঙ্গস্পর্শ করিতেছেন; অঙ্গস্পর্শও আবার যেমন তেমন ভাবে নহে, তিনি নিজ হাতে তাঁহাদের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন করিতেছেন, নিজহাতে তাঁহাদের স্নান করাইতেছেন, গাত্রমার্জ্জনা করিতেছেন, নিজহাতে তাঁহাদের বেশভূষা রচনা করিতেছেন—তাহাতে তাঁহাদের বক্ষঃস্থলাদি গোপনীয় অঙ্গের দর্শনও হইতেছে, স্পর্শনও হইতেছে; ইহার প্রত্যেকটী ক্রিয়াতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিবার একান্ত সম্ভাবনা। কিন্তু রামানন্দ এই-ভাবে তাঁদের অঙ্গসেবা করিতেছেন, আবার অভিনয়-শিক্ষাদান-কালে ভাববিকাশক অঙ্গ-ভঙ্গী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সুসজ্জিত অঙ্গে হস্তাদির আরোপ করিয়া অঙ্গ-ভঙ্গী শিক্ষাও দিতেছেন; তথাপি রামানন্দের কোনওরূপ চিত্ত-বিকার নাই; স্ত্রীলোকের স্পর্শে যেমন কাষ্ঠ বা পাষাণের মধ্যে কোনও বিকারই উপস্থিত হয় না, নৃত্যগীত-পরায়ণা, ভাব-বিভ্রম-অভিনয়-কারিণী পরমসুন্দরী যুবতী দেবদাসীদের অঙ্গ-স্পর্শাদিতেও রামানন্দের চিত্তে কোনওরূপ বিকার স্থান পায় না। ইহাই তাঁহার আশ্চর্য্য-শক্তির পরিচায়ক।"

একে দেবদাসী—এস্থলে "একে" শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ :—দেবদাসীরা অবিবাহিতা কুমারী; তাঁহাদের স্বামীও নাই, অন্য কোনও অভিভাবকও নাই। যাহাদের স্বামী বা অন্য অভিভাবক আছে, এইরূপ রমণীর সংসর্গে পুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিলেও স্বামী বা অন্য অভিভাবকের ভয়ে যে সঙ্কোচ জন্মে, তাহাতে চিত্ত-চাঞ্চল্য কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু যাহাদের স্বামী বা অন্য অভিভাবক নাই, তাহাদের সংসর্গে চিত্ত-চাঞ্চল্য উদ্দামতা লাভ করিবার পক্ষে কোনওরূপ সঙ্কোচ বা বিঘ্নই নাই; সুতরাং দেবদাসীদের সংসর্গে পুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য অবাধভাবে বর্দ্ধিত হইয়া যাইতে পারে।

আরে সুন্দরী তরুণী—এস্থলে "আরে" শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ :—সুন্দরী স্ত্রীলোকমাত্রই—তরুণীই হউক, আর প্রৌঢ়াই হউক—লোকের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মাইতে পারে; আবার, তরুণী স্ত্রীলোক সুন্দরী না হইলেও তাহার দর্শনে পুরুষের চিত্ত-বিকার জন্মিতে পারে। যে স্ত্রীলোক সুন্দরীও বটে, তরুণীও বটে, তাহার দর্শনে যে সহজেই চিত্ত-

স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য-অঙ্গের হয় তাহা দর্শন-স্পর্শন ॥ ৩৭
তভু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গার তারে করায় শিক্ষণ ॥ ৩৮
নির্ব্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে, ইহা সহজেই বুঝা যায়; তার উপর যদি সেই সুন্দরী ও স্ত্রীলোক অবিবাহিতা ও অভিভাবক-হীনা দেবদাসী হয়, তাহা হইলে তো আর কথাই নাই।

তার সব অঙ্গ ইত্যাদি—এবম্বিধ সুন্দরী তরুণী এবং অভিভাবক-হীনা অবিবাহিতা দেবদাসীদের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন-স্নান-বেশ-ভূষা-রচনাদি-সর্ব্ববিধ অঙ্গসেবা (অথবা সমস্ত অঙ্গের সেবা) রায়-রামানন্দ নিজহাতে নির্ব্বাহ করিতেছেন। একথা এখানে বলার তাৎপর্য্য এই যে, সুন্দরী তরুণী ও অভিভাবক-হীনা স্বাধীনা রমণী দেবদাসীদের কেবলমাত্র দর্শনেই চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিতে পারে। রামানন্দ-রায় কেবল তাঁহাদের দর্শন নয়, স্পর্শও করিতেছেন, কেবল স্পর্শও নহে, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ অঙ্গসেবা করিতেছেন। যে কোনও স্ত্রীলোকের এই জাতীয় অঙ্গ-সেবাতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা। ঐ স্ত্রীলোক যদি আবার সুন্দরী, তরুণী ও স্বাধীনা হয়, তাহা হইলে তো কথাই নাই। কিন্তু রামানন্দ নির্ব্বিকার।

সব অঙ্গ সেবা—সর্ব্বপ্রকারের অঙ্গসেবা; পরবর্ত্তী পয়ারে অঙ্গসেবার প্রকার বলিতেছেন। অথবা, হস্ত-পদ-মুখ-বক্ষ আদি সমস্ত অঙ্গের সেবা—স্নানাদি সময়ে বা বেশভূষা-রচনা-কালে, অনুলেপ-আদি প্রয়োগ-কালে।

৩৭। কি কি অঙ্গসেবা করিতেন, তাহা বলিতেছেন। **স্নানাদি করায়**—দেবদাসীদের স্নানাদি। এস্থলে আদি-শব্দে স্নানের আনুষঙ্গিক অভ্যঙ্গমর্দ্দন ও গাত্রসম্মার্জ্জনাদিকে বুঝাইতেছে। **পরায় বাস-বিভূষণ**—বাস (বস্ত্র) ও বিভূষণ (মাল্য-চন্দন-অলঙ্কারাদি) পরাইয়া দেন। **গুহ্য অঙ্গ**—গোপনীয় (গুহ্য) অঙ্গ; স্ত্রীলোক সাধারণতঃ যে সমস্ত অঙ্গ পুরুষের নিকট হইতে বস্ত্রাদিদ্বারা গোপন করিয়া রাখেন; মুখ, বক্ষঃ ইত্যাদি। **তাহাঁ**—তাহাতে, অঙ্গ-সেবা-সময়ে। **দর্শন-স্পর্শন**—পূর্ব্বোক্তরূপ অঙ্গসেবা-সময়ে মুখ ও বক্ষঃস্থলাদি গোপনীয় অঙ্গের দর্শনও হয়, স্পর্শন (ছোঁয়া) ও হয়। সুন্দরী-তরুণী-স্ত্রীলোকের মুখ ও বক্ষঃস্থলাদি গোপনীয় অঙ্গের কেবলমাত্র দর্শনেই চিত্তবিকার জন্মিতে পারে, কেবলমাত্র স্পর্শেও চিত্তবিকার জন্মিতে পারে। কিন্তু রামানন্দের পক্ষে দর্শন এবং স্পর্শন উভয়ই হইতেছে।

৩৮। **তভু**—তথাপি; দেবদাসীদের অভিভাবকহীন-স্বাধীনত্ব, তাঁহাদের সৌন্দর্য্য, তাঁহাদের নবযৌবন, সর্ব্ববিধ অঙ্গসেবা-কালে তাঁহাদের গুহ্য অঙ্গের দর্শন ও স্পর্শন—এই সমস্তের প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্রভাবে চিত্ত-বিকারের হেতু; এই সমস্ত কারণ যুগপৎ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও। **নির্ব্বিকার**—বিকারশূন্য। **নানা ভাবোদ্গার**—অঙ্গ-ভঙ্গীদ্বারা গ্রন্থে বর্ণিত নানাবিধ ভাবের (সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী-আদি ভাবের) অভিব্যক্তি। **তারে**—দেবদাসীদ্বয়কে।

রামানন্দ-রায় নির্ব্বিকার-চিত্তে দেবদাসীদ্বয়কে নানাবিধ ভাবের অভিব্যক্তি শিক্ষা দিতেছেন। শিক্ষাদান-কালে অঙ্গ-ভঙ্গীর বিশেষত্ব দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সুসজ্জিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হয়তো তাঁহাকে হস্তার্পণও করিতে হইতেছে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার বিন্দুমাত্রও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে নাই।

৩৯। **নির্ব্বিকার দেহ-মন** ইত্যাদি—রামানন্দের দেহ এবং মন কাষ্ঠের মত, কিম্বা পাষাণের মত নির্ব্বিকার। কোনও সুন্দরী যুবতী রমণী এক খণ্ড কাষ্ঠ বা এক খণ্ড পাষাণকে যদি স্পর্শ করে, তাহা হইলে যেমন কাষ্ঠখণ্ডের বা পাষাণখণ্ডের কোনওরূপ বিকার উপস্থিত হয় না, তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের চিত্তেও তদ্রূপ কোনও বিকার উপস্থিত হয় না। কোনওরূপ ইন্দ্রিয় নাই বলিয়াই কাষ্ঠ বা পাষাণ তরুণী-স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং কোনওরূপ চাঞ্চল্যও লাভ করে না। কাষ্ঠ-পাষাণের সঙ্গে রামানন্দের তুলনা দেওয়াতে রামানন্দেরও ইন্দ্রিয়শূন্যতাই যেন ধ্বনিত হইতেছে; বাস্তবিক তাঁহার যে ইন্দ্রিয় নাই, তাহা নহে; তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আছে, তবে সে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত; তাই প্রাকৃত-ভাবের দ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কোনওরূপ বিকার সম্ভব নহে।

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। | তাতে জানি—অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কাষ্ঠ-পাষাণের যেমন ইন্দ্রিয় নাই, রামানন্দেরও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতত্ব নাই—ইহাই ধ্বনি। পরবর্ত্তী পয়ারে ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য ইত্যাদি—তরুণী-স্পর্শেও যে রামানন্দের মন নির্ব্বিকার থাকে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের (বিস্ময়ের) কথা। সাধারণের মধ্যে এইরূপ শক্তি দেখা যায় না বলিয়াই ইহা আশ্চর্য্যের কথা।

৪০। এক রামানন্দের—একমাত্র রামানন্দেরই; রামানন্দ ব্যতীত অপর কাহারও নহে

এই অধিকার—পূর্ব্বোক্তরূপ ও পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে দেবদাসীদের সংসর্গে যাইয়া কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় নির্ব্বিকার-চিত্তে তাঁহাদের অঙ্গ-সেবার অধিকার বা ক্ষমতা (রামানন্দ-রায় ব্যতীত অপর কাহারও নাই; কেননা, রামানন্দ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া তাঁহার দেহ-ইন্দ্রিয়াদি অপ্রাকৃত, সুতরাং প্রাকৃত কাম-ভাবাদি দ্বারা তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অপরের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।)

বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রী-সংসর্গ-ত্যাগের আদেশ প্রভু অনেক স্থলেই দিয়াছেন। ভগবান্-আচার্য্যের আদেশে বৃদ্ধা-তপস্বিনী মাধবীদাসীর নিকট হইতে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া ছোট-হরিদাসের বর্জ্জনের কথাও ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি। ইহাতে বুঝা যায়, অন্য স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়ার শাস্ত্রসম্মত অধিকার কোনও বৈষ্ণবেরই নাই। তবে রামানন্দ-রায় কিরূপে দেবদাসীদের সংশ্রবে গেলেন? রামানন্দ পরম-প্রেমিক, পরম-ভাগবত; তাঁহার আচরণ বৈষ্ণবের আদর্শ-স্থানীয়। এমতাবস্থায় তিনি কেন অন্য স্ত্রীলোকের সংসর্গে গেলেন? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াও বোধ হয় প্রভু বলিলেন—"এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।" অন্য কোনও কারণে, বা অন্য কোনও কার্য্যের উপলক্ষ্য করিয়া অন্য স্ত্রীলোকের সংসর্গে যাওয়া তো কাহারও পক্ষেই সঙ্গত নহে, কাহারও তাহাতে শাস্ত্র-সম্মত অধিকারও নাই—ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে লীলাভিনয়াদির উপলক্ষ্যেও সাময়িক-ভাবে অন্য স্ত্রীলোকের সংসর্গে-যাওয়ার শাস্ত্র-সম্মত বা সদাচার-সম্মত অধিকার রামানন্দ ব্যতীত অপর কাহারও নাই। রামানন্দ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর; তাই তাঁহার দেহ-মন অপ্রাকৃত, প্রাকৃত-রমণী-সংসর্গে তাঁহার চিত্তবিকার জন্মিবার আশঙ্কা নাই, তাই তাঁহার এই অধিকার। অপরের যে এই অধিকার নাই, অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, প্রভুর পার্ষদদের মধ্যেও যে অপরের এই অধিকার নাই, ছোট-হরিদাসের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। ছোট-হরিদাসও প্রভুর সঙ্গী ছিলেন। তিনি যে মাধবীদাসীর নিকটে চাউল আনিতে গিয়াছিলেন, তাহাও নিজের জন্য নহে, প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত—ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে (রামানন্দ যেমন জগন্নাথের প্রীতির উদ্দেশ্যে নাটক-অভিনয়-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দেবদাসীদের সংসর্গে গিয়াছিলেন তদ্রূপ)—কিন্তু তথাপি প্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে একমাত্র রামানন্দ-রায়ই যে নিত্যসিদ্ধ, তাহা নহে; তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ, সকলের দেহ-ইন্দ্রিয়ই অপ্রাকৃত; সুতরাং রমণী-সংসর্গে কাহারও চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা নাই; এরূপ অবস্থায়ও একমাত্র সাধক-জীবের ভজনাদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদগণকে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাইতে নিষেধ করিতেন এবং কেহ গেলে তাঁহাকে দণ্ড দিতেন। কিন্তু রামানন্দ-রায়ের এই বিশেষ অধিকারটী তিনি অনুমোদন করিলেন কেন? উত্তর—রামানন্দ-রায়েরও যে রমণী-সংসর্গে যাওয়ার অধিকার প্রভু অনুমোদন করিলেন, তাহাও সাধারণভাবে নহে; অর্থাৎ যে কোনও সময়ে, যে কোনও কার্য্যেই যে রামানন্দ অপর স্ত্রীলোকের সংসর্গে যাইবেন, ইহা প্রভুর অভিপ্রেত নহে; কেবলমাত্র নাটকের অভিনয়-শিক্ষাদান-উপলক্ষ্যে, যাঁহাদের শিক্ষা রামানন্দ ব্যতীত অন্যদ্বারা সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কেবল তাঁহাদের সংশ্রবে যাওয়ার কথাটাই প্রভু অনুমোদন করিলেন। ইহার কারণ বোধ হয়—অভিনয়-সম্বন্ধে প্রভুর পরম-উৎকণ্ঠা। শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক অভিনীত হউক, ইহা বোধ হয় প্রভুরও অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল; তাই অভিনয়-শিক্ষার নিমিত্ত

তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ ৪১
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৪২
ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রামানন্দের পক্ষে সাময়িকভাবে দেবদাসীদের সংশ্রবে যাওয়াটাও প্রভু অনুমোদন করিলেন। অভিনয় সম্বন্ধে প্রভুর উৎকণ্ঠার কারণ বোধ হয় এইরূপ :—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিনটী ভাব—ভক্তভাব, ভগবান্‌ভাব এবং শ্রীরাধার ভাব।

প্রথমতঃ, ভক্তভাবে প্রভু জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক আস্বাদন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। ভক্তের নিকটে যাহা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, তাহা তিনি তাঁহার ইষ্টদেবকে আস্বাদন না করাইয়া যেন থাকিতে পারেন না; তাই ভক্ত-ভাবাপন্ন প্রভুর ইচ্ছা হইল, শ্রীজগন্নাথদেবকে এই নাটক আস্বাদন করাইতে। অভিনয়েই নাটকের আস্বাদন-চমৎকারিতা; তাই তাহার অভিনয়-সম্বন্ধে প্রভুর বিশেষ আগ্রহ জন্মিল।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অত্যন্ত আনন্দপ্রদ, লীলা-কথাদি বা লীলার অভিনয়াদিও তেমনি আনন্দজনক। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দররূপে প্রভু এই নাটক আস্বাদন করিয়া শ্রীজগন্নাথরূপে তাঁহার অভিনয় দর্শন করিয়া লীলাভিনয়ের আনন্দ-চমৎকারিতা আস্বাদন করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন।

তৃতীয়তঃ, জগন্নাথবল্লভ-নাটকে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই পূর্ব্বরাগের অনেক রহস্য বিবৃত হইয়াছে; বিশেষতঃ, শ্রীরাধিকার সখীগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের ভাব-গোপনের অনেক চেষ্টা, অনেক চাতুরালীর কথা বিবৃত হইয়াছে; এ সমস্ত পাঠ করিয়া রাধাভাব-ভাবিত-চিত্ত প্রভুর বিশেষ কৌতুক জন্মিল এবং স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীজগন্নাথ-দেবের সাক্ষাতে এই নাটকের অভিনয় করাইয়া, শ্রীজগন্নাথদেবকে অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতা উপভোগ করাইতে ইচ্ছুক হইলেন। মিলন-সময়ে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ-কাহিনী তাঁহাদের হৃৎকর্ণ-রসায়ন হইয়া থাকে।

"তাতে জানি" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে রামানন্দের এই অধিকার আছে কেন, তাহা বলিতেছেন।

তাতে জানি—তাহাতে (রামানন্দের এই অধিকার বিষয়ে) আমি জানি। কি জানেন, তাহা বলিতেছেন "অপ্রাকৃত" ইত্যাদি। **অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার**—তাঁহার (রামানন্দের) দেহ (সুতরাং দেহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত ইন্দ্রিয়) অপ্রাকৃত, ইহা আমি (প্রভু) জানি বলিয়াই বলিতেছি যে, একমাত্র রামানন্দেরই এইরূপ অধিকার আছে।

৪১। **তাঁহার মনের ভাব**—রামানন্দের মনের ভাব বা (অবস্থা)। **তেঁহো জানে মাত্র**—একমাত্র রামানন্দই জানেন। **তাহা জানিবারে** ইত্যাদি—রামানন্দের মনের ভাব একমাত্র রামানন্দই জানেন, জীবের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ নাই, যিনি রায়ের মনের ভাব জানিতে পারেন। **পাত্র**—যোগ্য পাত্র, জানিবার যোগ্য পাত্র।

৪২। **কিন্তু**—রামানন্দের মনের অবস্থা অপর কেহ না জানিলেও। **শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে**—শাস্ত্র-অনুসারে। **এক করি অনুমান**—রামানন্দের মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা কেহ জানিতে না পারিলেও শাস্ত্রানুসারে একটা অনুমান করা যায় (প্রভু বলিতেছেন)। **শ্রীভাগবত-শ্লোক** ইত্যাদি—শ্রীমদ্‌ভাগবতের "বিক্রীড়িতং" ইত্যাদি (নিম্নোদ্ধৃত) শ্লোকই এইরূপ অনুমানের অনুকূলে প্রমাণ। প্রভুর অনুমানটী কি, তাহা পরবর্ত্তী ছয় পয়ারে বলিতেছেন (অর্থাৎ রামানন্দ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত, তাঁহার দেহ সিদ্ধ ও অপ্রাকৃত, তাই তাঁহার চিত্তবিকার সম্ভব নহে)। সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই অনুমানের প্রতি কাহারও সন্দেহের কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

৪৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অনুমানটী প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার অনুমানের হেতুটী বলিতেছেন "ব্রজবধূ-সঙ্গে" হইতে "সিদ্ধ তার কায়" পর্য্যন্ত পাঁচ পয়ারে।

"ব্রজবধূ সঙ্গে" হইতে "বিহরে সদায়" পর্য্যন্ত তিন পয়ার "বিক্রীড়িতং" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥ ৪৪

উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রজবধূ-সঙ্গে ইত্যাদি—শ্লোকোক্ত "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" এই অংশের অনুবাদ। **ব্রজবধূ**—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণ। **রাসাদি-বিলাস**—রাসলীলা, কুঞ্জলীলা, যমুনা বিহার, শ্রীকুঞ্জ-বিহার প্রভৃতি ব্রজগোপীদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সমূহ। **যেই ইহা কহে** ইত্যাদি—শ্লোকোক্ত "শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্ যঃ" এই অংশের অর্থ। **যেই**—যে ব্যক্তি। **ইহা**—রাসাদি-লীলার কথা। **কহে**—অপরের নিকটে বর্ণন করে। **শুনে**—অপরের মুখে শ্রবণ করে। **বিশ্বাস**—শ্রদ্ধা। ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা, প্রাকৃত কাম-ক্রীড়া নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূতা, আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা নিত্যকান্তাদিগের সঙ্গে এই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা—এই বাক্যেতে বিশ্বাস; এবং সমস্ত লীলার কথা বর্ণন বা শ্রবণ করিলে জীবের সংসারাসক্তির ক্ষয় হয়, শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়—এই বাক্যেতে বিশ্বাস।

৪৪। "হৃদ্‌রোগ" ইত্যাদি পয়ারে "হৃদ্‌রোগং আশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ" এই অংশের অর্থ।

হৃদ্‌রোগ—হৃদয়ের রোগ বা ব্যাধি; অন্তঃকরণের মলিনতা। **কাম**—কামনা, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছা। **হৃদ্‌রোগ কাম**—হৃদ্‌রোগরূপ কাম, বা হৃদ্‌রোগজনক কাম। যে কামনা চিত্তের মলিনতা জন্মায়, বা যে কামনাই চিত্তের মলিনতাতুল্য। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা; দেহ-দৈহিকসুখের বাসনা। হৃদ্‌রোগ শব্দদ্বারা ভগবদ্‌বিষয়ক-কামনা নিরাকৃত হইতেছে। চিত্তের মলিনতা-জনক কামনা তিরোহিত হয়, কিন্তু ভগবদ্‌বিষয়ক কামনা (ভগবৎ-প্রাপ্তির বা ভগবৎ-সেবার কামনাদি) তিরোহিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। **তার**—যিনি রাসাদি-লীলা শ্রবণ করেন বা বর্ণন করেন, তাঁহার। **তৎকালে**—শ্রবণ কালেই বা বর্ণন-কালেই; অবিলম্বে। **হয় ক্ষয়**—বিনষ্ট হয়; তিরোহিত হয়। **তিন গুণ**—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী মায়িক গুণ। **তিন গুণ ক্ষোভ**—প্রাকৃত-গুণত্রয়ের ক্ষোভ বা বিক্রিয়া। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের ক্রিয়াতেই মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে নানাবিধ দুর্ব্বাসনা জন্মে। যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া রাসাদি-লীলা শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তাঁহার চিত্ত গুণাতীত হইয়া যায়; সুতরাং গুণত্রয়ের ক্রিয়া তাঁহার চিত্তে থাকিতে পারে না। **ধীর**—অচঞ্চল; বাসনার তাড়নাতেই জীবের চিত্তের চঞ্চলতা জন্মে। রাসাদি-লীলা শ্রবণকীর্ত্তনের ফলে আনুষঙ্গিক ভাবে যখন সর্ব্ববিধ বাসনা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন আর চিত্তের কোনওরূপ চঞ্চলতা সম্ভব নহে, তখন জীব ধীর হইয়া যায়। **অথবা** ধীর-অর্থ—পণ্ডিত, সর্ব্বার্থতত্ত্ববেত্তা।

৪৫। "উজ্জ্বল মধুর" ইত্যাদি পয়ার "ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং" এই অংশের অর্থ। **উজ্জ্বল**—স্ব-সুখবাসনাদি-মলিনতা-বর্জ্জিত, এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির বাসনা দ্বারা সমুজ্জ্বল। **মধুর**—অত্যন্ত আস্বাদ্য; যাহার আস্বাদনের নিমিত্ত আত্মারাম এবং পূর্ণকাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্তও লালায়িত। অথবা, মধুর-রসাশ্রিত, ব্রজগোপীদিগের কান্তাভাবের আনুগত্যময়ী। **প্রেমভক্তি**—প্রেম-লক্ষণা ভক্তি; কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। **উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি**—স্ব-সুখবাসনা-শূন্যা গোপীভাবের আনুগত্যময়ী পরম আস্বাদ্য প্রেমভক্তি।

উক্ত তিন পয়ারের স্থূলার্থ এই:—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগের সহিত রাসাদি যে সকল লীলা করিয়াছেন, যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সে সকল লীলার কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন বা বর্ণন করেন, অবিলম্বেই তাঁহার চিত্তের মলিনতা-জনক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনাদি দূরীভূত হইয়া যায়, এবং অচিরাৎ ভগবানে তাঁহার প্রেম-লক্ষণা পরাভক্তি লাভ হয়। চিত্তের দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইয়া গেলে তার পরেই যে ভক্তি লাভ হয়, তাহা নহে; যে মুহূর্ত্তে শ্রবণ-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই চিত্তে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে। এইরূপ আবির্ভাবপ্রাপ্ত ভক্তি অবশ্য প্রথমেই চিত্তকে স্পর্শ করে না—কিন্তু রজস্তমোময়ী অবিদ্যাকে নির্জিত করার জন্য সত্ত্বময়ী বিদ্যাকে শক্তিশালিনী করিয়া তোলে (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাহার ফলে অবিদ্যা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে; সুতরাং

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)—
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভগবতঃ কামবিজয়রূপ-রাসক্রীড়াশ্রবণাদেঃ কামবিজয়মেব ফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ সন্ হৃদ্রোগং কামমাশু অপহিনোতি পরিত্যজতি। ইতি। স্বামী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনের দুর্ব্বাসনাদিও ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে; বিদ্যার সাহায্যে এইরূপে অবিদ্যাকে সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করিয়া ভক্তি শেষে বিদ্যাকেও দূরীভূত করে এবং এইরূপে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ে অপগত হইলে বিশুদ্ধচিত্তকে তখনই ঐ ভক্তি স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ করিয়া তোলে; তখনই সেই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-হেতুভূতা প্রেমভক্তিরূপে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে।

এই পয়ারের "আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়" স্থানে কোনও কোনও গ্রন্থে "সেই উপযুক্ত ভক্ত রামানন্দরায়" এবং কোনও কোনও গ্রন্থে আবার "দাসীভাব বিনু তার নাহিক উপায়" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। "দাসীভাব বিনু" ইত্যাদির অর্থ এইরূপ—শ্রদ্ধান্বিত হইয়া রাসাদি-লীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, দাসীভাবে ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে যুগল-কিশোরের সেবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই লোভ জন্মিবে।

শ্লো। ৩। **অন্বয়।** যঃ (যিনি) শ্রদ্ধান্বিতঃ (শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) ব্রজবধূভিঃ (ব্রজগোপীদিগের সহিত) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণের) ইদং চ (এই) বিক্রীড়িতং (ক্রীড়া—রাসাদি-ক্রীড়ার কথা) অনুশৃণুয়াৎ (নিরন্তর শ্রবণ করেন) অথ (অনন্তর—শ্রবণের পরে, অথবা এবং) বর্ণয়েৎ (বর্ণন করেন), [সঃ] (তিনি) অচিরেণ (অবিলম্বে) ধীরঃ (ধীর—অচঞ্চল—হইয়া) ভগবতি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে) পরাং (সর্ব্বোত্তম-জাতীয়া) ভক্তিং (প্রেমলক্ষণা ভক্তি) প্রতিলভ্য (প্রতিক্ষণে নূতনভাবে লাভ করিয়া) হৃদ্রোগং (হৃদয়-রোগ স্বরূপ) কামং (কামকে—দুর্ব্বাসনাকে) আশু (শীঘ্রই) অপহিনোতি (পরিত্যাগ করেন)।

অনুবাদ। যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত রাসাদিলীলার কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন এবং শ্রবণানন্তর বর্ণন করেন, অবিলম্বেই তিনি ধীর—অচঞ্চল—হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোত্তম-জাতীয়া ভক্তি প্রতিক্ষণে নূতনভাবে লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগস্বরূপ কামাদি দুর্ব্বাসনাকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন। ৩

শারদীয়-মহারাস-লীলা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেবগোস্বামী এই শ্লোকে রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল বর্ণন করিতেছেন। পূর্ব্বপয়ারের এবং ৩।১৮।৮০ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রদ্ধান্বিতঃ—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া; বিশ্বাস করিয়া; শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ারের অন্তর্গত বিশ্বাস-শব্দের টীকায় দ্রষ্টব্য। শ্রদ্ধান্বিতঃ-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, রাসলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা না থাকিলে অভীষ্ট ফল শীঘ্র পাওয়া যাইবেনা; ফল যে একেবারেই পাওয়া যাইবেনা, লীলা কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন যে নিরর্থক হইয়া যাইবে, তাহা নহে; লীলাকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলেই প্রথমে শ্রদ্ধা জন্মিবে (সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতি র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ শ্রীভা ৩।২৫।২৪)। "নু নিশ্চিতম্ অথ শ্রবণানন্তরং শ্রদ্ধান্বিতত্বাৎ—বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণী।" **ব্রজবধূভিঃ**—ব্রজবধূদিগের সহিত **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের **ইদং চ বিক্রীড়িতং**—এই লীলা। (চ-শব্দে রাসক্রীড়াব্যতীত অন্যান্য লীলাও সূচিত হইতেছে। এস্থলে বিষ্ণু-শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপকত্ব বা বিভুত্ব—সুতরাং—পরব্রহ্মত্ব সূচিত হইতেছে; ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা যে প্রাকৃত নরের কামক্রীড়া নহে, পরন্তু এসমস্ত যে স্বীয়-শক্তির সহিত শক্তিমান্ স্বয়ংভগবানের লীলামাত্র—ইহাই বিষ্ণু-শব্দ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য। যাহা হউক, যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই লীলার কথা) **অনুশৃণুয়াৎ**—অনু (নিরন্তর, পুনঃ পুনঃ) শৃণুয়াৎ

যে শুনে যে পঢ়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥ ৪৬

তার ফল কি কহিব, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায় ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(শ্রবণ করেন) এবং **অথ**—শ্রবণের পরে **বর্ণয়েৎ**—শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বর্ণন করেন এবং স্মরণ-মননাদিও করেন (বর্ণনা-শব্দে স্মরণ-মননাদিও উপলক্ষিত হইতেছে), তিনি **পরাং** (শ্রেষ্ঠা, গোপীদিগের আনুগত্যময়ী বলিয়া সর্ব্বোত্তমা) **ভক্তিং**—ভক্তি **প্রতিলভ্য**—প্রতিক্ষণে নূতন নূতন ভাবে লাভ করিয়া, যখনই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করা হইবে, তখনই নূতন-নূতন ভাবে ভক্তি লাভ করিয়া শীঘ্রই সেই ভক্তির প্রভাবে হৃদ্‌রোগতুল্য কামকে পরিত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের ফলে হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি বিশেষ ভক্তির কিঞ্চিৎ অংশ প্রতিবারেই হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং সত্ত্বময়ী বিদ্যাকে শক্তিশালিনী করিয়া রজস্তমোময়ী অবিদ্যাকে এবং অবিদ্যাজনিত দুর্ব্বাসনাকে শক্তিমতী বিদ্যাদ্বারাই হৃদয় হইতে বিতাড়িত করে; তাহার পরে স্বীয় প্রভাবে বিদ্যাকেও বিতাড়িত করিয়া—বিদ্যা ও অবিদ্যার অপগমে শুদ্ধতা প্রাপ্ত—চিত্তকে স্পর্শ করে; তখনই সেই চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই চিত্তেই তখন হ্লাদিনীশক্তি প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হয় (২।২৩.৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এইরূপে দেখা গেল, লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলে মায়া-মলিন চিত্তেই ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে; কিন্তু ভক্তির আবির্ভাব হইলেও চিত্ত মায়া মলিন বলিয়া তাঁহার সহিত ভক্তির স্পর্শ হয়না; এই ভক্তিরই প্রভাবে চিত্ত যখন বিশুদ্ধতা লাভ করে, তখনই তাহার সহিত ভক্তির স্পর্শ হয়। এইরূপে চিত্তশুদ্ধির মুখ্য হেতুও হইল ভক্তি এবং চিত্তের সহিত ভক্তির স্পর্শের হেতুও হইল ভক্তিই। অন্যনিরপেক্ষা স্বতন্ত্রা ভক্তিরাণী নিজেই নিজের আসন প্রস্তুত করিয়া লয়েন।

কামকে হৃদ্‌রোগ বলার তাৎপর্য্য এই যে, রোগে যেমন দেহ মলিন হইয়া যায়, দেহের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট হইয়া যায়, দুর্ব্বাসনাদিদ্বারাও চিত্ত মলিন হইয়া যায় এবং জীব-চিত্তের স্বরূপগত অবস্থা—কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত উন্মুখতা—নষ্ট হইয়া যায়।

৪৩-৪৫ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৬। **যে শুনে** ইত্যাদি—যিনি রাসাদি লীলার কথা শুনেন বা গ্রন্থাদিতে পড়েন (বা অন্যের নিকটে পাঠ করিয়া বর্ণন করেন), তিনিই যখন এইরূপ ফল (প্রেম-লক্ষণা পরা-ভক্তি ও হৃদ্‌রোগ-কাম-রাহিত্য) লাভ করেন। **সেই ভাবাবিষ্ট**—ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে রাসাদি-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **যেই সেবে অহর্নিশি**—অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে রাসাদি-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া যিনি নিরন্তর রাসাদি-লীলা-বিলাসী শ্রীযুগলকিশোরের সেবা করেন। যাঁহার সর্ব্ববিধ অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়াছে, এইরূপ কোনও জাতপ্রেম ভক্তের পক্ষেই এইরূপ সেবা সম্ভব। এস্থলে রাগানুগীয়-ভজনের পরিপক্ক অবস্থার কথাই সূচিত হইতেছে।

৪৭। **তার ফল**—উক্তরূপে সেবার ফল। **তার ফল কি কহিব** ইত্যাদি—যাঁহারা রাসাদি লীলার ভাবে আবিষ্ট না হইয়াও কেবল মাত্র শ্রদ্ধার সহিত ঐ সকল লীলার কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই যখন চিত্ত-বিকারের মূলীভূত কারণ-স্বরূপ দুর্ব্বাসনাকে সম্যক্‌রূপে উৎপাটিত করিতে পারেন এবং ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন, তখন যিনি (রাগানুগামার্গে) ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে রাসাদি-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিরন্তর ঐ সকল লীলা-বিলাসী শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের সেবাই করিতেছেন, সেই উত্তম ভাগবতের সেবার ফল যে কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহা আর বলা যায় না (অর্থাৎ তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ দুর্ব্বাসনার ছায়ামাত্রও স্থান পাইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য);

নিত্যসিদ্ধ—অনাদি-সিদ্ধ; যিনি অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-পরিকররূপে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া আসিতেছেন। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের দেহাদি সমস্তই চিন্ময়, তাঁহাদের মধ্যে প্রাকৃত কিছুই নাই। **সেই**—যিনি অহর্নিশি রাসাদি-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীযুগলকিশোর সেবা করেন, তিনি। **প্রায়**—তুল্য; কিঞ্চিৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ন্যূনার্থে "প্রায়" শব্দ ব্যবহৃত হয়। **নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায়**—সেই (ভক্ত) নিত্যসিদ্ধ প্রায়; যিনি রাসাদিলীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া অহর্নিশি সেবা করেন, তিনি নিত্যসিদ্ধের তুল্য; কিঞ্চিৎ-ন্যূনার্থে "প্রায়" শব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের সহিত তাঁহার সর্ব্বাংশে তুল্যতা নাই,—ইহাই সূচিত হইতেছে। দেহের চিন্ময়ত্বাংশে তুল্যত্ব আছে—নিত্যসিদ্ধদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি যেমন প্রাকৃত নহে, সমস্তই চিন্ময়, ঐ ভাবাবিষ্ট সেবক-উত্তম-ভাগবতের দেহ-ইন্দ্রিয়াদিও প্রাকৃত নহে, পরন্তু চিন্ময়; এস্থলে তুল্যতা। আবার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের যথাবস্থিত চিন্ময়-দেহে সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু জাতপ্রেম-সাধকভক্ত রাসাদিলীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিরন্তর সেবা করিয়া থাকিলেও, এই সেবা তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহের সেবামাত্র, যথাবস্থিত দেহের সাক্ষাৎসেবা নহে। কোনও সাধকভক্তই যথাবস্থিত দেহে সাক্ষাদ্‌ভাবে লীলাবিলাসী শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ-সেবা করিতে পারেন না—এই অংশে তুল্যতার অভাব। **সিদ্ধ তার কায়**—তাঁহার (ভাবাবিষ্ট সেবকের) দেহ সিদ্ধ (অপ্রাকৃত)। যিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া নিরন্তর রাগানুগা-মার্গে সেবা করেন, তাঁহার দেহ-ইন্দ্রিয়াদি, নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদির মত অপ্রাকৃত হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রাকৃত রজোগুণের ফলস্বরূপ কাম-বিকারের কোনও সম্ভাবনাই নাই। **কায়**—কায়া, দেহ। অথবা, **নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায়**—সেই (ভক্ত) নিত্যসিদ্ধপ্রায়; নিত্যসিদ্ধতুল্য। নিত্যসিদ্ধদিগের যেমন স্বসুখ-বাসনা থাকেনা, স্বসুখ-বাসনা-জনিত চিত্ত-চাঞ্চল্যও থাকেনা, যিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া অহর্নিশি শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণ করেন, তাঁহারও স্বসুখ-বাসনা এবং চিত্ত-চাঞ্চল্য থাকেনা।

ভক্তের দেহেন্দ্রিয়াদির অপ্রাকৃতত্ব। ভজনের প্রভাবে ভক্তের দেহ—তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি—সচ্চিদানন্দ-রূপতা বা অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। "ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ॥ বৃ, ভা, ২।৩।১২৯॥" টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বানুরূপেষু স্বস্যাঃ সচ্চিদানন্দঘন-রূপায়া ভক্তেঃ সদৃশেষু যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেষু অতো দ্বয়োরপ্যেকরূপত্বেন নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। পাঞ্চ-ভৌতিক-দেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাৎ। কিম্বা তৎকারুণ্যশক্তিবিশেষেণ তত্র তত্রাপি তত্তৎ-স্ফূর্ত্তিসম্ভবাৎ। কিম্বা আত্মনি তৎস্ফূর্ত্ত্যা আত্মতত্ত্বস্যৈব ভগবচ্ছক্তিবিশেষেণ তদনুরূপাঙ্গেন্দ্রিয়াদিরূপতা-প্রতিপাদনাদিতি দিক্।"

ভক্তি হইল স্বরূপ-শক্তির বা শুদ্ধসত্ত্বের বিলাস-বিশেষ; স্বরূপ-শক্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব হইল চিচ্ছক্তি, সুতরাং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। স্বরূপ-শক্তির একমাত্র কার্য্য হইতেছে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা; তাই স্বরূপ-শক্তির বা তাহার বিলাস-বিশেষ ভক্তির গতি থাকে কেবল শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানের দিকে।

নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধসত্ত্বময়, অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দঘন; তাঁহাদের চিত্তের ভক্তি বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিও শুদ্ধসত্ত্বময়ী, স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ; সুতরাং তাঁহাদের মনের গতিও থাকে কেবল শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের দিকে।

যাঁহারা সাধনসিদ্ধ পরিকর, তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদিও প্রাকৃত নহে, সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়, সচ্চিদানন্দঘন; তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তির গতিও থাকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের দিকে।

যাঁহারা সাধকভক্ত, সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে তাঁহাদের চিত্তও শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে (২।২৩.৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তখন তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহও অপ্রাকৃত হইয়া যায়। তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হয় বলিয়া সমস্ত চিত্তবৃত্তিও হইয়া যায় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা; তখন তাঁহাদের বাসনাদি চালিত হয় স্বরূপ-শক্তিদ্বারা বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির দ্বারা; সুতরাং তাঁহাদের বাসনাদির গতিও থাকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের দিকে।

রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন। | সিদ্ধদেহতুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধনসিদ্ধ পরিকর-ভক্ত বা উল্লিখিতরূপ সাধকভক্ত—ইঁহাদের সকলেই যখন স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত, তখন তাঁহাদের কাহারও কামনাদি শ্রীকৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখী হইতে পারে না, তাঁহাদের চিত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনা জাগিতে পারে না। তাহার হেতু এই। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব স্বীয় চিরন্তনী সুখবাসনাদ্বারা তাড়িত হইয়া যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত সুখভোগের আশায় বহিরঙ্গা মায়াদেবীর শরণাপন্ন হইল (২।২০।১০৪ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), তখন জীবমায়ার আবরণাত্মিকা শক্তিতে তাহার স্বরূপের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মিল (২।২০।১২-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। তখন দেহের বা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখের জন্যই জীব লালায়িত হইয়া পড়িল। মায়াও তাহাকে দেহের সুখভোগ করাইতে লাগিলেন, তজ্জন্য তাহার বাসনাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে তাহার দেহের দিকে চালিত করিতে লাগিলেন। ইহা না করিলে জীব দেহের সুখ ভোগ করিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—বহিরঙ্গা মায়াই বহির্ম্মুখ জীবের চিত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনা (বা কাম) জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে স্বরূপ-শক্তি যখন চিত্তে প্রবেশ করিয়া মায়াকে এবং মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা এবং ১।৪।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য), তখন জীবের চিত্ত এবং চিত্তবৃত্তি চালিত হয় একমাত্র স্বরূপ-শক্তি দ্বারা, সেই চিত্তে মায়াশক্তির কোনও প্রভাব থাকে না বলিয়া তাহার চিত্তবৃত্তিকে দেহেন্দ্রিয়াদির দিকে চালাইবার কেহ থাকে না; সুতরাং তখন তাহার আর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা (বা কাম) জাগিতে পারে না। স্বরূপ-শক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ ভক্তির প্রভাবে সমস্ত চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণোন্মুখী হইলে, বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণেই আবিষ্ট হইলে, জীবের চিত্তে যে সমস্ত বাসনা জাগে, তাহাদের গতি থাকে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের দিকে; ভর্জ্জিত বা পাচিত ধানের যেমন অঙ্কুর জন্মে না, শ্রীকৃষ্ণাবিষ্ট চিত্তের বাসনাও তদ্রূপ স্বসুখার্থ হইতে পারে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই একথা বলিয়াছেন। "ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ শ্রীভা, ১০।২২।২৬॥"

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—কাম হইল বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি; মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি পরস্পর বিরোধী বলিয়াই বলা হইয়াছে—"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ। ১।৪।১৪০॥"

এই পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রায়-রামানন্দ-সম্বন্ধে তাঁহার অনুমানের যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইলেন।

৪৮। এই পয়ারে রায়-রামানন্দ-সম্বন্ধে প্রভু তাঁহার অনুমানের কথা বলিতেছেন।

প্রভুর অনুমানটী এই:—যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রাসাদি-লীলার কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদেরও হৃদ্‌রোগ-কাম দূরীভূত হয়; সুতরাং রমণী-সংসর্গে তাঁহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা থাকে না; আর যাঁহারা ব্রজ-গোপীদিগের আনুগত্যে ঐ সকল লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া রাগানুগামার্গে অন্তশ্চিন্তিত দেহে নিরন্তর শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের সেবা করেন, তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই নিত্যসিদ্ধ-ভক্তদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় অপ্রাকৃত হইয়া যায়; সুতরাং রমণী-সংসর্গে তাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও জন্মিতে পারে না। রায়-রামানন্দেরও রাগানুগামার্গে ভজন; তিনিও অন্তশ্চিন্তিত দেহে ব্রজগোপীদের আনুগত্যে রাসাদি লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিরন্তর যুগলকিশোরের সেবা করেন; তাঁহার দেহ-মন-আদি ইন্দ্রিয়বর্গও নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের ন্যায় অপ্রাকৃত; তাই দেবদাসী-সংস্পর্শেও তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ কাষ্ঠ-পাষাণের মত নির্ব্বিকার থাকে।

রাগানুগামার্গ—রাগাত্মিকার অনুগত যে ভক্তি, তাহাকে রাগানুগা-ভক্তি বলে। এই রাগানুগা-ভক্তির সাধন-মার্গকেই রাগানুগা-মার্গ বলে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের যে কোনও ভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যিনি লুব্ধ হয়েন, স্বীয় অভীষ্ট ভাবের ব্রজ-পরিকরদিগের আনুগত্যে তাঁহাকে রাগানুগামার্গে ভজন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে হয়। (২।২২।৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রামানন্দ-রায়ের রাগানুগা-ভজন বলিতে মধুর-ভাবের ভজনই বুঝায়। মধুর-ভাবের রাগানুগীয় ভজনে সাধক নিজেকে শ্রীরাধিকার মঞ্জরী (দাসী) বলিয়া মনে করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীশ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকার মতে রামানন্দরায় ব্রজলীলার ললিতা-সখী; ললিতার রাগাত্মিকা-সেবা, রাগানুগা সেবা নহে। ললিতাই যখন রামানন্দরায়-রূপে গৌর-লীলায় প্রকট হইলেন, তখন রামানন্দের ভজন রাগাত্মিকা না হইয়া রাগানুগা হইল কেন? ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে রামানন্দ বিশাখা; সম্ভবতঃ তাঁহাতে ললিতা ও বিশাখা উভয়েই সম্মিলিত (৩।৬।৮-৯ টীকা দ্রষ্টব্য)।

ইহার দুইটী কারণ অনুমিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, রায়-রামানন্দ গৌর-লীলার একজন পরিকর। যে উদ্দেশ্যে লীলা প্রকটিত হয়, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্য করাই পরিকরদিগের লক্ষ্য থাকে। গৌর-অবতারের একটী উদ্দেশ্য—রাগ-মার্গের ভজন-শিক্ষা দেওয়া; শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া জীবকে ঐ ভজন-শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার পরিকরদের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। স্বাতন্ত্র্যময়ী-রাগাত্মিকা-ভক্তিতে জীবের অধিকার নাই; জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস। আনুগত্যই দাস্যের স্বরূপ; সুতরাং আনুগত্যময়ী রাগানুগাতেই জীবের অধিকার। তাই জীবকে ভজন-শিক্ষা দিতে হইলে রাগানুগা-ভক্তির অনুষ্ঠানই শিক্ষা দিতে হইবে। এজন্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও এবং রাগাত্মিকার মুখ্যা অধিকারিণী মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর ভাবে বিভাবিত হইয়াও, জীব-শিক্ষার নিমিত্ত রাগানুগাভক্তিরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন; তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্যার্থ তদীয় পরিকরবর্গকেও রাগানুগার অনুষ্ঠানই করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের এই ভজনানুষ্ঠান কেবল জীব-শিক্ষার নিমিত্ত; বাস্তবিক তাঁহাদের ভজনের কোনও প্রয়োজনই নাই; কারণ, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ; তাই রামানন্দাদি রাগাত্মিকার অধিকারী হইয়াও রাগানুগার ভজন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপগত ভাব-বিপর্য্যয়ের কোনও আশঙ্কা নাই। অধিকন্তু, রাগানুগা-ভক্তি রাগাত্মিকারই আনুকূল্যময়ী; সুতরাং রাগাত্মিকা-ভক্তির অধিকারীদের পক্ষে রাগানুগার অনুষ্ঠানে ভাব-বিপর্য্যয় তো হয়ই না, বরং ভাব-পুষ্টিই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা গৌর-অবতারের বহিরঙ্গ কারণ-সম্বন্ধীয় কথা। অন্তরঙ্গ কারণের সঙ্গেও রাগানুগা-ভজনের সার্থকতা এবং প্রয়োজনীয়তা আছে। রাগানুগা-সেবাজনিত সুখের একটা অপূর্ব্বতা, একটা লোভনীয়-আস্বাদন-বৈচিত্রী আছে। এই অপূর্ব্বতা ও বৈচিত্রীর অপেক্ষাতেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এবং রাগাত্মিকার অধিকারী পরিকরবর্গও রাগানুগা অঙ্গীকার করিয়াছেন। রায়-রামানন্দ যে রাগানুগা অঙ্গীকার করিয়াছেন, আলোচ্য পয়ারই তাহার প্রমাণ; আর শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে রাগানুগা অঙ্গীকার করিয়াছেন, অন্ত্যলীলার ১৮শ পরিচ্ছেদে জল-কেলি সম্বন্ধীয় প্রলাপ-বর্ণন উপলক্ষ্যে তাহা আলোচিত হইবে।

সিদ্ধদেহ—সিদ্ধ হইয়াছে দেহ যাঁহার, তিনি সিদ্ধদেহ। পূর্ব্ব-পয়ারে "নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়" বলাতে এই স্থলেও "সিদ্ধদেহ" শব্দে নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরকেই বুঝাইতেছে।

সিদ্ধদেহতুল্য—রায়-রামানন্দ সিদ্ধদেহতুল্য; রামানন্দ নিত্যসিদ্ধতুল্য। রায়-রামানন্দ স্বরূপতঃ নিত্যসিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে নিত্যসিদ্ধতুল্য বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সাধক-জীবের শিক্ষা এবং ভজনোৎসাহ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সাধন-সিদ্ধরূপে পরিচিত করিতেছেন। **তাতে**—তাহাতে, সিদ্ধদেহতুল্য বলিয়া। **প্রাকৃত নহে মন**—রামানন্দের মন প্রাকৃত নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়। তাঁহার মন প্রাকৃত নহে বলিয়া প্রাকৃত কাম-বিকারের স্থান তাঁহার মনে থাকিতে পারে না। ইহাই প্রভুর উক্তির ধ্বনি।

"সিদ্ধদেহতুল্য" ইত্যাদির অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। পূর্ব্বে ৩।৫।৪৭ পয়ারে প্রভু বলিয়াছেন "অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার"; অর্থাৎ রামানন্দের দেহ অপ্রাকৃত বা সিদ্ধ। আর এই পয়ারে বলিতেছেন, তাঁহার মনও অপ্রাকৃত—সিদ্ধদেহের ন্যায় তাঁহার মনও প্রাকৃত নহে; অর্থাৎ তাঁহার সিদ্ধদেহ যেমন প্রাকৃত নহে, তদ্রূপ তাঁহার মনও প্রাকৃত নহে (মনোঽপি সিদ্ধ-দেহ-তুল্যমপ্রাকৃতমিত্যর্থঃ—চক্রবর্ত্তিপাদ)। এইরূপ অর্থে "তাতে"-শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ

আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুন যাহ তথা ॥ ৪৯
মোর নাম লইহ—তেঁহো পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥ ৫০
শীঘ্র যাহ যাবৎ তেঁহো আছেন সভাতে।
এতশুনি প্রদ্যুম্নমিশ্র চলিল তুরিতে ॥ ৫১
রায়পাশ গেলা, রায় প্রণতি করিল—।
আজ্ঞা দেহ যে লাগিয়া আগমন হৈল ? ॥ ৫২
মিশ্র কহে—মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥ ৫৩
শুনি রামানন্দরায় হৈলা প্রেমাবেশে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের উল্লাসে ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইবে :—রাগানুগামার্গে রায়ের ভজন বলিয়া। অথবা, যিনি রাগানুগামার্গে ভজন করেন, "নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তাঁর কায়।" রামানন্দ রাগানুগামার্গে ভজন তো করেনই, তাতেই তাঁহার দেহ-মন অপ্রাকৃত হইতে পারে; তাহার উপর (তাতে) আবার, (তিনি নিত্যসিদ্ধ পরিকর বলিয়া) তাঁহার সিদ্ধদেহ যেমন প্রাকৃত নহে, তদ্রূপ তাঁহার মনও প্রাকৃত নহে। সুতরাং তাঁহাতে রজোগুণোদ্ভূত চিত্ত-চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। ৩।৫।৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৯। পূর্ব্ববর্ত্তী কয় পয়ারে, রামানন্দ-রায় যে কৃষ্ণকথা-বর্ণনের যোগ্যপাত্র এবং কৃষ্ণকথা শুনিতে হইলে যে তাঁহার নিকটেই শুনা উচিত, ইহাই প্রভু যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা দেখাইলেন। কিন্তু কেবল যুক্তি ও প্রমাণে সকল লোকের মন তৃপ্ত হয় না; কেহ কেহ যুক্তি ও প্রমাণের অনুকূল মহাজনদের আচরণও অনুসন্ধান করেন। তাই প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের মনের সংশয় সম্যক্‌রূপে দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রভু বলিলেন—"প্রদ্যুম্নমিশ্র, আমি নিজেও রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথা শুনি; তোমার যদি কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে পুনরায় তাঁহার নিকটে যাও।"

৫০। "মোর নাম" হইতে "আছেন সভাতে" পর্য্যন্ত সার্দ্ধ পয়ারে প্রভু প্রদ্যুম্নমিশ্রকে আরও বলিলেন :—মিশ্র, রামানন্দের নিকটে যাও; যাইয়া আমার নাম লইয়া বলিও যে, "রায়মহাশয়, আপনার নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত তিনি (প্রভুই) আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" তুমি শীঘ্রই যাও, আর বিলম্ব করিও না, বিলম্ব করিলে হয়ত রামানন্দ সভায় থাকা কালে তুমি যাইয়া পৌঁছিতে পারিবে না।

কৃষ্ণকথা-বর্ণনে রামানন্দ রায়ের স্বভাবতঃই প্রীতি ও আগ্রহ আছে; তথাপি তাঁহার নিকটে প্রভুর নাম উল্লেখ করার আদেশ প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে দেওয়ার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, প্রদ্যুম্ন প্রভুর নিকট হইতে প্রভুরই আদেশে তাঁহার নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিতে আসিয়াছেন শুনিলে, প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রীতির আধিক্য হেতু, কৃষ্ণকথা বর্ণনে তাঁহার প্রীতি ও আগ্রহ সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। আরও একটী উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। বক্তা যদি শ্রোতার প্রতি একটু কৃপাশক্তি সঞ্চার করেন এবং বক্তার কথা যাহাতে শ্রোতার চিত্তে স্ফুরিত হয়, তজ্জন্য যদি বক্তা আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণকথা-শ্রবণে শ্রোতার সম্যক্ ফল-লাভের সম্ভাবনা। "প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুকর্ত্তৃকই প্রেরিত হইয়াছেন, সুতরাং প্রভুর অনুগ্রহপাত্র"—ইহা জানিতে পারিলে, বর্ণিত কৃষ্ণকথা প্রভুর কৃপায় তাঁহার চিত্তে স্ফুরণের নিমিত্ত রামানন্দের আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিতে পারে—ইহাও বোধ হয় প্রভুর নাম উল্লেখ করার একটা উদ্দেশ্য।

তেঁহো পাঠাইল—প্রভু পাঠাইলেন। **তেঁহো আছেন সভাতে**—রামানন্দ সভাতে আছেন।

৫২। "এতশুনি" হইতে "আগমন হইল" পর্য্যন্ত সার্দ্ধ পয়ার।

এতশুনি—প্রভুর কথা শুনিয়া। **তুরিতে**—ত্বরিতে, শীঘ্র। **রায়পাশে গেলা**—প্রদ্যুম্নমিশ্র রামানন্দ-রায়ের নিকটে গেলেন। **রায় প্রণতি করিলা**—ব্রাহ্মণ-প্রদ্যুম্নমিশ্রকে দেখিয়া রামানন্দ প্রণাম করিলেন। **আজ্ঞা দেহ ইত্যাদি**—রামানন্দ প্রদ্যুম্নমিশ্রকে বলিলেন—"আপনি কি নিমিত্ত আসিয়াছেন, আদেশ করুন।

৫৪। **হৈলা প্রেমাবেশে**—কৃষ্ণকথা বর্ণনের-উপলক্ষ্য হইয়াছে শুনিয়া, বিশেষতঃ প্রভুর আদেশে কৃষ্ণ-কথা বলিবার সৌভাগ্য হইতেছে বুঝিয়া রায় প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বহি মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ॥ ৫৫

এত কহি তারে লঞা নিভৃতে বসিলা।
"কি কথা শুনিতে চাহ?" মিশ্রেরে পুছিলা ॥ ৫৬

তেঁহো কহে—যে কহিলে বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে ॥ ৫৭

আনের কি কথা, তুমি প্রভুর উপদেষ্টা।
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা ॥ ৫৮

ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপুনি ॥ ৫৯

তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা ॥ ৬০

আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা-অন্ত ॥ ৬১

বক্তা-শ্রোতা কহি-শুনি দোঁহে প্রেমাবেশে।
আত্ম-স্মৃতি নাহি, কাহাঁ জানিব দিন-শেষে ॥ ৬২

সেবকে কহিল—দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম ॥ ৬৩

বহুত সম্মান করি, মিশ্রে বিদায় দিলা।
'কৃতার্থ হইলাঙ' বলি মিশ্র নাচিতে লাগিলা ॥ ৬৪

ঘরে আসি মিশ্র কৈল স্নানভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ ॥ ৬৫

প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিতমন।
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ? ॥ ৬৬

মিশ্র কহে—প্রভু! মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥ ৬৭

রামানন্দরায়-কথা কহিল না হয়।
মনুষ্য নহেন রায়,—কৃষ্ণভক্তি-রসময় ॥ ৬৮

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৭। **বিদ্যানগরে**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ সময়ে গোদাবরী-তীরস্থিত বিদ্যানগরে প্রভুর নিকটে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা। মধ্যের ৮ম পঃ দ্রষ্টব্য।

৫৮। **পোষ্টা**—পালনকর্ত্তা।

৬০। **কৃষ্ণকথারসামৃতসিন্ধু**—কৃষ্ণ-কথার রসরূপ অমৃতের সিন্ধু (সমুদ্র)। **উথলিলা**—উথলিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকথা-রসে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের চিত্তেই অপার আনন্দ জন্মিতে লাগিল।

৬১। **আপনি প্রশ্ন করি**—নিজেই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া। **করেন সিদ্ধান্ত**—প্রশ্নের সমাধান করেন। **তৃতীয় প্রহর হৈল**—কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে বেলা তৃতীয়-প্রহর হইয়া গেল। **নহে কথা অন্ত**—তথাপি কথা শেষ হয় না।

৬২। বক্তা রামানন্দ কৃষ্ণকথা বর্ণন করিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলেন, আর শ্রোতা প্রদ্যুম্নমিশ্রও কৃষ্ণকথা শুনিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। প্রেমাবেশে তাঁহাদের উভয়েরই আত্মস্মৃতি-পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল; সুতরাং বেলা যে তৃতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই।

বক্তা-শ্রোতা কহি-শুনি—বক্তা কহিয়া এবং শ্রোতা শুনিয়া। **কাঁহা**—কিরূপে? **দিনশেষে**—দিন (বেলা) যে শেষ হইয়াছে, ইহা।

৬৩। **সেবকে কহিল**—বেলা অবসান দেখিয়া শ্রীরামানন্দ-রায়ের সেবক আসিয়া সংবাদ দিলেন। **করিল বিশ্রাম**—স্থগিত করিলেন।

৬৭। **কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে**—কৃষ্ণকথারূপ অমৃতের সমুদ্রে।

৬৮। **কহিল না হয়**—বলিয়া শেষ করা যায় না। **কৃষ্ণভক্তিরসময়**—কৃষ্ণভক্তি-রসের বিকার; কৃষ্ণভক্তি-রসের প্রতিমূর্ত্তি। বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়।

আর এক কথা রায় কহিল আমারে—।
'কৃষ্ণকথা বক্তা করি না জানিহ মোরে॥ ৬৯
মোর মুখে কথা কহে শ্রীগৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি, যেন বীণাযন্ত্র॥ ৭০
মোর মুখে কহায় কথা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে যে লীলা তাঁহার॥' ৭১
যে সব শুনিল কৃষ্ণরসের সাগর।
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর॥ ৭২
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাঙ আমি॥৭৩
প্রভু কহে—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥ ৭৪
মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥ ৭৫
রামানন্দ-রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ॥ ৭৬
গৃহস্থ হঞা রায় নহে ষড়্বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৯-৭১। "কৃষ্ণকথাবক্তা" হইতে "যে লীলা তাঁহার" পর্য্যন্ত-সার্দ্ধ দুই পয়ার প্রদ্যুম্নমিশ্রের নিকটে রামানন্দ রায়ের উক্তি। রায় বলিলেন—"মিশ্র, আমি এই যে আপনার নিকট কৃষ্ণকথা বলিলাম, এসমস্ত বাস্তবিক আমি বলি নাই। বীণাবাদক যেমন বীণাযন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ **স্বর-লহরী** প্রকট করে, তাতে বীণার কৃতিত্ব কিছুই নাই, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুই আমার মুখের সাহায্যে এই সকল কথা প্রকট করিলেন, ইহাতে আমার কোন কৃতিত্বই নাই। আমি যন্ত্র, প্রভু যন্ত্রী; আমি ইন্দ্রিয়, প্রভু ইন্দ্রিয়ের অধিকারী (হৃষীকেশ)। তিনি যেমন বলান, আমি তেমনই বলি। আমার মুখে তিনি কৃষ্ণকথা বর্ণনা করেন, আমার মুখে তিনিই কৃষ্ণকথা প্রচার করেন। ইহা তাঁহার এক লীলা। তাঁহার লীলার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য তিনিই জানেন। পৃথিবীতে এমন আর কেহই নাই, যিনি তাহা জানিতে পারেন।"

৭২-৩। "যে সব শুনিল" হইতে "বিকাইলাঙ আমি" পর্য্যন্ত দুই পয়ার প্রদ্যুম্নমিশ্রের উক্তি। প্রভুর কৃপায় তিনি কৃষ্ণকথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রভুর চরণে আত্মনিবেদন করিতেছেন।

৭৪-৫। "প্রভু কহে" হইতে "নাহি আপনে কহয়" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে, রামানন্দের "মোর মুখে কথা কহে শ্রীগৌরচন্দ্র" ইত্যাদি উক্তির উত্তর প্রভু দিতেছেন; প্রভু ভক্তভাবে নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন;—রামানন্দ বিনয়ের খনি; অসাধারণ বিনয়-বশতঃই তিনি বলিতেছেন, তাঁহার মুখে আমিই কৃষ্ণকথা বলি। বাস্তবিক কৃষ্ণকথা বলেন রামানন্দই, বিনয় ও দৈন্যবশতঃই তিনি তাঁহার কাজ আমার মাথায় চাপাইতেছেন। ইহা তাঁহার দোষ নহে; রামানন্দ মহানুভব পরম-ভাগবত; মহানুভব পরম-ভাগবত যাঁহারা, তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতিই এইরূপ যে, তাঁহারা নিজের গুণের কথা নিজে প্রকাশ করেন না। ইহা তাঁহাদের কপটতাও নহে; তাঁহাদের যে কোনও গুণ আছে, এই অনুভূতিই তাঁহাদের থাকেনা; তাঁহারা সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাদিগকে হীন বলিয়া মনে করেন; তাঁহাদের মধ্যে গুণের যাহা প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহাদের নিজের বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না, মনে করেন তাঁহাদের ইষ্টদেবই তাঁহাদের মধ্যে তাহা প্রকট করিয়াছেন।

পরমুণ্ডে—অন্যের মাথায়। **মহানুভব**—মহান্ অনুভব যাঁহাদের; শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অনুভব বা উপলব্ধি জন্মিয়াছে যাঁহাদের। **সহজ স্বভাব**—স্বাভাবিক রীতি; কল্পিত বা কপটতামূলক রীতি নহে, পরন্তু আন্তরিক সহজ-সিদ্ধ-ভাব।

৭৬। **গুণলেশ**—গুণের অল্প কিঞ্চিৎ।

৭৭। **ষড়্বর্গ**—কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ছয় রিপু। **গৃহস্থ হঞা** ইত্যাদি—যদিও রামানন্দ-রায় গৃহস্থ, তথাপি তিনি সাধারণ গৃহী লোকের মত কাম-ক্রোধাদি ষড় রিপুর বশীভূত নহেন। এইরূপ পরম-

এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইল তাহাঁ শ্রবণ করিতে॥ ৭৮

ভক্তগুণ প্রকাশিতে গৌর ভাল জানে।
নানাভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাগবত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও পরম-সন্ন্যাসী; কারণ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি ত্যাগই হইল সন্ন্যাসের মুখ্য তাৎপর্য্য; রামানন্দ-রায় সম্যক্‌রূপে আসক্তি-শূন্য বলিয়া তিনি বস্তুতঃ পরম সন্ন্যাসী; কেবল সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করেন নাই বলিয়া এবং গৃহস্থাশ্রমে আছেন বলিয়া তাঁহাকে গৃহস্থ বলা হইতেছে; বাস্তবিক তিনি গৃহাসক্ত গৃহস্থ নহেন।

বিষয়ী হইয়া ইত্যাদি—রামানন্দরায় যদিও সন্ন্যাসী নহেন, যদিও তিনি বিষয়ের সংশ্রবে আছেন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসীকেও উপদেশ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি পরম সন্ন্যাসী বলিয়া সন্ন্যাসীদিগকে উপদেশ দেওয়ার স্বরূপতঃ অধিকার তাঁহার আছে।

"বিষয়ী" বলিতে সাধারণতঃ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়; এই পয়ারে এই অর্থে রামানন্দকে বিষয়ী বলা হয় নাই; কারণ, রামানন্দ বিষয়াসক্ত ছিলেন না। বিষয়ের সংশ্রবে আছেন বলিয়াই তাঁহাকে বিষয়ী বলা হইয়াছে। বিষয় আছে যাঁহার, তিনি বিষয়ী; বিষয় অর্থ ধনসম্পত্তি; রামানন্দ বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি অনাসক্ত ভাবে এই বিষয়-কার্য্যের পরিচালনা করিতেন। যাঁহার বিষয়-সম্পত্তি আছে, তিনিও যে অনাসক্ত ভাবে বিষয় পরিচালনা করিয়া ভগবদ্‌ভজন করিতে পারেন, রামানন্দ-রায়ই তাহার দৃষ্টান্ত। জীবের সাক্ষাতে এই আদর্শ স্থাপনের নিমিত্ত—বিষয়ী জীবকেও ভজনে উন্মুখ করার উদ্দেশ্যেই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পরিকর রায় রামানন্দকে প্রভু বিষয়ীরূপে প্রকট করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীরে উপদেশে—সন্ন্যাসি-শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটেও রামানন্দ কৃষ্ণকথা বর্ণন করিয়াছেন।

৭৮। এই সব গুণ—রামানন্দ যে ষড়্‌বর্গের বশীভূত নহেন, গৃহস্থ হইয়াও তিনি যে সন্ন্যাসীকে পর্য্যন্ত উপদেশ দান করার যোগ্য—এই সকল গুণ। রামানন্দ যে ষড়্‌বর্গের বশীভূত নহেন, দেবদাসীদের সংশ্রবেই তাহা দেখান হইয়াছে।

প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর নিকটেই কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন; প্রভু নিজে তাঁহাকে কৃষ্ণকথা না শুনাইয়া কেন রামানন্দের নিকটে পাঠাইলেন, তাহা এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৭৯। নিজ লাভ মানে—প্রভু নানা কৌশলে ভক্তের গুণ প্রকাশ করিয়া নিজেকে লাভবান্ মনে করেন। কিন্তু ভক্তের গুণ-প্রকাশে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কি লাভের সম্ভাবনা আছে? নানাবিধ স্তুতিবাদে ভক্ত ভগবানের গুণ-মহিমাদি প্রকাশ করেন বলিয়া "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতোক্ত এই প্রতিশ্রুতি-অনুসারে ভগবান্‌ও ভক্তের গুণ-প্রকাশ করিয়া ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতঃ ভক্তের নিকটে কি অঋণী হইতে চাহেন? এই ঋণ-শোধই কি তাঁহার লাভ? ইহা মনে হয় না। রামানন্দ মহা-প্রেমিক ভক্ত; প্রেমিক ভক্তের প্রেমঋণ শোধ করা প্রেমময় ভগবানের বাঞ্ছনীয় নহে। ভক্তের প্রেমই তাঁহার জীবাতু বলা যায়। প্রেম-ঋণে ঋণী থাকিয়াই তিনি পরম আনন্দ পায়েন। "অহং ভক্ত-পরাধীনঃ"—ইহাই তাঁহার সোল্লাস উক্তি। তবে ভক্তের গুণ-প্রকাশে তাঁহার লাভ কোথায়? আনন্দ-বৈচিত্রী এবং উল্লাসই বোধ হয় এই লাভ। ভগবানের প্রতি ভক্তের যেরূপ প্রীতি, ভক্তের প্রতিও ভগবানের তদনুরূপ প্রীতি। সমুদ্রের জলের ন্যায় এই প্রীতি ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ের হৃদয়েই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু পবন-হিল্লোলে সমুদ্রের জল তরঙ্গায়িত হইয়া যেমন তটভূমি পর্য্যন্ত প্লাবিত করে এবং দর্শকের দর্শনানন্দের বৈচিত্রী বিধান করে, তদ্রূপ ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর পরস্পরের গুণমহিমা বর্ণনাদি দ্বারাও স্বস্ব চিত্তস্থিত প্রীতিকে তরঙ্গায়িত ও বৈচিত্রীপূর্ণ করিয়া তোলেন, তাহাতেই চিত্তের উল্লাস ও প্রীতি-আস্বদনের বৈচিত্রী সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই ভাবেই ভক্তের গুণ-প্রচারে ভগবানের লাভ।

আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য-স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥ ৮০

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচশূদ্রদ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮০। প্রদ্যুম্নমিশ্রকে রায়-রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথা-শ্রবণের নিমিত্ত পাঠাইবার আর একটী উদ্দেশ্য বলিতেছেন। সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গর্ব্ব চূর্ণ করাই প্রভুর একটা উদ্দেশ্য; প্রদ্যুম্নমিশ্র ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর লোকের নিকটে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, সন্ন্যাসিগণও সাধারণতঃ গৃহস্থের নিকটে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। ইহা তাঁহাদের কুলের, পাণ্ডিত্যের এবং আশ্রমের গর্ব্বের ফল। প্রভু ভক্তিপ্রচার করিতে আসিয়াছেন; যেখানে গর্ব্ব, সেখানে ভক্তির স্থান নাই; তাই প্রভু সর্ব্বপ্রথমেই ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদিগের গর্ব্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণেতর জাতীয় এবং গৃহস্থ রায়-রামানন্দদ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বাদি প্রচার করাইলেন এবং যবন হরিদাসঠাকুরদ্বারা সাধনশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করাইলেন। ইঁহারা কেহই এই সকল বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখেন নাই; যাঁহারা তাঁহাদের নিকটে তত্ত্বকথা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটেই তাঁহারা মুখে মুখে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থাদি প্রণয়ন অপেক্ষা মৌখিক-কীর্ত্তনেই অহঙ্কারীর গর্ব্বনাশের সম্ভাবনা বেশী। সমাজের নিকৃষ্ট-বর্ণোদ্ভব কেহ যদি শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত কোনও গ্রন্থ লিখেন, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণও তাহা ঘরে বসিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতে পারেন, তাহাতে তিনি অপমান বোধ করেন না; কারণ, ঐরূপ আলোচনা বা গ্রন্থ-পাঠের কথা অপর কেহই জানিতে পারে না; অহঙ্কারী লোকের আচরণের কথা অপর কেহ না জানিলে তাঁহার গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বলিয়াই তিনি মনে করেন। কিন্তু নিকৃষ্ট-বর্ণোদ্ভব কাহারও সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখে কোনও তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিতে অনেকেই ইচ্ছুক নহেন; তাহাতে অহঙ্কারী লোক অপমান বোধ করেন; কারণ, যাহার নিকটে তত্ত্বকথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই স্বীকার করা হয়; অহঙ্কারী লোক এই ভাবে কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই জাতীয় অহঙ্কারী সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের গর্ব্ব চূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থ শূদ্র রামানন্দ-রায় এবং যবন-হরিদাসঠাকুরের মুখে তত্ত্বকথা প্রচার করাইয়া সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণাদিকে পর্য্যন্ত শ্রোতা করাইয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহার গূঢ় ঐশ্বর্য্যও প্রকটিত হইয়াছে। নীচ-শূদ্রাদিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত্র-ধর্ম্মাদি প্রচারের যোগ্য করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী-আদি গর্ব্বপূর্ণ লোকদিগের চিত্তে, নীচ শূদ্রাদির নিকটে শাস্ত্রধর্ম্মাদি-কথা শুনিবার প্রেরণা দিয়াছেন; এই ব্যাপারেই প্রভুর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে; ইহা কিন্তু শ্রোতারা জানিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকটে ইহা গোপনীয়ই রহিয়াছে।

ঐশ্বর্য্য-স্বভাব—শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপগত ঐশ্বর্য্য। **গূঢ়**—গোপনীয়; অপরের অজ্ঞাত বা অপরের নিকটে অপ্রকাশিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিকাংশ লীলাই নর-লীলা; ঐশ্বর্য্য প্রাধান্য লাভ করিলে নর-লীলার বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়; তাই নরলীলায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য গোপনেই থাকে; ঐশ্বর্য্যশক্তি গোপনে থাকিয়াই তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সমাধা করিয়া যায়; তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপগত ঐশ্বর্য্যকে গূঢ় বলা হইয়াছে।

অথবা, ঐশ্বর্য্য-স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন—এস্থলে গূঢ় অর্থ গূঢ় ভাবে, গোপনীয় ভাবে; অন্যে যাহাতে বুঝিতে না পারে, এই ভাবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলেরই ঈশ্বর; নীচ-শূদ্রাদিরও ঈশ্বর, পণ্ডিত-সন্ন্যাসিগণেরও ঈশ্বর; সকলের মঙ্গল বিধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; সকলকে ভক্তি-সম্পত্তি দিয়া ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী করাই তাঁহার অবতারের একটী উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত পণ্ডিত-সন্ন্যাসীদের গর্ব্ব দূর করা প্রয়োজন; তাই ঈশ্বর-স্বভাবে তিনি পণ্ডিত-সন্ন্যাসীদের চিত্তে এমন প্রেরণা দিলেন, যাহাতে তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে নীচ-শূদ্রাদির নিকটে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। ইহা তিনি করিলেন—পণ্ডিত সন্ন্যাসীদের অজ্ঞাতে—গূঢ়ভাবে।

৮১। **করিতে গর্ব্বনাশ**—সন্ন্যাসিগণের ও পণ্ডিতগণের গর্ব্ব দূর করিবার নিমিত্ত। সন্ন্যাসিগণের গর্ব্ব

ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায় করি বক্তা।
আপনে প্রদ্যুম্নমিশ্রসহ হয় শ্রোতা ॥ ৮২

সনাতনদ্বারায় ভক্তিসিদ্ধান্তবিলাস।
হরিদাসদ্বারায় নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই যে, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ আশ্রমে অবস্থিত, গৃহস্থগণ তাঁহাদের নিম্নের আশ্রমে অবস্থিত; সুতরাং গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে আর কি শিক্ষা দিবে? পণ্ডিত-ব্রাহ্মণগণের গর্ব্ব এই যে, তাঁহারা একে তো বর্ণশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার পণ্ডিত; সুতরাং শূদ্রাদি তাঁহাদিগকে আবার কি শিক্ষা দিবে? তাঁহাদের নিকটেই বরং শূদ্রাদি সমস্ত বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিবে। **নীচ-শূদ্রদ্বারা** ইত্যাদি—নীচ ব্যক্তিদ্বারা এবং শূদ্রব্যক্তিদ্বারা ধর্ম্মকথা প্রচার করাইলেন। কুল-গরিমায় গর্ব্বী ব্রাহ্মণাদি যবনদিগকে নীচ বলিয়া মনে করিতেন। যবনকুলে শ্রীল হরিদাসঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়-রামানন্দও শূদ্র ছিলেন। এই দুইজনের দ্বারাই প্রভু তত্ত্ব-কথাদি প্রচার করাইয়াছেন। পরবর্ত্তী তিন পংক্তিতে এই বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। (পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৮২। এই পয়ারে শূদ্র-রামানন্দরায়ের কথা বলিতেছেন। **ভক্তিতত্ত্ব-প্রেম**—ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব। **রায়ে করি বক্তা**—রামানন্দরায়কে বক্তা করিয়া। **আপনে**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজে।

শূদ্র-রামানন্দরায়কে বক্তা করিয়া প্রভু তাঁহার মুখেই ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বাদি প্রকাশ করাইলেন; প্রভু নিজে ঐ সকল তত্ত্ব-কথার শ্রোতা হইলেন এবং ব্রাহ্মণ-প্রদ্যুম্নমিশ্রকেও শ্রোতা করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে প্রভু শূদ্রগৃহস্থ রামানন্দরায়ের মুখে তত্ত্ব-কথার শ্রোতা হইয়াছিলেন; তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন, একজন অসাধারণ-তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী শূদ্র-রামানন্দের মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-কৌলীন্যের গর্ব্ব দূর হইল। তারপর, নীলাচলাদি-স্থানেও সন্ন্যাসি-শিরোমণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু গৃহস্থ-রামানন্দের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। প্রভু নিজেই যে কেবল রামানন্দের মুখে তত্ত্বকথা শুনিলেন তাহা নহে, ব্রাহ্মণ-প্রদ্যুম্নমিশ্রকেও শুনাইয়া সকলকে জানাইলেন যে, রামানন্দ গৃহস্থ এবং শূদ্র হইলেও যে কোনও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুকে তত্ত্বকথা উপদেশ করিবার যোগ্য-পাত্র।

৮৩। "হরিদাস দ্বারা" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে শ্রীল হরিদাসঠাকুরের কথা বলিতেছেন। হরিদাসের মুখে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়া ব্রাহ্মণাদি সকলকেই প্রভু শুনাইলেন। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের সভায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সাক্ষাতে হরিদাসঠাকুর নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করেন; প্রভুর গূঢ় প্রেরণায় তত্রত্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও হরিদাসঠাকুরের সিদ্ধান্তকেই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন এবং নিজেদের পাণ্ডিত্য-কৌলীন্যের মর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন; গোপাল-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ হরিদাসের সিদ্ধান্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন এবং হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস এই দোষে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুতও করিয়াছিলেন। শান্তিপুরেও নানা কৌশলে হরিদাসের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা প্রভু দেখাইলেন যে, ধর্ম্মজগতে বা সাধন-রাজ্যে জাতি-বর্ণের কোনও অপেক্ষা নাই। যিনি তত্ত্ববেত্তা, যে বর্ণেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন, তাঁহার নিকটেই তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করা যায়; ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীও তত্ত্ববেত্তা শূদ্র, এমন কি, যবনের নিকটেও তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন। প্রভু স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"কিবা শূদ্র, কিবা বিপ্র, ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ ২।৮।১০০॥" "নীচশূদ্রদ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ"—এই প্রসঙ্গ এই স্থানেই শেষ হইল। সাধকের মুখ্য জ্ঞাতব্য-বিষয় হইল—সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব; সাধ্যবস্তু কি, তাহার স্বরূপ কি, তাহার সাধনই বা কি? প্রভু রামানন্দের মুখে সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রচার করাইলেন; আর সাধনাঙ্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা শ্রীল-হরিদাসঠাকুরের মুখে প্রচার করিলেন। এই দুইজনের মুখেই সাধকের মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রভু প্রচার করাইলেন।

শ্রীরূপদ্বারায় ব্রজের প্রেমরস-লীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ? ॥ ৮৪
চৈতন্যের লীলা এই অমৃতের সিন্ধু॥
ত্রিজগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥ ৮৫

চৈতন্যচরিতামৃত কর নিত্য পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ৮৬
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৪। **সনাতন দ্বারায়** ইত্যাদি—সনাতনগোস্বামিদ্বারা গ্রন্থ লিখাইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তাদি প্রচার করাইলেন এবং শ্রীরূপদ্বারায় গ্রন্থ লিখাইয়া ব্রজের প্রেমরস-লীলা প্রচার করাইলেন।

সাক্ষাদ্‌ভাবে "নীচশূদ্রদ্বারা" ইত্যাদি প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলিতেছেন না। কারণ, শ্রীরূপসনাতন নীচও ছিলেন না, শূদ্রও ছিলেন না। উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহাদের জন্ম; ব্যবহারিক জগতেও তাঁহরা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী—রাজমন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং "নীচশূদ্র" প্রসঙ্গে তাঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে মনে করা সঙ্গত হইবে না। আজকাল কেহ কেহ মনে করেন, উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে শ্রীরূপসনাতনের জন্ম হইয়া থাকিলেও যবনের অধীনে চাকুরী করায় এবং যবন-সংসর্গে থাকায় ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহারা পতিতরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই উক্তিও ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীসনাতন যখন রাজকার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন, তখনও তিনি নিজগৃহে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লইয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনা করিতেন, শ্রীগ্রন্থেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যদি ব্রাহ্মণ-সমাজে পতিত হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে তাৎকালীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনার নিমিত্ত যে তাঁহার গৃহে যাইবেন, ইহা মনে করা যায় না (২।১।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, প্রশ্ন হইতে পারে, যদি "নীচ শূদ্র" প্রসঙ্গেই শ্রীরূপ সনাতনের উল্লেখ না হইয়া থাকে, তবে উক্ত প্রসঙ্গে রায়-রামানন্দ ও শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের অব্যবহিত পরেই ভক্তিশাস্ত্র-প্রচার-প্রসঙ্গে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল কেন ? উত্তর :—পণ্ডিত সন্ন্যাসীদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত শ্রীল রামানন্দ এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে প্রভু যাহা প্রচার করাইলেন, তাহা মৌখিক কথা মাত্র—যাঁহারা তাহা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা জানিয়াছেন, কিম্বা তাঁহাদের মুখে আবার যে কয়জন শুনিতেন, সেই কয়জনই জানিতে পারিতেন। দু'একজনের মুখের কথা সার্ব্বজনীনভাবে প্রচারিত হইতে পারে না, স্থায়ীভাবে রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাও কম। কোনও বিষয় সার্ব্বজনীন ভাবে প্রচার করিতে হইলে এবং স্থায়ীভাবে রক্ষা করিতে হইলে উক্ত বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়নের প্রয়োজন। তাই মহাপ্রভু শ্রীরূপসনাতনাদিদ্বারা গ্রন্থ প্রণয়ন করাইলেন। কিন্তু রামানন্দ বা হরিদাসঠাকুরের দ্বারা গ্রন্থ-প্রণয়ন না করাইয়া শ্রীরূপসনাতনের দ্বারা করাইলেন কেন ? রায়-রামানন্দের প্রণীত ভক্তিগ্রন্থাদিও আছে, এখনও বৈষ্ণব-সমাজে তাহা বিশেষ আদরণীয়। তথাপি শ্রীরূপসনাতনের দ্বারা গ্রন্থ-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ছিল। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে তাঁহারই প্রভাবে পণ্ডিত-সন্ন্যাসী আদিও শূদ্র গৃহস্থ রামানন্দের নিকটে ও যবন হরিদাসের নিকটে তত্ত্বকথা শুনিতে গিয়াছেন। প্রভুর অপ্রকটের পরেও তো অহঙ্কারী লোক থাকিতে পারে। প্রকট লীলার বিশেষত্ব রক্ষার নিমিত্তই বোধ হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও ভগবান্ অপ্রকট সময়ে জীব-সাধারণের প্রতি প্রকট-লীলার ন্যায় কৃপার ও প্রেরণার অভিব্যক্তি দেখান না। যে প্রেরণার প্রভাবে তাঁহার প্রকট সময়ে "নীচ শূদ্রের" নিকটে ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী-আদি তত্ত্বকথা শুনিতে গিয়াছেন, অপ্রকট সময়ে তদ্রূপ প্রেরণার অভাবে গর্ব্বী ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী-আদির কেহ কেহ হয়তো "নীচ-শূদ্র"-লিখিত গ্রন্থাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া অপরাধী হইবে এবং প্রভুর লীলার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ করিয়া দিবে। তাই পরম করুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রণয়ন করাইলেন। ধনে, মানে, বিদ্যায়, কুলে—সকল বিষয়েই তাঁহারা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন; তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের প্রতি কাহারও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা ছিল না; তাই প্রভু তাঁহাদের দ্বারাই গ্রন্থ প্রণয়ন করাইলেন।

বঙ্গদেশের এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লৈয়া আইল প্রভুকে শুনাইতে ॥ ৮৮
ভগবান্-আচার্য্য-সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥ ৮৯
প্রথমে নাটক তেঁহো তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥ ৯০
সভেই প্রশংসে—নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সভার হৈল মন ॥ ৯১
গীত শ্লোক গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥ ৯২
স্বরূপঠাঞি উত্তরে' যদি, লঞা তার মন।
তবে মহাপ্রভু-স্থানে করায় শ্রবণ ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রায়-রামানন্দ ও হরিদাস-ঠাকুরের প্রসঙ্গে একথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, "নীচ শূদ্র" দ্বারা সাধকের জ্ঞাতব্য বিষয়ে মৌখিক প্রচার করাইয়াই প্রভু নিরস্ত হয়েন নাই; পরবর্ত্তীকালের জীবসমূহের কল্যাণার্থ শ্রীরূপসনাতনাদি দ্বারা শাস্ত্রাদি প্রণয়নও করাইয়াছেন।

৮৮। কৃষ্ণকথা-শ্রবণের নিমিত্ত শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রকে শূদ্র-গৃহস্থ রায়-রামানন্দের নিকটে পাঠাইয়া প্রদ্যুম্নমিশ্র-প্রমুখ ব্রাহ্মণদের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণন করা হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ-কবির পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব খর্ব্ব করার প্রসঙ্গ বলিতেছেন।

বঙ্গদেশের এক বিপ্র ইত্যাদি—বঙ্গদেশ-বাসী একজন পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একখানা নাটক-পুস্তক লিখিয়া তাহা প্রভুকে শুনাইবার নিমিত্ত নীলাচলে গিয়াছিলেন। **প্রভুর চরিতে**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে। **নাটক করি**—নাটকাকারে গ্রন্থ লিখিয়া।

৮৯। **তাঁর পরিচয়**—ঐ বঙ্গদেশীয় কবির পরিচয় ছিল। **তাঁরে মিলি**—ভগবান্ আচার্য্যের সঙ্গে দেখা করিয়া। **করিল আলয়**—বাসা করিলেন।

৯০। **প্রথমে নাটক তেঁহো** ইত্যাদি—বঙ্গদেশীয় কবি সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্ আচার্য্যকেই তাঁহার স্ব-চরিত নাটক পড়িয়া শুনাইলেন। ঐ সময়ে ভগবান্-আচার্য্যের সঙ্গে অন্যান্য অনেক বৈষ্ণবও তাহা শুনিয়াছিলেন।

৯১। বঙ্গদেশীয় কবির নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাই বর্ণিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কবিকে খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং নাটকখানা প্রভুকে শুনাইবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর লীলাকথা শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় নাটকের দোষ-গুণ বিচার করিতে পারেন নাই।

সভার হইল মন—যাঁহারা নাটক শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হইল।

৯২। "গীত শ্লোক" হইতে "করায় শ্রবণ" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে নূতন গ্রন্থাদি সম্বন্ধে প্রভু যে একটা নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহার কথা বলিতেছেন। নিয়মটী এইঃ—যে কেহ কোনও নূতন গীত, শ্লোক বা গ্রন্থাদি রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইবার নিমিত্ত আসিবেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহা স্বরূপদামোদরকে শুনাইতে হইবে; স্বরূপদামোদর তাহা শুনিয়া যদি অনুমোদন করেন এবং প্রভুকে শুনাইবার নিমিত্ত যদি অনুমতি দেন, তাহার পরেই প্রভু শুনিবেন; স্বরূপের অনুমোদিত না হইলে প্রভু তাহা শুনিবেন না। (ইহার কারণ পরবর্ত্তী পয়ারে কথিত হইয়াছে)।

সেই—যিনি গীত, শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইবার নিমিত্ত আসেন। **স্বরূপের স্থানে**—স্বরূপ-দামোদরের নিকটে।

৯৩। **উত্তরে যদি**—যদি উত্তীর্ণ হয়; স্বরূপের বিচারে যদি বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমোদিত হয়। **লঞা তার মন**—স্বরূপের অনুমতি লইয়া।

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ ॥ ৯৪
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥ ৯৫
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন—।
এক বিপ্র প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥ ৯৬
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পিছে মহাপ্রভুকে তবে করাইব শ্রবণে ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৪। গীত-শ্লোকাদি সর্ব্বপ্রথমে স্বরূপ-দামোদর কেন পরীক্ষা করেন, তাহা বলিতেছেন। শ্লোকাদিতে যদি রসাভাস কিম্বা সিদ্ধান্ত-বিরোধ থাকে, তাহা হইলে তাহা শুনিয়া প্রভুর মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না; তাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন; এজন্য শ্লোকাদিতে কোনও দোষ আছে কিনা, স্বরূপই তাহা প্রথমে পরীক্ষা করিতেন। স্বরূপদামোদর পরম-পণ্ডিত এবং পরম-রসজ্ঞ ছিলেন; তাই শ্লোকাদির পরীক্ষায় তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল।

রসাভাস—যে উক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে রস-পুষ্টিকারিকা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে রস-লক্ষণ-সমূহ যথাযথ ভাবে বিদ্যমান নাই, বিভাবাদির লক্ষণ বর্ণনীয় রসের অনুকূল নহে, সেই উক্তিকে রসাভাস বলে। যথা, "যশোদা বলিলেন, হে ভগিনি! যেদিন আমি দেখিলাম, আমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর মল্লদিগকে অনায়াসে নিপাতিত করিতেছে, সেই দিন হইতে প্রবল যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও আমি কৃষ্ণসম্বন্ধে আর কখনও উদ্বিগ্ন হই না।" এই উক্তিতে রসাভাস আছে। কৃষ্ণের প্রতি যশোদামাতার শুদ্ধবাৎসল্যভাব; বাৎসল্যের বশে তিনি সর্ব্বদাই মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত দুর্ব্বল, নিজের ভাল-মন্দ কিছুতেই নিজে বুঝিতে পারে না। এই অবস্থায়, কৃষ্ণের কোনও বিপদের আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিতা থাকেন। বাস্তবিক এইরূপ ভাবই বাৎসল্যের সার—মাতার চক্ষুতে সন্তান সকল সময়েই শিশুবৎ; সন্তানের শক্তি খুব বেশী থাকিলেও মাতা তাহাকে শক্তিহীন মনে করেন; সন্তান আত্ম-রক্ষায় যথেষ্ট সমর্থ হইলেও তাঁহার বিপদের আশঙ্কায় মাতা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকেন; সন্তানের লালন-কার্য্যে মাতার কোনও সময়েই শিথিলতা দেখা যায় না। কিন্তু উক্ত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-সম্বন্ধে যশোদামাতাকে অত্যন্ত বিশ্বাসবতী বলিয়া বুঝা যাইতেছে; ঘোরতর যুদ্ধসময়ে কৃষ্ণের বিপদের আশঙ্কায় যশোদামাতা কিঞ্চিন্মাত্রও উৎকণ্ঠিতা না হইয়া কৃষ্ণের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই যেন বসিয়া আছেন। ইহা অস্বাভাবিক। উক্ত বাক্যে যশোদামাতার কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাব বাৎসল্য-রসের অনুকূল নহে বলিয়া উহা রসাভাস-দোষ-দুষ্ট।

সিদ্ধান্ত-বিরোধ—শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ বা অসঙ্গতি। শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত যাহার মিল নাই। যথা "শ্রীরাধা জরতী-নন্দন অভিমন্যুর সঙ্গে নিভৃত-কক্ষে উপবেশন করিয়া হাস্য-পরিহাস করিতেছেন।" নিত্য-কৃষ্ণকান্তা শ্রীমতী রাধিকা নিভৃত-কক্ষে অপর একজন পুরুষের—স্বীয় পতিম্মন্যের—সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতেছেন, ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসম্মত নহে বলিয়া উক্ত বাক্যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ রহিয়াছে।

৯৫। **অতএব**—রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরোধাদি প্রভুর সহ্য হয়না বলিয়া। **মর্য্যাদা**—ন্যায্যপথ-স্থিতি। **এই ত মর্য্যাদা** ইত্যাদি—মহাপ্রভু এইরূপ মর্য্যাদা—নিয়ম করিয়াছেন; গীত-শ্লোক গ্রন্থকারদের ন্যায্যপথে স্থিতির নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। এইরূপ নিয়ম করিলে গীত-শ্লোক-গ্রন্থকারগণ সর্ব্বদা শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে গীত-শ্লোকাদি রচনা করিবেন এবং যে কোনও শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকই কবিত্বের খ্যাতিলাভে প্রয়াসী হইয়া প্রকৃত কবিদিগের মর্য্যাদা হানি করিতে পারিবেনা, ইহাই বোধ হয় উক্ত নিয়মের অভিপ্রায়।

"নিয়মে" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "আপনে" পাঠান্তর আছে।

৯৬। **স্বরূপের ঠাঞি** ইত্যাদি—উক্ত নিয়মানুসারে ভগবান্-আচার্য্য স্বরূপ-দামোদরের নিকটে বঙ্গদেশীয় কবির নাটকের কথা উত্থাপন করিলেন।

স্বরূপ কহে—তুমি গোয়াল পরম উদার।
যে-সে-শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥৯৮
'যদ্বা তদ্বা' কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥ ৯৯
রস-রসাভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধুর নাহি পায় পার ॥ ১০০
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার-জ্ঞান নাহিক যাহার ॥ ১০১
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার ॥ ১০২
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৮। ভগবান্ আচার্য্যের কথা শুনিয়া স্বরূপদামোদর বলিলেন—"আচার্য্য! এইবার তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াছ বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তুমি নিশ্চয়ই গোয়ালা ছিলে; তাই ব্রাহ্মণ হইয়াও তোমার পূর্ব্ব-স্বভাব ছাড়িতে পার নাই। এবারও গোয়ালার মতই তুমি পরম উদার, সরল; তাই যাহা দেখ, তাহাই তোমার নিকটে সুন্দর লাগে; যাহা শুন, তাহাই তোমার পছন্দ হয়। তাই যে-সে-শাস্ত্র শুনিতেও তোমার ইচ্ছা জন্মে।"

তুমি গোয়াল—ভগবান্-আচার্য্য ব্রজলীলায় গোপ-জাতীয় ছিলেন।

৯৯। **যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে**—যে সে কবির বাক্যে; যাহারা বাস্তবিক কবি নহে, অথচ কাব্য লিখিতে চেষ্টা করে, তাহাদের উক্তিতে।

১০০। **রস-রসাভাস**—রস এবং রসাভাস।

রস-বিচারে এবং রসাভাস-বিচারে যাহাদের যোগ্যতা নাই, তাহারা ভক্তি-সিদ্ধান্তের কিছুই স্থির করিতে পারে না।

১০১। ভগবৎ-লীলা-বর্ণনে কাহার অধিকার আছে, তাহা বলিতেছেন। যে ব্যাকরণ জানে না, অলঙ্কারশাস্ত্র জানে না, নাটকালঙ্কারে যাহার অভিজ্ঞতা নাই, সে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবার যোগ্য নহে; শ্রীচৈতন্য-লীলা বর্ণন করিতে সে ব্যক্তি আরও বেশী অযোগ্য—যেহেতু, শ্রীচৈতন্যলীলা অত্যন্ত দুর্গম। **ব্যাকরণ**—ব্যাকরণশাস্ত্র। **অলঙ্কার**—অলঙ্কারশাস্ত্র। **নাটকালঙ্কার**—নাটকের লক্ষণ ও উপমাদি অলঙ্কারের লক্ষণ।

১০২। **সেই ছার**—সেই তুচ্ছ ব্যক্তি। **বিশেষ**—বিশেষতঃ। **দুর্গম**—দুরধিগম্য, দুর্বোধ্য, রহস্যময়। **চৈতন্য-বিহার**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে; উক্ত গ্রন্থের বহু প্রাচীন প্রামাণ্য টীকাও আছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনেচ্ছু কবিগণ ঐ সকল গ্রন্থ ও টীকা হইতে অনেক সাহায্য পাইতে পারেন; কিন্তু ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রাদির জ্ঞানশূন্য লোকের পক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ ও টীকার মর্ম্ম উপলব্ধি করা সহজ নহে; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনা আরও শক্ত; কারণ, একেত প্রভুর লীলাই রহস্যময়; তাতে আবার এমন কোনও গ্রন্থাদিও নাই (যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময় পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ লিখিত হয় নাই), যাহার আলোচনায় উক্ত লীলা সম্বন্ধে কিছু সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য কেবল গ্রন্থালোচনাদ্বারাই যে কেহ লীলাবর্ণনে সমর্থ হইতে পারে, তাহাও নহে; তজ্জন্য লীলাময় শ্রীভগবানের কৃপাই একমাত্র সহায়, তাহা পর-পয়ারে বলিতেছেন।

১০৩। কেবল ব্যাকরণাদিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকিলেই যে লীলাবর্ণনে কেহ সমর্থ হইতে পারে, তাহা নহে তজ্জন্য ভগবৎকৃপা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ইহাই এই পয়ারে বলিতেছেন।

কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি—যিনি শ্রীগৌরাঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মই যাঁহার একমাত্র

গাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুখ।
বিদগ্ধ আত্মীয়কাব্য শুনিতে হয় সুখ॥ ১০৪
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাঢ়ে যার মুখবন্ধ॥ ১০৫
ভগবান্ আচার্য্য কহে—তুমি শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল-মন্দ জানিব বিচার॥ ১০৬
দুই চারিদিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে মন হৈল॥ ১০৭
সভা লৈয়া স্বরূপগোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দীশ্লোক পঢ়িলা॥ ১০৮

তথাহি বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য—
বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কনকরুচিঃ স্বর্ণকান্তিঃ যঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ বিকচকমলনেত্রে বিকসিত-পদ্মনয়নে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে শ্রীজগন্নাথঃ সংজ্ঞা যস্য তস্মিন্ আত্মনি শরীরে আত্মতাং জীবত্বং প্রপন্নঃ সন্ প্রকৃত্যা স্বভাবেন জড়ং অচেতনং জগন্নাথং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ স এব তব ভব্যং মঙ্গলং দিশতু ইত্যন্বয়ঃ। অত্র শ্রীজগন্নাথদেবস্য জড়শরীরত্বং শ্রীচৈতন্যদেবস্য আত্মত্ব-মিত্যায়াতং শ্রীস্বরূপস্য ভর্ৎসনোক্ত্যা এতদেবাগ্রে স্পষ্টীকৃতম্। সরস্বতীপক্ষে যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে দারুব্রহ্মণি স্থাবররূপে কনকরুচিরদেহেন গৌররূপেণ জঙ্গমদেহেন আত্মতাং তদভেদতাং জগন্নাথরূপতাম্ প্রপন্নঃ স ইত্যাদিকং স্পষ্টম্। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবাতু (প্রাণধন), তিনিই কৃষ্ণলীলা বর্ণনে সমর্থ; শ্রীশ্রীগৌরের কৃপায় তাঁহার চিত্তেই লীলা-রহস্য স্ফুরিত হইতে পারে; অন্যের পক্ষে লীলাবর্ণনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই কয় পয়ার হইতে বুঝা গেল, যিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং যিনি শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া গৌরগত-চিত্ত হইতে পারিয়াছেন, একমাত্র তিনিই কৃষ্ণলীলা বর্ণনে সমর্থ।

১০৪। **গ্রাম্য**—শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও অরসজ্ঞ। **গ্রাম্য কবির** ইত্যাদি—যে কবির শাস্ত্রজ্ঞান নাই, যে কবি গৌরচরণে আত্মসমর্পণ করেন নাই, যে কবি অরসজ্ঞ, তাঁহার কাব্য শুনিলে রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরোধাদির জন্য দুঃখ জন্মে। **বিদগ্ধ**—রসিক, শাস্ত্রজ্ঞ। **আত্মীয়**—সকলের আত্মা (প্রিয়) শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক। **বিদগ্ধ-আত্মীয় কাব্য**—রসিক ও শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তকবির লিখিত পরমপ্রিয় শ্রীভগবানের লীলাকাহিনী।

১০৫। এই পয়ারে বিদগ্ধ-আত্মীয় কাব্যের একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—শ্রীরূপ-গোস্বামীর কাব্যকে। **রূপ**—শ্রীরূপ-গোস্বামী। **যৈছে**—যেমন। **দুই নাটক**—শ্রীললিতমাধব ও শ্রীবিদগ্ধমাধব। **যার**—যে দুই নাটকের। **মুখবন্ধ**—সূচনা। শ্রীললিতমাধব ও শ্রীবিদগ্ধমাধবের মূল অংশ শুনার কথা তো দূরে, সূচনা অংশ শুনিলেও অত্যন্ত আনন্দ জন্মে। স্বরূপ-দামোদরাদির সহিত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নীলাচলেতে শ্রীরূপের নাটকদ্বয়ের সূচনা-অংশই আস্বাদন করিয়াছিলেন। তখনও সমগ্র নাটক লিখিত হইয়াছিল না।

১০৭। **আচার্য্য**—ভগবান্ আচার্য্য।

১০৮। **নান্দীশ্লোক**—পরবর্ত্তী "বিকচ-কমল-নেত্রে" প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ-শ্লোক। স্বরূপ-দামোদরের আদেশে পড়িলেন। ৩।১।৩০-পয়ারের টীকায় "নান্দী"-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪। অন্বয়। প্রকৃতিজড়ং (স্বভাবতঃই জড়) অশেষং (অশেষ বিশ্বকে) চেতয়ন্ (সচেতন করিয়া—চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত) কনকরুচিঃ (স্বর্ণবর্ণ-কান্তিবিশিষ্ট) যঃ (যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) বিকচ-কমল-নেত্রে (প্রফুল্ল-কমলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট) শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে (শ্রীজগন্নাথ-নামক) আত্মনি (এই দেহে) আত্মতাং (আত্মরূপতা—জগন্নাথের বিগ্রহরূপ দেহে দেহিস্বরূপতা, জীবাত্মরূপতা) প্রপন্নঃ (প্রাপ্ত হইয়া) ইহ (ব্রহ্মাণ্ডে)

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোকে তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে—এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে॥ ১০৯
কবি কহে—জগন্নাথ সুন্দর-শরীর।
চৈতন্যগোসাঞি তাতে শরীরী মহাধীর॥ ১১০
সহজে জড়জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আবিরাসীৎ (আবির্ভূত হইয়াছেন), সঃ (সেই) কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) তব (তোমার) ভব্যং (মঙ্গল) দিশতু (বিধান করুন)।

সরস্বতীকৃত-অন্বয়। প্রকৃতি-জড়ং (স্বভাবতঃই জড়) অশেষং (অশেষ বিশ্বকে) চেতয়ন্ (চেতন করিয়া—চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত) যঃ (যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণ) আত্মনি (আত্মস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ বা অভিন্নস্বরূপ) বিকচ-কমল-নেত্রে (প্রফুল্ল-কমলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট) শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে (শ্রীজগন্নাথ নামক—স্থাবর-স্বরূপ দারুব্রহ্মে—দারুব্রহ্মের সহিত) আত্মনি (এবং নিজে—নিজের) আত্মতাং (একত্ব) প্রপন্নঃ (প্রাপ্ত হইয়া) কনকরুচিঃ (কনক-কান্তি) কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ (জঙ্গমবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে) ইহ (এই ব্রহ্মাণ্ডে) আবিরাসীৎ (আবির্ভূত হইয়াছেন), সঃ (তিনি) তব (তোমার) ভব্যং (মঙ্গল) দিশতু (বিধান করুন)।

অনুবাদ। স্বভাবতঃই জড় অশেষ-বিশ্বের চৈতন্য-উৎপাদনের নিমিত্ত স্বর্ণবর্ণ কান্তিবিশিষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, প্রফুল্ল কমল-নয়ন শ্রীজগন্নাথ-নামক দেহে আত্মরূপতা (জগন্নাথের-বিগ্রহরূপ-দেহে দেহি-স্বরূপতা, জীবাত্মরূপতা) প্রাপ্ত হইয়া, এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল-বিধান করুন।

উক্ত শ্লোকের সরস্বতীকৃত অনুবাদঃ স্বভাবতঃ জড় অশেষ বিশ্বের চৈতন্য-উৎপাদনের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় আত্মস্বরূপ বা স্বীয় অভিন্ন-স্বরূপ প্রফুল্ল-কমল-নয়ন-শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহরূপ স্থাবর-স্বরূপ-দারুব্রহ্মের সহিত নিজে একতা (আত্মতা) প্রাপ্ত হইয়া কনক-কান্তি জঙ্গম-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন। ৪

পরবর্ত্তী ১১০-১১১ পয়ারে এই শ্লোকের কবিকৃত অর্থ এবং ১৩৯-৪৪ পয়ারে সরস্বতীকৃত অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

১০৯। **বাখানে**—প্রশংসা করে। **ব্যাখ্যানে**—অর্থ।

১১০। কবি কহে ইত্যাদি দুই পয়ারে বঙ্গদেশীয় কবি স্বরূপ-দামোদরের আদেশে নিজ নান্দী শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

জগন্নাথ সুন্দর শরীর—শ্লোকোক্ত "বিকচ-কমল-নেত্রে শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে" অংশের অর্থ। কবি অর্থ করিলেন, যাঁহার নয়নদ্বয় প্রস্ফুটিত কমলের মত সুন্দর, সেই শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ হইলেন শরীর তুল্য।

চৈতন্য গোসাঞি ইত্যাদি—"কনক-রুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ স কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ" অংশের অর্থ। কবি বলিলেন—শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ হইলেন শরীর, আর মহাধীর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য হইলেন তাঁহার শরীরী (দেহী বা জীবাত্মা) তুল্য।

জীবের দেহের মধ্যে দেহী বা জীবাত্মা থাকে; দেহ হইল স্বভাবতঃ জড়, অচেতন; আর জীবাত্মা হইল চেতন; শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহ কোনও স্থানে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়েন না বলিয়া—বিশেষতঃ তাহা দারুময় বলিয়া—কবি সেই বিগ্রহকে জড়, অচেতন দেহ বলিয়াছেন; এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে সেই দেহস্থিত আত্মা বলিয়াছেন—যেন এই আত্মা বিগ্রহরূপ দেহ হইতে পৃথক্ আছেন বলিয়াই বিগ্রহ—মৃতদেহের ন্যায়—জড়, অচেতন হইয়াছেন।

শ্লোকের "কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং" স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "কনকরুচিরদেহাত্মাত্মতাং" পাঠান্তর আছে।

১১১। **সহজে জড়জগতের** ইত্যাদি—জগদ্বাসী-জীব স্বভাবতঃই প্রাকৃত (জড়); শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে চৈতন্যশূন্য; শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে এই জড়-জগতের চৈতন্য (উন্মুখতা) সম্পাদনের নিমিত্তই শরীরী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচলে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই পয়ার "প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ" অংশের অর্থ।

শুনিঞা সভার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন—॥ ১১২
আরে মূর্খ! আপনার কৈলে সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোমার নাহিক বিশ্বাস॥ ১১৩
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ—জগন্নাথরায়।
তাঁরে কৈলে—জড় নশ্বর প্রাকৃত-কায়॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সহজে জড়—প্রকৃতি-জড়; জড়প্রকৃতি হইতে জাত বলিয়া জড়ত্ব-ধর্ম্মপ্রাপ্ত; শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চৈতন্য (বা উন্মুখতা) শূন্য; শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।

চেতন করাইতে—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চৈতন্য (উন্মুখতা) জন্মাইতে; কৃষ্ণোন্মুখ করাইতে।

"জড়জগতের" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "জড়-জগন্নাথের"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থ—শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহ দারুময় বলিয়া স্বভাবতঃই জড় বা অচেতন অর্থাৎ অচল। তাঁহার আত্মারূপ শ্রীচৈতন্যদেব স্বতন্ত্র বিগ্রহে প্রকটিত হইয়া যেন সেই জড় অচেতন জগন্নাথকে সচেতন ও সচল করিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী উক্ত শ্লোকের যে টীকা দিয়াছেন, তাহা এই পাঠান্তরেরই অনুকূল।

১১২। **শুনিঞা** ইত্যাদি—কবির মুখে তাঁহার নিজ শ্লোকের অর্থ শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন; কিন্তু **স্বরূপ**-দামোদর আনন্দিত হইতে পারিলেন না; অর্থ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখ পাইলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি কেন দুঃখ পাইলেন, তাহাই বলিতেছেন।

১১৩। "আরে মূর্খ" হইতে সাত পয়ার স্বরূপ-দামোদরের ক্রোধোক্তি।

আরে মূর্খ—আক্ষেপ করিয়া বঙ্গদেশীয় কবিকে মূর্খ বলিতেছেন।

আপনার কৈলে সর্ব্বনাশ—মূর্খ কবি! তোমার নিজের মূর্খতাবশতঃ যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাতেই তোমার নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছ।

দুই ত ঈশ্বরে—শ্রীজগন্নাথে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে; এই দুইজনই অভিন্ন, দুইজনই একই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ।

"কবি! ঈশ্বর-জগন্নাথেও তোমার বিশ্বাস নাই, আর ঈশ্বর-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেও তোমার বিশ্বাস নাই।" বিশ্বাস যে নাই, কবির অর্থ হইতে তাহা কিরূপে বুঝা গেল, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলিতেছেন।

নাহিক বিশ্বাস—তাঁহাদের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস নাই।

১১৪। **পূর্ণানন্দ**—পূর্ণ আনন্দ, অখণ্ড আনন্দস্বরূপ। **চিৎস্বরূপ**—তিনি স্বরূপতঃ চিন্ময়, চিদানন্দ-বিগ্রহ; যাঁহাতে চিদ্ব্যতীত অপর কিছুই নাই, সুতরাং যাঁহাতে প্রাকৃত কোনও বস্তু নাই। **পূর্ণানন্দ** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথদেব অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; আনন্দঘন-মূর্ত্তি, তাঁহার মধ্যে প্রাকৃত কোনও বস্তুই নাই; তাঁহার দেহ-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই চিদানন্দঘন বস্তু। **তাঁরে**—চিদানন্দঘন শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহকে। **জড়**—প্রাকৃত। **নশ্বর**—ধ্বংসশীল, জড় বলিয়া নশ্বর। **প্রাকৃতকায়**—প্রাকৃত শরীর, প্রকৃতি হইতে জাত নশ্বর জড় দেহ।

প্রাকৃত জীবের দেহ এক-জাতীয় বস্তু; আর দেহী বা জীবাত্মা অন্যজাতীয় বস্তু; দেহ প্রকৃতি হইতে জাত, প্রাকৃত—সুতরাং ধ্বংসশীল; কিন্তু দেহী বা জীবাত্মা ভগবানের চিৎকণ অংশ, নিত্য, চিন্ময় বস্তু। এজন্য প্রাকৃত জীবের দেহে ও দেহীতে ভেদ আছে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় কবি শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহকে দেহ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহার দেহী বা আত্মা বলাতে, প্রাকৃত-জীবের দেহের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহও প্রাকৃত নশ্বর হইয়া পড়িতেছেন; কিন্তু শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ জড় বা নশ্বর নহেন, পরন্তু সচ্চিদানন্দঘন বস্তু। কবির এই অপসিদ্ধান্তবশতঃ শ্রীজগন্নাথের ঈশ্বরত্বে ও চিদানন্দ-ঘনত্বে তাঁহার অবিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে।

দারু (কাষ্ঠ), শিলা, মৃত্তিকা, স্বর্ণ-পিত্তলাদি ধাতু,—এই সমস্তই জড় প্রাকৃত বস্তু; অথচ এই সমস্ত দ্বারাই সেবার নিমিত্ত শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদি প্রস্তুত করা হয়; তাহাতে কেহ মনে করিতে পারেন—ভগবদ্বিগ্রহও জড়,

পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্। | তাঁরে কৈলে ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাকৃত। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন সেই বিগ্রহে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হয়েন—অর্থাৎ তিনি বিগ্রহকে অঙ্গীকার করিয়া নিজের সঙ্গে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করান। ভগবানের স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত-জীব-চিত্তও যখন অপ্রাকৃত হইয়া যায় (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তখন তাঁহার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত-বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত চিন্ময় হইয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিগ্রহ এইভাবে চিন্ময়ত্ব লাভ করিলে তাঁহাতে আর বিগ্রহে কোনও প্রভেদ থাকেনা; এইরূপ বিগ্রহ প্রতিমামাত্র নহেন, সাক্ষাৎ ভগবান্। সাক্ষিগোপালের প্রসঙ্গে ছোট বিপ্র শ্রীগোপালদেবকে বলিয়াছিলেন—"প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ২।৫.৯৫॥" এস্থলে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। কোনও এক পরমভাগবত ধনী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে শাস্ত্রবিধান অনুসারে অভিষেকার্থ বিগ্রহের মস্তকে বহু কলস জল ঢালা হইতেছে। সেই ভক্ত অপলক-নেত্রে বিগ্রহের দিকে চাহিয়া আছেন। অভিষেক শেষ হইয়া গেলে তিনি অভিষেককারী ব্রাহ্মণকে করযোড়ে বলিলেন—"দয়া করিয়া আর একবার অভিষেক করুন।" ভক্তের অনুনয়-বিনয়ে, কাতর-প্রার্থনায় পুনরায় অভিষেক আরম্ভ হইল। কয়েক কলসী জল ঢালার পরেই সেই ভক্ত বলিলেন—"হয়েছে, আর জল ঢালিতে হইবে না; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করিয়া বিগ্রহকে আত্মসাৎ করিয়াছেন।" পরে তিনি প্রকাশ করিলেন—"লোকের মাথায় কয়েক ঘটী জল ঢালিলেই লোক তাহার চক্ষু দুইটীকে উন্মীলিত নিমীলিত করে—একবার চোখ খোলে, একবার চোখ বুজায়। নরলীল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রবিগ্রহকে আত্মসাৎ করিলে বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণও জলধারা মস্তকে পতিত হওয়ার সময়ে চক্ষুর্দ্বয়কে উন্মীলিত নিমীলিত করিবেন। কিন্তু প্রথমবারে অভিষেকের সময়ে শ্রীবিগ্রহের নয়ন বরাবর খোলাই ছিল, কখনও পলক পড়িতে দেখা যায় নাই; তাতেই আমার মনে হইয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহকে আত্মসাৎ করেন নাই। তাই পুনরায় অভিষেকের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বারের অভিষেকের সময়ে শ্রীবিগ্রহের চোখের পলক পড়িতে দেখিয়াছি; তাই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, পরম-কৃপালু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবিগ্রহকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাই আরও জল ঢালিতে নিষেধ করিয়াছি—তাঁর কষ্ট হইবে মনে করিয়া।" ভক্তবৎসল ভগবান্ যে শ্রীবিগ্রহকে আত্মসাৎ করেন, উক্ত ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

শ্রীবিগ্রহই যে ভগবান্—মায়াবদ্ধ জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না; কিন্তু ভক্তিরাণীর কৃপা যাঁহার প্রতি হইয়াছে, তাঁহার মায়াবদ্ধতা ঘুচিয়া যায়; তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রাকৃত বর্ণে রঞ্জিত; তাই অপ্রাকৃত বস্তুর স্বরূপের অনুভব তাহা দ্বারা সম্ভব নয়—যে লোক নীলবর্ণের চশমা পরিয়া থাকে, সে যেমন দুগ্ধের শ্বেতত্ব অনুভব করিতে পারেনা, তদ্রূপ।

১১৫। **পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য**—ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ যাঁহাতে। **চৈতন্য**—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, তাঁহাতেই ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ। **তাঁরে**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে। **ক্ষুদ্রজীব**—অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মা; ভগবানের চিৎকণ অংশ জীবাত্মা; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে শ্রীজগন্নাথের আত্মা (বা জীবাত্মা) বলাতে তাঁহাকে ভগবানের অতি ক্ষুদ্র অংশ, চিৎ-কণ-অংশই বলা হইতেছে; কিন্তু তিনি স্বয়ং ভগবান্, ব্রহ্ম বস্তু, বিভু বস্তু। **স্ফুলিঙ্গসমান**—বৃহৎ জলদগ্নিরাশির তুলনায় ক্ষুদ্র-অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যত ক্ষুদ্র, ভগবানের তুলনায়, তাঁহার চিৎকণ অংশ জীবাত্মাও তত ক্ষুদ্র, তাহা অপেক্ষাও বহু গুণে ক্ষুদ্র। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে জীবাত্মা বলাতে তাঁহাকে অতি ক্ষুদ্রতম বস্তু বলিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ঈশ্বরত্বে কবির অবিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে।

মূলশ্লোকে স্পষ্ট "জীবাত্মা"-শব্দ না থাকিলেও শ্রীজগন্নাথবিগ্রহকে "দেহ" এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তাঁহার "আত্মা বলাতেই প্রস্তুত-প্রস্তাবে জীবাত্মা বলা হইল; কারণ, দেহ ও আত্মা কেবল জীবেই ভিন্ন; ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নাই; সুতরাং দেহমধ্যস্থ আত্মা বলিলে জীবাত্মাকে বুঝায়।

দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবে দুর্গতি।
'অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে' তার এই রীতি ॥ ১১৬
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহদেহিভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥ ১১৭
ঈশ্বরে নাহিক কভু দেহদেহি ভেদ।
স্বরূপ-দেহ 'চিদানন্দ'—নাহিক বিভেদ ॥ ১১৮

(৫।৩৪২) কৌর্ম্মবচনম্।
দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫

শ্রীভাগবতে চ (৩।৯।৩-৪)—
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৬
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দরশিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৬। **দুই ঠাঞি**—দুই স্থানে; শ্রীজগন্নাথের নিকটে এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিকটে। **অতত্ত্বজ্ঞ**—তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাঁহার কোনও জ্ঞান নাই। **অতত্ত্বজ্ঞ** ইত্যাদি—তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাঁহার কোনও জ্ঞানই নাই, সে যদি তত্ত্ব বর্ণনা করিতে যায়, তবে পদেপদেই তাঁহার অপরাধের হেতু হইয়া পড়ে।

১১৭। স্বরূপ-দামোদর আরও বলিলেন 'কবি! তত্ত্ব-সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতাবশতঃ তুমি আর একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছ; তুমি ঈশ্বরে দেহ-দেহি-ভেদ করিয়াছ—ঈশ্বরের দেহ হইতে ঈশ্বরের আত্মাকে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করিয়াছ।"

১১৮। ঈশ্বরে দেহ-দেহিভেদ নাই; যেহেতু, ঈশ্বরের স্বরূপও চিদানন্দময়, দেহও চিদানন্দময়। জীবের দেহ জড়, প্রাকৃত এবং জীবাত্মা চিন্ময়; তাই জীবের আত্মা, দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু; ঈশ্বরে কিন্তু তাহা নহে; ঈশ্বরের দেহের সর্ব্বাংশই চিদানন্দঘন বস্তু, ঈশ্বরের দেহও যাহা, দেহীও তাহাই—দেহী বলিয়া স্বতন্ত্র একটা বস্তু ঈশ্বরে নাই—তাঁহার দেহের সমস্ত অংশই ঈশ্বর। জীবের কিন্তু কেবল আত্মাটী মাত্র জীব, দেহটী জীব নহে।

স্বরূপ-দেহ চিদানন্দ—স্বরূপ এবং দেহ এই উভয়েই চিদানন্দ; ঈশ্বরের স্বরূপও চিন্ময় (বা অপ্রাকৃত) এবং আনন্দময়, দেহও চিন্ময় এবং আনন্দময়; স্বরূপও যাহা, দেহও তাহা; স্বরূপে ও দেহে কোনওরূপ ভেদ নাই। কিন্তু জীবের স্বরূপে ও দেহে ভেদ আছে—জীবস্বরূপ (জীবাত্মা) চিন্ময়, জীবদেহ জড়।

অথবা, তাঁহার স্বরূপই দেহ (বা বিগ্রহ) এবং তাহা চিদানন্দ (চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন বস্তু; জড় নহে)। ভগবানের স্বরূপই বিগ্রহ, বিগ্রহই স্বরূপ। তিনি এবং তাঁহার বিগ্রহ ভিন্ন নহেন। "অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ। ৩।২।১৪ ॥" বেদান্ত-সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। ১।৭।১০৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নাহিক বিভেদ—ঈশ্বরে কোনওরূপ দেহ-দেহিভেদ নাই; তিনি স্বগত-ভেদ-শূন্য। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। দেহ ও দেহী—এইরূপ বিভাগ ঈশ্বরে কখনও নাই। যেহেতু, ঈশ্বরের স্বরূপ ও দেহ উভয়েই এক—চিদানন্দময়। ৫

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৫।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরে যে দেহ-দেহিভেদ নাই, তাহাই উক্ত দুই শ্লোকে দেখান হইল।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৫।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে বলা হইল—"ধ্যানদৃষ্টরূপ এবং সাক্ষাতে দৃষ্টরূপ এই উভয়ে কোনওরূপ প্রভেদ নাই; যাঁহারা ভগবদ্‌বিগ্রহকে মায়াময় মনে করেন, তাঁহাদের মত আদরণীয় নহে।" ইহা হইতে সপ্রমাণ হইল যে, ঈশ্বরের স্বরূপ

কাহাঁ পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ—মায়েশ্বর।
কাহাঁ ক্ষুদ্র জীব দুঃখী—মায়ার কিঙ্কর ॥ ১১৯

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং (ভাঃ ১।৭।৬)
শ্রীভগবৎসন্দর্ভ-ধৃতং
শ্রীবিষ্ণুস্বামিবচনম্।—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ॥
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ ৮

শুনি সভাসদের চিত্তে হৈল চমৎকার।
সত্য কহেন গোসাঞি—দুঁহার করিয়াছে তিরস্কার ॥ ১২০
শুনিঞা কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যৈছে কিছু নাহি কয় ॥ ১২১
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ সদয় হৃদয়।
উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয়—॥ ১২২
যাহ, ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে ॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেমন চিদানন্দময়, তাঁহার বিগ্রহ বা দেহও তদ্রূপ চিদানন্দময়—তাঁহার দেহ মায়াময় নহে, কাজেই ঈশ্বরে দেহদেহি-ভেদ নাই। এইরূপে এই শ্লোকও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের ন্যায় ১১৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

১১৯। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন; তিনি অখণ্ড-আনন্দ-স্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং মায়ার অধীশ্বর। আর তাঁহার চিৎ-কণ-অংশ ক্ষুদ্রজীব মায়ার দাস মাত্র, মায়ার দাসত্ব করিয়া সর্ব্বদাই অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে। অথচ হে কবি! তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই জীব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ। (শ্রীচৈতন্যকে জড়দেহমধ্যস্থ আত্মা বলাতেই বস্তুতঃ জীব বলা হইল; কারণ, জীব বা জীবাত্মা ব্যতীত অপর কেহই জড়দেহমধ্যে অবস্থান করে না পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৫-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

মায়েশ্বর—কৃষ্ণ মায়ার ঈশ্বর, মায়ার নিয়ন্তা। **মায়ার কিঙ্কর**—মায়ার দাস, মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ঈশ্বরে যে মায়িক সত্ত্ব রজঃ-তমোগুণ নাই, সুতরাং এই তিন প্রাকৃত গুণ হইতে উদ্ভূত দুঃখাদিও যে ঈশ্বরে নাই, এবং তাঁহাতে যে কেবল তাঁহার স্বরূপ-শক্তি বিরাজিত, এই স্বরূপ-শক্তির-অপূর্ব্ব-বৈচিত্র্যদ্বারা তিনি যে নিত্যই অখণ্ড-আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৮।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক;

১২০। সভাসদের—স্বরূপ-দামোদরের সভায় যাঁহারা বঙ্গদেশীয় কবির নাটক শুনিতেছিলেন, এবং যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে কবির অনেক প্রশংসাও করিয়াছিলেন, তাঁহাদের। **চমৎকার**—বিস্ময়। কবির নাটকে স্বরূপ-দামোদর যে সকল সাংঘাতিক দোষ বাহির করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাহা পূর্ব্বে দেখিতে পায়েন নাই বলিয়া তাঁহাদের বিস্ময় জন্মিল। **গোসাঞি**—স্বরূপ-দামোদর। **দুঁহার**—শ্রীজগন্নাথের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর। **করিয়াছ তিরস্কার**—কবি নিজের অজ্ঞতাবশতঃ উভয়কেই তিরস্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বরূপের খর্ব্বতা-সাধনেই তাঁহাদিগকে তিরস্কার করা হইল।

১২১। কবির—বঙ্গদেশীয় কবির। **লজ্জা**—নিজের অজ্ঞতা এবং অনধিকার-চর্চ্চা-বশতঃ লজ্জা। নাটক-লেখার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াও নাটক লিখিতে গিয়াছে বলিয়া অনধিকারচর্চ্চা, তজ্জন্য লজ্জা। **ভয়**—অপরাধের আশঙ্কায় ভয়। **বিস্ময়**—স্বরূপ-দামোদরের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রতিভা দেখিয়া বিস্ময়। **কিছু নাহি কয়**—কবির আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

১২২। তার দুঃখ দেখি—কবির দুঃখ দেখিয়া।

১২৩। স্বরূপ দামোদর কৃপা করিয়া কবিকে হিতোপদেশ দিলেন—"তুমি বৈষ্ণবের নিকটে যাইয়া শ্রীমদ্-ভাগবত অধ্যয়ন কর; আর একান্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় কর। আর সর্ব্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর

চৈতন্যের ভক্তগণের কর নিত্য সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ১২৪
তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল ॥ ১২৫
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থ দোঁহায় লাগে দোষ ॥ ১২৬
তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥ ১২৭
যৈছে ইন্দ্র-দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তগণের সঙ্গ কর; তাহা হইলেই ভক্তগণের মুখে ভক্তিসিদ্ধান্ত সর্ব্বদা শুনিতে পাইবে, তাতে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মিবে; আর তাঁহাদের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তখনই তোমার চিত্তে সমস্ত সিদ্ধান্ত স্ফুরিত হইবে। তখনই তোমার পাণ্ডিত্য সফল হইবে, তখনই নির্দ্দোষভাবে তুমি কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে।

বৈষ্ণবের স্থানে—শ্রীভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব, প্রেম-তত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব-আদি বৈষ্ণবই জানেন, অপর আচার্য্যগণ সম্যক্‌রূপে জানেন না; শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্ম্ম বৈষ্ণবই উপলব্ধি করিতে সমর্থ, অপর কেহ নহেন। কারণ, কেবল বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য-প্রভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না; ইহার মর্ম্ম গ্রহণ একমাত্র ভক্তির কৃপাসাপেক্ষ। "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা নচ টীকয়া।" এ জন্যই ভক্ত-বৈষ্ণবের নিকটে শ্রীভাগবত অধ্যয়নের উপদেশ দিলেন। **একান্ত**—অন্য সমস্ত বিষয়-ত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রভুর চরণে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ কর।

১২৪। **কর নিত্যসঙ্গ**—ভক্ত-সঙ্গের প্রভাবে তত্ত্ববিষয়ক অনেক কথা জানিতে পারিবে; তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে সর্ব্বদা ভগবল্লীলা-কথা শুনিতে পাইবে, তাহাতে তোমার চিত্তের অনর্থাদি দূরীভূত হইবে—চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে। শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব হইলে কোনও বিষয়েই আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না। **সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ**—সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ ও বৈচিত্রী। সিদ্ধান্তের বৈচিত্রী।

১২৫। **স্বরূপলীলা**—স্বরূপ এবং লীলা; অথবা স্বরূপগত লীলা।

১২৬। **এই শ্লোক**—"বিকচ-কমল-নেত্রে" ইত্যাদি নান্দীশ্লোক। **তোমার হৃদয়ের অর্থ**—তোমার চিত্ত হইতে যে অর্থ বাহির হইয়াছে; তুমি যে অর্থ করিয়াছ, তাহাতে। **দোঁহার লাগে দোষ**—শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উভয়ের সম্বন্ধেই তোমার অর্থ দূষণীয় হইয়াছে।

১২৭। **যৈছে-তৈছে**—যেমন তেমন ভাবে।

কহ—অর্থ কর।

না জানিয়া রীতি—অর্থ করিবার রীতি জান না বলিয়া, অথবা তত্ত্বাদি জান না বলিয়া।

সরস্বতী ইত্যাদি—তোমার কৃত অর্থানুসারে যে সকল শব্দে তুমি শ্রীভগবানের তিরস্কার-জনক ব্যাখ্যা করিয়াছ, সরস্বতী কিন্তু ঠিক সেই সকল শব্দদ্বারাই ভগবানের স্তুতি করিয়া থাকেন। ভগবানের নিন্দা শ্রীসরস্বতী-দেবীর প্রাণে সহ্য হয়না; তাই অপরে যে সকল কথাদ্বারা ভগবানের নিন্দা করে, ঠিক সেই সকল শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়া তিনি ভগবানের স্তুতিতেই ঐ সকল শব্দের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত করেন। অর্থাৎ তোমার শ্লোকের অন্য রূপ ভাল অর্থ হইতে পারে, অজ্ঞ বলিয়া তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।

১২৮। বঙ্গদেশীয় কবির নান্দী-শ্লোকের স্তুতিবাচক অর্থ করিবার পূর্ব্বে, কোনও শ্লোকের নিন্দাসূচক শব্দগুলিরও যে স্তুতি-বোধক অর্থ হইতে পারে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন।

যৈছে—যেরূপ; দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন।

ইন্দ্র-দৈত্যাদি করে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গের পরে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া "বাচালং বালিশং" ইত্যাদি শব্দে কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। অসুর (দৈত্য)-স্বভাব জরাসন্ধ "হে কৃষ্ণ! পুরুষাধম! ন যোৎস্যে

তথাহি (ভাঃ ১০।২৫।৫)—

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥ ৯

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল, কেবল নাহিক সম্ভাল॥ ১২৯

ইন্দ্র বোলে—মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারি মুখে সরস্বতী করেন স্তবন॥ ১৩০

বাচাল—কহিয়ে—বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য।
'বালিশ'—তথাপি শিশু-প্রায় গর্ব্বশূন্য॥ ১৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তথা বাচালং বহুভাষিণং বালিশং শিশুং পণ্ডিতমানিনং পণ্ডিতম্মন্যম্ অতঃ স্তব্ধম্ অবিনীতমিতি। নিন্দায়াং যোজিতাপীন্দ্রস্য ভারতী কৃষ্ণং স্তৌতি। তথাহি বাচালং শাস্ত্রযোনিম্। বালিশমেবমপি শিশুবন্নিরভিমানিনম্। স্তব্ধম্ অন্যস্য বন্দ্যস্য অভাবাদনম্রম্। অজ্ঞং নাস্তি জ্ঞো যস্মাৎ তৎ সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। পণ্ডিতমানিনং ব্রহ্মবিদাং বহুমাননীয়ম্। কৃষ্ণং সদানন্দরূপং পরং ব্রহ্ম। মর্ত্ত্যং তথাপি ভক্তবাৎসল্যেন মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানমিতি। স্বামী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাহি বন্ধুহন্!"—ইত্যাদি বাক্যে এবং শিশুপাল "সদস্পতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ।" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন (পরবর্ত্তী ১৩৪ এবং ১৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ঠিক **"বাচালং বালিশং"** প্রভৃতি নিন্দাবাচক শব্দসমূহেরই অন্য অর্থের অবতারণা করিয়া সরস্বতী ঐ সকল শব্দেরই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিবাচক অর্থে পর্য্যবসান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কয় পয়ারে স্বরূপ-দামোদর উক্ত রূপ অর্থ ব্যক্ত করিতেছেন।

শ্লো। ৯। অন্বয়। বাচালং (বহুভাষী—পক্ষে, শাস্ত্রসমূহের কারণ) বালিশং (বালক—পক্ষে, বালকবৎ নিরভিমানী) স্তব্ধং (অবিনীত—পক্ষে, যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই বলিয়া যিনি কাহারও নিকটে নত হয়েন না) অজ্ঞং (অজ্ঞ বা মূর্খ—পক্ষে, যাঁহাহইতে অধিক জ্ঞানী কেহ নাই), পণ্ডিতমানিনঃ (পণ্ডিতাভিমানী—পক্ষে, পণ্ডিতগণেরও মান্য) মর্ত্ত্যং (মরণশীল—পক্ষে, ভক্তবাৎসল্যবশতঃ মনুষ্যবৎ প্রতীয়মান) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) গোপাঃ (গোপগণ) মে (আমার) অপ্রিয়ং (অপ্রিয়কার্য্য) চক্রুঃ (করিয়াছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ নষ্ট হইলে পর ক্রুদ্ধ-ইন্দ্র বলিতেছেন—বহুভাষী (বাচাল), বালক (বালিশ), অবিনীত (স্তব্ধ), অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী ও মরণশীল (মর্ত্ত্য) কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে।

উক্ত শ্লোকের সরস্বতীকৃত অনুবাদঃ—শাস্ত্রসমূহের কারণ (বাচাল) হইলেও যিনি শিশুবৎ নিরভিমানী (বালিশ), তাঁহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ নাই বলিয়া যিনি কাহারও নিকট নত হয়েন না (স্তব্ধ), যাঁহা হইতে অধিক জ্ঞানী কেহ নাই (অজ্ঞ), যিনি পণ্ডিত-সমূহেরও মান্য এবং যিনি সদানন্দ পরব্রহ্ম হইয়াও ভক্তবাৎসল্যবশতঃ মনুষ্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন, সেই কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে। ৯

পরবর্ত্তী ১৩১-৩৩ পয়ারে এই শ্লোকের সরস্বতীকৃত অর্থ—বিবৃত হইয়াছে।

১২৯। **ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র**—ইন্দ্র স্বর্গের রাজা, এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া। **বুদ্ধিনাশ হৈল**—মত্ততাহেতু ইন্দ্রের বুদ্ধি (হিতাহিত বিবেচনা শক্তি) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। **সম্ভাল**—ধৈর্য্য। ইন্দ্রের ধৈর্য্যও নষ্ট হইয়াছে।

১৩০। **করিয়াছি নিন্দন**—"বাচালং" ইত্যাদি শ্লোকে। **তারি মুখে**—ইন্দ্রেরই মুখে। **করেন স্তবন**—"বাচালং" ইত্যাদি শব্দের স্তুতিপর অর্থ করিয়া, বাগ্‌দেবী ইন্দ্রের মুখে কৃষ্ণের স্তুতিই করাইয়াছেন।

নিম্ন পয়ারসমূহে "বাচালং" ইত্যাদি শব্দের স্তুতি-পর অর্থ করিতেছেন।

১৩১। **বাচাল**—বেদপ্রবর্ত্তক, সমস্ত শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বা কারণ। বাচাল-শব্দের নিন্দার্থ—বহুভাষী, যে অনর্থক বহুকথা বলে, তাহাকে বাচাল বলে; মীমাংসা-সাঙ্খ্যাদি-শাস্ত্রের অনভিমত বিরুদ্ধভাষী। **বালিশ**—শিশুর মত গর্ব্বশূন্য, নিরভিমানী। বালিশ-শব্দের নিন্দার্থ—মূর্খ।

বন্দ্যাভাবে অনম্র—'স্তব্ধ' শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে অজ্ঞ হয় ॥ ১৩২
পণ্ডিতের মান্যপাত্র—হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে 'মনুষ্য'-অভিমানী ॥ ১৩৩
জরাসন্ধ কহে—কৃষ্ণ 'পুরুষ অধম'।
তোর সঙ্গে না যুঝিমু—'যাহি বন্ধুহন্' ॥ ১৩৪
যাহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম।
সেই 'পুরুষাধম' এই সরস্বতীর মন ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩২। স্তব্ধ—বন্দ্যাভাবে অনম্র; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তাঁহার বন্দনীয় কেহ নাই বলিয়া যিনি কাহারও নিকট নম্র হয়েন না, অর্থাৎ যাঁহাকে কাহারও নিকট নত হইতে হয় না, তিনি স্তব্ধ। স্তব্ধ-শব্দের নিন্দার্থ—দুর্ব্বিনীত, অবিনয়ী। **অজ্ঞ**—ন (নাই) জ্ঞ (জ্ঞানী) যাঁহা হইতে; যাঁহা হইতে অধিক জ্ঞানী কেহ নাই; জ্ঞানীদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞ শব্দের নিন্দার্থ—নিত্যগোচারণ-শীল বলিয়া যে কিছুই জানে না।

১৩৩। পণ্ডিতমানী—পণ্ডিতের মান্যপাত্র; পণ্ডিতগণও যাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করেন।

পণ্ডিতমানী-শব্দের নিন্দার্থ—পাণ্ডিত্যাভিমানী, পণ্ডিত না হইয়াও যে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে।

মনুষ্য-অভিমানী—শ্লোকোক্ত "মর্ত্ত্যং" শব্দের অর্থ; যিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম হইয়াও ভক্তবাৎসল্যবশতঃ নিজেকে মনুষ্য বলিয়া মনে করেন।

মর্ত্ত্য-শব্দের নিন্দার্থ—জন্ম-মরণ-শীল-মানুষ।

ভক্তবাৎসল্যে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা নর-লীলা; এই লীলায় তিনি নিজের নর (মানুষ)-অভিমান পোষণ করেন। ভক্তবাৎসল্যবশতঃই তাঁহার এই লীলা; স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-ভক্তদিগকে লীলা-রসাস্বাদনের অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা উপভোগ করাইবার নিমিত্তই মুখ্যতঃ তিনি এই পরম-মধুর-লীলা প্রকটন করেন; আনুষঙ্গিক-ভাবে পৃথিবীর ভক্তবৃন্দকেও ঐ লীলাদ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছেন।

১৩৪। ইন্দ্রোক্ত "বাচালম্"-ইত্যাদি শ্লোকের স্তুতিপর অর্থ করিয়া এক্ষণে জরাসন্ধ-কথিত শ্রীভা, ১০।৫০।১৭-শ্লোকের অন্তর্গত " * * হে কৃষ্ণ পুরুষাধম। ন ত্বয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি বালেনৈকেন লজ্জয়া। গুপ্তেন হি ত্বয়া মন্দ ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্ ॥—ওহে পুরুষাধম কৃষ্ণ! তুমি বালক, বালকের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার লজ্জা হয়, আমি যুদ্ধ করিব না। ওহে মন্দ! বন্ধুঘাতিন্! তুমি সর্ব্বদা গুপ্ত হইয়া (আত্মগোপন করিয়া) থাক; চলিয়া যাও, তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিব না।"—এই শ্লোকস্থিত "হে কৃষ্ণ পুরুষাধম। ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্"-অংশের স্তুতিপর অর্থ করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কংস নিহত হইলে কংসের দুই মহিষী—অস্তি ও প্রাপ্তি—তাঁহাদের পিতা জরাসন্ধের নিকটে যাইয়া নিজেদের দুর্দ্দশার কথা ব্যক্ত করিলে জরাসন্ধ শোকার্ত্ত ও রুষ্ট হইয়া ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া মথুরাপুরী অবরুদ্ধ করিলেন। মথুরাস্থিত যদুগণ ভয়ে ব্যাকুল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অল্পসংখ্যক সৈন্যমাত্র লইয়া জরাসন্ধের সম্মুখীন হইলে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ কালরূপ মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ পরিহার করার উদ্দেশ্যে (বৈষ্ণব-তোষণী-সম্মত অর্থ) জরাসন্ধ উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

"জরাসন্ধ কহে"-ইত্যাদি পয়ারে জরাসন্ধের অভিপ্রেত শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাবাচক অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার পরে দুই পয়ারে স্তুতিপর অর্থ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণ পুরুষ-অধম—হে কৃষ্ণ! তুমি পুরুষদিগের মধ্যে অধম, নিকৃষ্ট; হেয় পুরুষ। **তোর সঙ্গে না যুঝিমু**—"ন যোৎস্যে"-অংশের অর্থ; আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব না, যেহেতু পুরুষাধম বলিয়া তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার অযোগ্য। **যাহি**—যাও; চলিয়া যাও। **বন্ধুহন্**—যে বন্ধুদিগকে হত্যা করে; শ্রীকৃষ্ণ মাতুল-কংসাদি বন্ধুবর্গকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া জরাসন্ধ নিন্দার্থে তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

১৩৫। এই পয়ারে "পুরুষাধম" শব্দের স্তুতিপর-অর্থ করিতেছেন।

বান্ধে সভারে তাতে অবিদ্যা 'বন্ধু' হয়।
অবিদ্যানাশক 'বন্ধুহন্' শব্দে কয়॥ ১৩৬

এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরুষাধম—(অন্য সমস্ত) পুরুষ (হয়) অধম (যাঁহা হইতে), যাঁহা হইতে অন্য সকল পুরুষই অধম, তিনিই পুরুষাধম, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ। **এই সরস্বতীর মন**—**ইহাই** বাগ্‌দেবী সরস্বতীর অভিপ্রেত অর্থ।

১৩৬। এই পয়ারে "বন্ধুহন্" শব্দের স্তুতিপর অর্থ করিতেছেন।

"বান্ধে সভারে" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে "বন্ধু"-শব্দের অর্থ করিতেছেন।

বন্ধু—বন্ধ্ + উ ; বন্ধ্ ধাতু বন্ধনে। বন্ধন করে যে, তাহাকে বন্ধু বলে ; অবিদ্যা বা মায়া জীবকে মায়া-পাশে বন্ধন করে বলিয়া অবিদ্যাকে বন্ধু বলা যায়। **বন্ধুহন্**—বন্ধুকে (অবিদ্যাকে) হনন বা নাশ করেন যিনি, তিনি বন্ধুহন্ ; সকল জীবকে মায়া-পাশে বন্ধনকারিণী (বন্ধু) অবিদ্যাকে নাশ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুহন্ (অবিদ্যা-নাশক)।

"হে কৃষ্ণ পুরুষাধম" ইত্যাদি শ্লোকের নিন্দার্থ ১৩৪ পয়ারের টীকায় লিখিত হইয়াছে ; ইহার স্তুতিপর-অর্থ এই :—হে কৃষ্ণ! আপনি পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ; আপনি অবিদ্যানাশক (সুতরাং পরমেশ্বর) ; সুতরাং আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক চলিয়া যাউন।

১৩৭। **এইমত**—পূর্ব্বোক্তরূপে। **শিশুপাল করিল নিন্দন** ইত্যাদি—যেসকল শ্লোকে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছেন, সে সমস্ত এই :—"সদম্পতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ। যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্য্যাং কথমর্হতি॥ বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতঃ। স্বৈরবর্ত্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্য্যাং কথমর্হতি॥ যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সদ্ভির্বহিস্কৃতম্। বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্য্যাং কথমর্হতি॥ ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান্ হিত্বৈতেঽব্রহ্মবর্চ্চসম্। সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ॥—শ্রীভা, ১০।৭৪।৩৪ ৩৭॥"

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে সকলে যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণকেই পূজা পাওয়ার যোগ্যতম পাত্ররূপে সিদ্ধান্ত করিলেন, তখন তাঁহার যথাবিহিত পূজার পরে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন অসুর-স্বভাব শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত স্তুতি সহ্য করিতে না পারিয়া যে সকল কথায় শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটী কথা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকগুলির নিন্দার্থ এইরূপ :—"কাকের যজ্ঞীয় হবিঃ প্রাপ্তির ন্যায় লোকপালপূজিত সভ্যদিগকে অতিক্রম করিয়া মাতুল-বধাদি দ্বারা কুলদূষণ এই গোরক্ষক কৃষ্ণ কি প্রকারে পূজা পাইবার যোগ্য? বর্ণাশ্রমকুলাপেত সর্ব্বধর্ম্ম-বহিস্কৃত স্বেচ্ছাচারী ও গুণহীন কৃষ্ণ কিরূপে পূজা পাইবার যোগ্য? যযাতিনৃপকর্ত্তৃক অভিশপ্ত, নিরন্তর বৃথা পানরত ও সাধুগণ পরিত্যক্ত ইহাদিগের কুল কি প্রকারে পূজা পাইবার যোগ্য? এই দস্যুগণ ব্রহ্মর্ষিসেবিত দেশ (মথুরা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদাদিরহিত সমুদ্র-দুর্গ আশ্রয় করিয়া প্রজাগণকে পীড়িত করিতেছে।

সরস্বতীকৃত অর্থ এইরূপ :—"আপ্তকাম ব্যক্তি যেরূপ দেবযোগ্য কেবল হবিঃ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে, কিন্তু সর্ব্বস্ব প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য, সেইরূপ পাষণ্ডদলন বেদ-পৃথিব্যাদি-পালক শ্রীকৃষ্ণ—লোকপাল-পূজিত সভ্যদিগকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে কেবল ব্রহ্মর্ষিযোগ্য পূজা পাইবার যোগ্য? কিন্তু আত্মসমর্পণ পাইবার যোগ্য। ব্রহ্মত্বহেতু—বর্ণ, আশ্রম ও কুল হইতে অপেত—অতএব অনধিকারিত্বহেতু সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃত—পরমেশ্বরত্বহেতু স্বেচ্ছাচারী ও তম-আদি গুণরহিত শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে কেবল পূজা পাইবার যোগ্য? ইঁহাদিগের কুল যযাতিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াই কি সাধুগণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইয়াছে? (বস্তুতঃ মস্তকদ্বারা ধৃত হইয়াছে), আর আমাদিগের কুলের মত কি নিরন্তর বৃথা পানরত হইয়াছে? (বস্তুতঃ নিয়তাচারসম্পন্ন)। তবে কেন কেবল পূজা পাইবার যোগ্য হইবে? ইঁহারা ব্রহ্মর্ষিসেবিত দেশ আশ্রয় করিয়া দুর্জ্জেয় বেদাদিবিরুদ্ধ লিঙ্গধারীদিগকে তল্লিঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া দণ্ড করেন, আর যাহারা দস্যুপ্রজা, তাহাদিগেরও দণ্ডবিধান করেন।"

তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে স্তুতি ভাসে—॥ ১৩৮
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইহঁ দারুব্রহ্ম স্থাবর-স্বরূপ ॥ ১৩৯
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ এক-তত্ত্ব রূপ দুই রূপ হঞা ॥ ১৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপে দেখা গেল—উক্ত শ্লোকসমূহে যে সকল শব্দে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করিয়াছেন, সরস্বতী ঠিক সেই সকল শব্দেরই অন্যরূপ অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৩৮। তৈছে—ইন্দ্রাদির উক্তির মতন। **এই শ্লোকে**—"বিকচ-কমল-নেত্রে" ইত্যাদি শ্লোকে। **তোমার অর্থে**—তোমার (বঙ্গদেশীয় কবির) কৃত অর্থানুসারে। **নিন্দা আইসে**—নিন্দা প্রকাশ পাইতেছে।

স্বরূপদামোদর কবিকে বলিলেন, "তোমার নান্দী-শ্লোকটীর তুমি যেরূপ অর্থ করিলে, তাহাতে শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়েরই নিন্দা বুঝাইতেছে। কিন্তু তোমার ব্যবহৃত শব্দগুলিরই অন্যরূপ অর্থ করিয়া ঐ শ্লোকেই সরস্বতী তাঁহাদের স্তুতি করিতে পারেন। সরস্বতী যেরূপ অর্থ করিবেন, তাহা শুন, আমি বলিতেছি।

১৩৯। "জগন্নাথ হয়" হইতে "জঙ্গমব্রহ্ম হঞা" পর্য্যন্ত ছয় পয়ারে "বিকচ-কমল-নেত্রে" শ্লোকের স্তুতি-পর অর্থ করিতেছেন।

জগন্নাথ হয় ইত্যাদি—"শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে আত্মনি" এই অংশের অর্থ করিতেছেন। আত্মনি-শ্রীজগন্নাথ সংজ্ঞে—আত্মস্বরূপ (আত্মনি) শ্রীজগন্নাথ। এই অর্থে "আত্মনি" শব্দ "শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে" পদের বিশেষণ; শ্রীজগন্নাথ কিরূপ? না—আত্মস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ। তাই পয়ারার্দ্ধে বলিলেন, শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ হয়েন, শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীকৃষ্ণে কোনও পার্থক্য নাই। শ্লোকস্থ "যঃ" শব্দের "শ্রীকৃষ্ণ" অর্থ করিতেছেন।

কিন্তু ইহঁ দারুব্রহ্ম ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ হইলেও, ইনি এক্ষণে স্থাবর-স্বরূপ (অচলপ্রায়), যেহেতু, এই পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ অচল দারুময় শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকট হইয়াছেন।

ইহঁ—শ্রীজগন্নাথদেব। **দারুব্রহ্ম**—দারু (কাষ্ঠ) রূপ ব্রহ্ম; দারুময় (কাষ্ঠনির্ম্মিত) শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ। পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ বলিয়া শ্রীজগন্নাথদেবও পরব্রহ্ম; নীলাচলে ইনি দারুময় বিগ্রহকে অঙ্গীকার করিয়া দারুবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়া থাকিলেও ইনি পরব্রহ্ম; এই দারুময় বিগ্রহই পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

স্থাবর-স্বরূপ—যাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না অর্থাৎ যাহা অচল, তাহাকে স্থাবর বলে; সাধারণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত (দারু) মূর্ত্তি মাত্রই স্থাবর বা অচল। কিন্তু দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ বস্তুতঃ স্থাবর নহে, স্থাবর-স্বরূপমাত্র স্থাবরের তুল্য। স্থাবর-স্বরূপ বা স্থাবরের তুল্য বলার তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ কখনও স্থাবর (অচল) হইতে পারেন না; অচেতন জড় বস্তুই স্বরূপতঃ স্থাবর হয়; চেতনবস্তু কখনও স্থাবর হয়না; পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ জড়মূর্ত্তি নহেন, তিনি চিদানন্দ-ঘনমূর্ত্তি, তাঁহার বিন্দুমাত্র অংশও জড় নহে, সমস্তই চিদ্‌ঘন-বস্তু, চেতনাময়; সুতরাং তিনি স্বরূপতঃ স্থাবর হইতে পারেন না। তবে শ্রীনীলাচলে দারুময়রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন বলিয়া তিনি দারুমূর্ত্তির মতন স্থাবরতা (অচলতা) দেখিতেছেন; ইচ্ছা করিলেই এই দারু-বিগ্রহেও তিনি যথেচ্ছভাবে গমনাগমন করিতে পারেন; কিন্তু নীলাচলে তিনি তদ্রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন না, ভক্তের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি একস্থানেই অবস্থান করিতেছেন, স্থাবরের মতন হইয়া আছেন। তাই বলা হইয়াছে, "স্থাবর-স্বরূপ—স্থাবরের তুল্য," কিন্তু "স্থাবর" নহেন।

১৪০। এই পয়ারে "আত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ" এই শ্লোকাংশের অর্থ করিতেছেন।

তাঁহা সহ—সেই দারুব্রহ্ম-শ্রীজগন্নাথের সহিত। **আত্মতা একরূপ হঞা**—শ্লোকস্থ 'আত্মতা'-শব্দের অর্থ "একরূপ হইয়া"; শ্রীকৃষ্ণ দারুব্রহ্ম জগন্নাথের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া। **কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ**—একই তত্ত্ব (পরব্রহ্ম-

সংসার-তারণ হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন করি একতা যৈছে প্রাপ্তি ॥ ১৪১
সকল সংসারি-লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার ॥ ১৪২
জগন্নাথ-দরশনে খণ্ডয়ে সংসার।
সবদেশের সবলোক নারে আসিবার ॥ ১৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তত্ত্ব) শ্রীকৃষ্ণ। **দুইরূপ**—শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য, এই দুইরূপ। একই পরব্রহ্ম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য এই দুইরূপে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কবি "আত্মতা"-শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন "জীবত্ব বা জীবাত্মতা"; আর শ্রীস্বরূপদামোদর অর্থ করিলেন "একত্ব বা একতা"।

১৪১। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও জগন্নাথ যদি একই তত্ত্ব হয়েন, তাঁহাদের একতা প্রাপ্তি বলিতে কি বুঝায়? তাঁহারা "একতাপ্রাপ্ত" হইলেন বলিলে সাধারণতঃ বুঝা যায় যেন, পূর্ব্বে তাঁহারা এক ছিলেন না, এখনমাত্র "একতাপ্রাপ্ত" হইয়াছেন; কিন্তু তাহা তো নয়? তাঁহারা একই ছিলেন—"জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।" সুতরাং "একতাপ্রাপ্ত হইলেন" বলার তাৎপর্য্য কি? এই পয়ারে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছেন।

সংসার-তারণ হেতু—সংসারাসক্ত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত। ইহা শ্লোকস্থ "প্রকৃতিজড়মশেষংচেতয়ন্" অংশের অর্থ। **ইচ্ছাশক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি। **তাহার মিলন**—সেই ইচ্ছাশক্তির মিলন।

তাহার মিলন করি ইত্যাদি—সংসারাসক্ত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার মিলনকেই পূর্ব্বোক্ত পয়ারে "একতাপ্রাপ্তি" বলা হইয়াছে। অন্ত্যের ২য় পরিচ্ছেদেও বলা হইয়াছে "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব ॥ ৩।২।৫ ॥" এই পয়ারেও বলা হইল, "সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি।" মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসিদ্ধ একটা ইচ্ছা আছে; এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথরূপে পূর্ব্বেই নীলাচলে প্রকট হইয়াছেন; জীবদিগকে উদ্ধার করা নীলাচলচন্দ্র শ্রীজগন্নাথেরও ইচ্ছা। শ্রীজগন্নাথরূপে একভাবে শ্রীকৃষ্ণ জীব-উদ্ধার করিতেছেন সত্য, তথাপি অন্য একরূপে (শ্রীচৈতন্যরূপে) জীব-উদ্ধার করারও ইচ্ছা জন্মিল; শ্রীকৃষ্ণের এই (শ্রীচৈতন্যরূপে জীব-উদ্ধারের) ইচ্ছা শ্রীজগন্নাথরূপে জীব-উদ্ধারের ইচ্ছার সহিত একতা প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ একই শ্রীকৃষ্ণ একই জীব-উদ্ধারের ইচ্ছায়, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য এই দুইরূপে প্রকট হইলেন।

১৪২। শ্রীচৈতন্যরূপে কি প্রকারে জীব-উদ্ধার করেন, তাহা বলিতেছেন। সমস্ত সংসারাসক্ত জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ জঙ্গম (গতিশীল) শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। **জঙ্গমরূপে**—গতিশীলরূপে; যেইরূপে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতে পারেন, সেইরূপে। শ্রীগৌরাঙ্গই এই জঙ্গম (গতিশীল, যাতায়াতক্ষম) রূপ। **কৈল অবতার**—আত্মপ্রকট করিলেন; অবতীর্ণ হইলেন। শ্লোকস্থ "কনকরুচিঃ আবিরাসীৎ" অংশের অর্থই এই পয়ার।

১৪৩। শ্রীজগন্নাথরূপেই জীব উদ্ধার করিতেছিলেন; আবার শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার হেতু কি, তাহা এই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীজগন্নাথের দ্বারা সমস্ত সংসারিলোকের উদ্ধার সম্ভব নহে বলিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহারা নীলচলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিবে, তাহাদের সংসারাসক্তি দূর হইবে, তাহারা মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু সকল দেশের সকল লোক তো নীলাচলে আসিতে পারিবে না। যাহারা নীলাচলে আসিতে পারিবে না, জগন্নাথ-দর্শনও তাহারা পাইবে না; সুতরাং তাহাদের উদ্ধারও সম্ভব হইবে না। তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্তই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন। শ্রীজগন্নাথ পরব্রহ্ম হইয়াও স্থাবরস্বরূপ বলিয়া নীলাচল ছাড়িয়া অন্যত্র যায়েন না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি দেশে দেশে যাঞা।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গমব্রহ্ম হঞা ॥ ১৪৪
সরস্বতীর অর্থ এই কৈল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলে বর্ণন ॥ ১৪৫
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ ॥ ১৪৬
তবে সেই কবি সভার চরণে পড়িয়া।
সভার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লৈয়া ॥ ১৪৭
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা।
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইলা ॥ ১৪৮
সেই কবি সব ছাড়ি রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণকৃপা কে কহিতে পারে ? ॥ ১৪৯
এই ত কহিল প্রদ্যুম্নমিশ্রবিবরণ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ ॥ ১৫০
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা ॥
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে' যার সীমা ॥ ১৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৪। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিরূপে সকল জীবকে উদ্ধার করিলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জঙ্গম ব্রহ্ম—তিনি সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন। তাই তিনি দেশে দেশে যাইয়া সকল লোককে উদ্ধার করিলেন—যাহারা নীলাচলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে পারে নাই, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাহাদের দেশে যাইয়া তাহাদিগকে দর্শন দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন।

যাহারা নীলাচলে আসিতে পারে, তাহারা শ্রীজগন্নাথের দর্শনেও উদ্ধার পাইতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনেও উদ্ধার পাইতে পারে।

১৪৫। শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া স্বরূপ-দামোদর বঙ্গদেশীয় কবিকে বলিলেন "সরস্বতীর অর্থ এই" ইত্যাদি।

এহো ভাগ্য ইত্যাদি—কবি! তুমি যে শ্লোক লিখিয়াছ, তোমার অর্থে তাহাতে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্যের নিন্দা বুঝাইলেও, তুমি যে ঐ শ্লোকটী রচনা করিতে পারিয়াছ, ইহাই তোমার সৌভাগ্য ; কারণ, ইহাতেও তোমার ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১৪৬। নিন্দার্থক-শ্লোক-রচনায় কিরূপে কবির মুক্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে, তাহা বলিতেছেন।

কৃষ্ণে গালি দিতে ইত্যাদি—কৃষ্ণকে গালি দেওয়ার নিমিত্তও যদি কেহ কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও ঐ নাম-উচ্চারণের ফলেই তাহার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হেলায় হউক, শ্রদ্ধায় হউক, স্তুতির নিমিত্তই হউক, কি নিন্দার নিমিত্তই হউক, কি অন্যবস্তুর ব্যপদেশেই হউক, যে কোনরূপে ভগবানের নাম-উচ্চারণ করিতে পারিলেই ভববন্ধন ক্ষয় হয়। "সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥"

কবির শ্লোকে শ্রীজগন্নাথের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নাম আছে বলিয়া তাঁহার কৃত অর্থ নিন্দাবাচক হওয়াতেও ঐ নামদ্বয় তাঁহার মুক্তির হেতু হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বা শ্রীজগন্নাথদেবের নিন্দা কবির অভিপ্রেত ছিলনা ; তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিতই নান্দীশ্লোকে উভয়ের গুণবর্ণন করিয়াছেন ; তত্ত্ব জানিতেন না বলিয়া তাঁহার কৃত অর্থ—তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেই—তত্ত্বজ্ঞের সূক্ষ্মবিচারে নিন্দাবাচক হইয়া পড়িয়াছে।

১৪৭। **তবে**—স্বরূপ-দামোদরের উক্তি শুনিয়া। **দন্তে তৃণ লৈয়া**—অত্যন্ত দৈন্য প্রকাশ করিয়া।

১৪৮। **তবে**—কবি সকলের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিয়া সকলের চরণে শরণ লইলে পর। **অঙ্গীকার কৈলা**—কবিকে অনুগ্রহ করিলেন। **তার গুণ কহি** ইত্যাদি—প্রভুর নিকটে কবির দৈন্য-বিনয়াদির কথা উল্লেখ করিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করাইলেন।

১৫০। **প্রভু-আজ্ঞায়** ইত্যাদি—যে প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর আদেশে রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলেন।

১৫১। **যার সীমা**—রামানন্দরায়ের মহিমার সীমা।

প্রস্তাব পাঞা কহিল কবির নাটক-বিবরণ।
অজ্ঞ হৈয়া শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ॥ ১৫২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের সার।
একলীলাপ্রবাহে বহে শতশত ধার॥ ১৫৩
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে।
গৌরলীলা-ভক্তি-ভক্ত-রসতত্ত্ব জানে॥ ১৫৪
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৫৫

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্ন-
মিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ॥৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫২। **প্রস্তাব পাইয়া**—প্রসঙ্গক্রমে। **কবির**—বঙ্গদেশীয় কবির।

অজ্ঞ হৈয়া ইত্যাদি—যে কবি অজ্ঞ হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এবং তাঁহার পরিকরবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ পাইয়াছেন। দন্তে তৃণ ধরিয়া সকলের চরণে শরণ লওয়াতেই কবির শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে।

১৫৩। **এক লীলা-প্রবাহে** ইত্যাদি—নদীর প্রবাহ হইতে যেমন শত শত শাখা চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একই মুখ্য লীলা হইতে আনুষঙ্গিক-ভাবে কত কত লীলা, লীলার কত কত গূঢ় উদ্দেশ্য প্রকটিত হইয়া থাকে।

১৫৪। এই পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকথা-শ্রবণের মাহাত্ম্য বলিতেছেন।

গৌরলীলা-ভক্তি ইত্যাদি—গৌরতত্ত্ব, গৌরের লীলাতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব, রসতত্ত্ব, এই সমস্তই গৌর-লীলা-শ্রোতা জানিতে পারেন।